তাওহীদের ডাক

৬২তম সংখ্যা, মার্চ-এপ্রিল ২০২৩
Web : www.tawheederdak.com

উত্তম মানুষ হওয়ার উপায়

পৃথিবী কাঁপানো ভয়াবহ ভূমিকম্প

রামাযানের আমল ও ইলাহী প্রাপ্তি

কুরআন মুমিনের জন্য আলোকবর্তিকা

সাক্ষাৎকার : অধ্যাপক মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম

ওবায়েদ বিন আব্দুল্লাহ আল-জাবিরী (রহঃ)

www.tawheederdak.com

দারুলহাদীছ বিশ্ববিদ্যালয় ও তাবলীগী ইজতেমা ময়দানের জমি ক্রয় প্রকল্পে সহযোগিতা করুন!

সম্মানিত দ্বীনী ভাই ও বোন! আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ-এর উদ্যোগে তাবলীগী ইজতেমা ময়দান এবং বিশুদ্ধ দ্বীন শিক্ষার সর্বোচ্চ কেন্দ্র হিসেবে প্রস্তাবিত 'দারুলহাদীছ বিশ্ববিদ্যালয়'-এর বৃহত্তর ক্যাম্পাস প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সেখানে উচ্চতর গবেষণা কেন্দ্র, শিক্ষক ও ইমাম প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

অতএব দানশীল ভাই-বোনদেরকে উক্ত বিশাল প্রকল্প বাস্তবায়নে উদার হস্তে এগিয়ে আসার উদাত্ত আহবান জানাচ্ছি এবং সামর্থ্য অনুযায়ী ১ বিঘা, ১০ কাঠা, ৫ কাঠা বা ১ কাঠা জমির মূল্য অথবা সাধ্যমত দান করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি।

অর্থ প্রেরণের ঠিকানা

তাবলীগী ইজতেমা ফাণ্ড : হিসাব নং ০০৭১২২০০০০৭১৭
আল-আরাফা ইসলামী ব্যাংক, রাজশাহী শাখা।

বিকাশ ও নগদ নং : ০১৭৯৭-৯০০১২৩, রকেট (মার্চেন্ট) নং : ০১৭০৭-৬১৩৬৩৭।

সার্বিক যোগাযোগ : কেন্দ্রীয় কার্যালয়, আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭৯৭-৯০০১২৩, ০১৭১১-৫৭৮০৫৭।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত দেওয়ালপত্র সমূহ

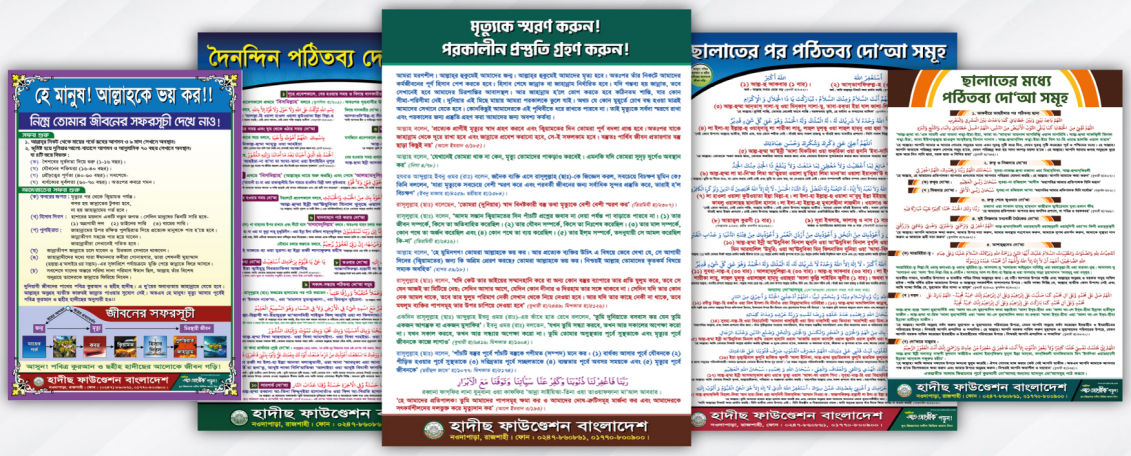

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। www.hadeethfoundationbd.com

অর্ডার করুন
০১৭৭০-৮০০৯০০

তাওহীদের ডাক
The Call to Tawheed

৬২ তম সংখ্যা
মার্চ-এপ্রিল ২০২৩

উপদেষ্টা সম্পাদক
আব্দুর রশীদ আখতার
ড. নূরুল ইসলাম
ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব
ড. মুখতারুল ইসলাম

সম্পাদক
মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম মাদানী

নির্বাহী সম্পাদক
আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সহকারী সম্পাদক
মুহাম্মাদ আব্দুর রঊফ

যোগাযোগ
তাওহীদের ডাক
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
(২য় তলা), নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা,
রাজশাহী-৬২০৩।
ফোন : ০২৪৭-৮৬০৯৯২, ০১৭২৩-৬৮৮৪৪৩
সার্কুলেশন বিভাগ
০১৭৬৬-২০১৩৫৩
ই-মেইল
tawheederdak@gmail.com
ওয়েবসাইট
www.tawheederdak.com

মূল্য : ৩০ টাকা

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ,
কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রকাশনা বিভাগ,
নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী- ৬২০৩
থেকে সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত ও
হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, রাজশাহী থেকে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

- **সম্পাদকীয়** ২
  চলমান শিক্ষানীতির ভ্রান্ত গতিপথ ও আমাদের করণীয়
- **কুরআন ও হাদীছের পথ-নির্দেশিকা** ৪
  আল্লাহ্র জন্য বন্ধুত্ব ও শত্রুতা
- **আক্বীদা** ৬
  কুরআন মুমিনের জন্য আলোকবর্তিকা
  ইহসান ইলাহী যহীর
- **তাবলীগ** ৭
  রামাযানের আমল ও ইলাহী প্রাপ্তি
  যহুরুল ইসলাম
- **তারবিয়াত** ১১
  গুনাহ মাফের আমলসমূহ (শেষ কিস্তি)
  আসাদ বিন আব্দুল আযীয
- **তাজদীদে মিল্লাত** ১৬
  জান্নাত লাভে ধন্য যারা
  রবীউল ইসলাম
- **সাময়িক প্রসঙ্গ** ২১
  পৃথিবী কাঁপানো ভয়াবহ ভূমিকম্প
  আসাদুল্লাহ আল-গালিব
- **সাক্ষাৎকার : অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম** ২৫
- **চিন্তাধারা** ৩২
  গুনাহে পতিত মুমিনের অবস্থা কেমন হওয়া উচিৎ
  আব্দুর রহীম
- **ধর্ম ও সমাজ** ৩৭
  মুসলিম সমাজে প্রচলিত হিন্দুয়ানী প্রবাদ-প্রবচন (৭ম কিস্তি)
  মুহাম্মাদ আব্দুর রঊফ
- **প্রবন্ধ** ৪১
  যবানের পাপ ও পুণ্য
  ফায়ছাল মাহমূদ
- **সমকালীন মনীষী** ৪৬
  শায়খ ওবাইদ বিন আব্দুল্লাহ আল-জাবিরী (রহঃ)
  মীযানুর রহমান মাদানী
- **অনুবাদ গল্প** ৪৮
  অলস অহংকারীর করুণ পরিণতি
  মুহাম্মাদ আব্দুর রঊফ
- **সংগঠন সংবাদ** ৪৯

সম্পাদকীয়

চলমান শিক্ষানীতির ভ্রান্ত গতিপথ ও আমাদের করণীয়

শিক্ষাব্যবস্থার দিশাহীনতা আর ভ্রান্ত নীতি নিয়ে আমাদের দেশে আলোচনা-পর্যালোচনার অন্ত নেই। দুনিয়াবী শিক্ষা হোক, আর দ্বীনী শিক্ষা হোক, শিক্ষার লক্ষ্য-উদ্দেশ্যগত কিংবা পদ্ধতিগত উভয় দিক থেকেই আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা যেন টালমাটাল অবস্থায় উত্তাল সাগরে খাবি খাচ্ছে। ১৯৪৭ সালে একটি বিশেষ আদর্শ ও চিন্তাধারাকে সম্বল করে মুসলিমদের পৃথক আবাসস্থল হিসাবে এ দেশের জন্ম হলেও অদ্যাবধি সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে কোন শিক্ষানীতি প্রণীত হয়নি। এমনকি পোপের চেয়ে বেশী খৃষ্টান হওয়ার মত কীভাবে প্রচলিত সেক্যুলার থেকে আরো বেশী সেক্যুলার হওয়া যায়, সেই প্রতিযোগিতাই যেন লক্ষ্য করা গেছে এসব শিক্ষানীতিতে। ফলশ্রুতিতে ধর্মহীন, নাস্তিক্যবাদী, বিজাতীয় সংস্কৃতিনির্ভর, বস্তুবাদী ও পুঁজিবাদী চিন্তাধারাপুষ্ট শিক্ষানীতিই হয়ে উঠেছে আমাদের শিক্ষানীতির সাধারণ বৈশিষ্ট্য। যার কারণে ইসলামের নামে আমরা আলাদা দেশ পেয়েছি বটে; কিন্তু ইসলাম এদেশের শিক্ষানীতিতে স্রেফ অন্যান্য ধর্মের মত একটা ধর্মশিক্ষা হিসাবে পড়ানো হয়। ইসলামের তাওহীদী বিশ্বাস ও জীবনাচারের প্রতিফলন ঘটানো এখানে মোটেই গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়। আর এজন্যই এই শিক্ষাব্যবস্থায় দেশের জনগণের আদর্শিক ও নৈতিক অবস্থানের কোন প্রতিফলন নেই। বরং মুসলমানের সন্তান হয়েও এ দেশের সন্তানরা বেড়ে উঠছে নাস্তিক্যবাদী, সংশয়বাদী এবং নিরেট বস্তুবাদী চিন্তাধারায়। এর মধ্যেও যা কিছু সংখ্যক ইসলামী চিন্তা-চেতনা নিয়ে বেড়ে উঠছে, তারা মূলতঃ অভিভাবকদের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায়, শিক্ষকের বিশেষ পরিচর্যা কিংবা পারিপার্শ্বিক ধর্মীয় পরিবেশের মাধ্যমে প্রভাবিত হয়েছে। এতে এই শিক্ষাব্যবস্থার কোন অবদান নেই।

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার এই আদর্শিক মেরুদণ্ডহীন অবস্থান তৈরীতে মূল অবদান হ'ল ইংরেজদের। আমরা কেবল তাদের অন্ধ তাবেদারমাত্র। বৃটিশ শাসনের যুগে ১৮৩৫ সালে ইংরেজ শিক্ষাবিদ থমাস মেকলে (১৮০০-১৮৫৯) ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে তাঁর Minute on Indian Education নামক প্রস্তাবনা উপস্থাপন করেন এবং এতে তিনি স্পষ্টই উল্লেখ করেন যে, আমাদেরকে অবশ্যই এমন একটি শ্রেণী তৈরী করতে হবে, যারা রক্তে ও বর্ণে হবে ভারতীয়; কিন্তু অভিরুচি, চিন্তাধারা, মতামত, আদর্শ এবং বুদ্ধিবৃত্তিতে হবে ইংরেজ (a class of persons, Indian in blood and colour, but English in tastes, in opinions, in morals and in intellect) (৩৪ নং প্রস্তাব)। বলা যায়, তাঁর এই চিন্তাধারাই ভারত উপমহাদেশে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার মূল ভিত্তি। আর তার এই বক্তব্যেরই যেন হুবহু বাস্তবায়ন আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা।

রক্তে, বর্ণে বাংলাদেশী হ'লেও, বৃটিশরা পৌনে এক শতাব্দী পূর্বে বিদায় গ্রহণ করলেও লক্ষ্য-উদ্দেশ্যে, চিন্তা-চেতনায়, চলনে-বলনে, সংস্কার-সংস্কৃতিতে আমরা অদ্যাবধি সেই পশ্চিমাদের উত্তরাধিকারই বহন করে চলেছি। আমাদের জাতে ওঠার নিক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে কে কতটুকু ইংরেজী ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেছি বা ন্যাটিভ উচ্চারণে ইংরেজী বলতে পারছি কিংবা কে কতটুকু পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্ব করতে পারছি তার উপর।

অপরদিকে শিক্ষার পদ্ধতিগত দিক থেকেও আমরা চরমভাবে পিছিয়ে। যেমন: **প্রথমতঃ** আমাদের জ্ঞান চর্চা হ'ল পরীক্ষানির্ভর, শিখন নির্ভর নয়। পাঠ্যপুস্তক থেকে শিক্ষার্থীরা কী শিখল, কী জানল তা খুব কমই বিশ্লেষণ করা হয়। বরং পরীক্ষায় কে কতটুকু ভাল করতে পারল, সেটাই হয় মুখ্য। ফলে আমরা উত্তম পরীক্ষার্থী তৈরীর প্রতিযোগিতায় লিপ্ত রয়েছি। উত্তম শিক্ষার্থী কিংবা জ্ঞানসাধক তৈরীর সক্ষমতা এই শিক্ষাব্যবস্থার নেই বললেই চলে।

দ্বিতীয়তঃ এই শিক্ষাব্যবস্থায় কোন সৃজনশীলতা নেই, মহৎ কোন টার্গেট নেই, নিত্য-নতুন জ্ঞান-গবেষণার প্রয়াস নেই, অর্জিত বিদ্যার প্রয়োগ নেই, মেধার সাধারণ মূল্যায়ন পর্যন্ত নেই। একজন বিশেষ বিসিএস পরীক্ষার্থীকেও সাধারণ জ্ঞান কিংবা বাংলা/ইংরেজী সাহিত্যের নামে এমন অনেক কিছু পড়তে হয়, যা তার বাস্তব জীবনে কোনই কাজে আসবে না। যেমন একজন চিকিৎসককে বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য বাংলা সাহিত্যের সহস্রাব্দ প্রলম্বিত ইতিহাসের মহাসাগর অবগাহনে নামিয়ে দেয়া হয়, যা সম্পূর্ণই অপ্রয়োজনীয়। অন্যদিকে। ফলে একদিকে দক্ষতা ও যোগ্যতা যেমন তৈরী হচ্ছে না, তেমনি অর্জিত যোগ্যতার প্রয়োগক্ষেত্র না থাকায় যোগ্য লোকেরা সঠিক জায়গায় ব্যবহৃত হচ্ছে না। ফলে একদিকে যেমন বেকারের সংখ্যা বাড়ছে, অপরদিকে দেশের মেধাগুলো বিদেশে পাচার হয়ে যাচ্ছে। ফলে পদ্ধতিগতভাবেই এ দেশে মেধাবী ও যোগ্যতাসম্পন্ন দেশপ্রেমিক জনসম্পদ গড়ে ওঠার পরিবেশ নেই।

তৃতীয়তঃ 'মড়ার উপর খাড়ার ঘা'র মত এর সাথে যুক্ত হয়েছে শিক্ষা উপর রাজনীতির কালো হাত। ফলে শিক্ষক নিয়োগে মেধার পরিবর্তে ব্যক্তির রাজনৈতিক পরিচয়ই অগ্রাধিকার পাচ্ছে। ঘুষ দিয়ে চাকুরী নিচ্ছে দুর্নীতিবাজ অমেধাবীরা। যাদের কাছ থেকে শিক্ষার্থীরা না পাচ্ছে জ্ঞান, না পাচ্ছে আদর্শের শিক্ষা। এদের হাতে গড়ে উঠছে জাতির জন্য বোঝা এক বিশাল মেধাহীন প্রজন্ম। শিক্ষার হার বাড়াতে যথাযথ উদ্যোগ নেয়ার পরিবর্তে কর্তৃপক্ষের আত্মঘাতি নির্দেশনা হ'ল শিক্ষার্থী যত মেধাহীনই হোক, তাকে অকৃতকার্য দেখানো যাবে না। সাদা খাতা জমা দিলেও তাকে পাশ করাতে হবে। অন্যদিকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক এজেণ্ডা বাস্তবায়ন করতে কখনও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ তত্ত্ব, নারী-পুরুষের প্রাকৃতিক ব্যবধান ঘুচানো, যৌনতা ও সমকামিতাকে স্বাভাবিকীকরণ, ইসলামী আক্বীদা-বিশ্বাস ও ইতিহাসের বিকৃতি, ইসলাম ও মুসলিম সংস্কৃতির প্রতি বিদ্বেষমূলক প্রপাগাণ্ডা, সূদী অর্থনীতির বিকাশ, বিজাতীয় বিশেষত হিন্দুয়ানী সংস্কৃতির অযাচিত অনুপ্রবেশ ঘটানো হচ্ছে।

অপরদিকে ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা নামে কওমী, খারেজী বা আলিয়া নামক যে ধারাগুলি প্রচলিত রয়েছে, তার অবস্থাও তথৈবচ। এতে লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ঠিক থাকলেও চরম বিভ্রান্তি ঢুকেছে শিক্ষাপদ্ধতির দিক থেকে। যেমন :

প্রথমতঃ এই শিক্ষাপদ্ধতিতে ইসলামী জ্ঞানার্জনের মূলসূত্র তথা কুরআন ও হাদীছকে গ্রহণ করা হয়েছে মূলতঃ বরকতের কিতাব হিসাবে। আর এর পরিবর্তে বিভিন্ন মাযহাব, তরীকা, আকাবির-বুযুর্গকে জ্ঞানচর্চার মূল মানদণ্ড হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। কুরআনকে রাখা হয়েছে অর্থ অনুধাবন ছাড়া মুখস্থ তেলাওয়াত, শবীনা খতম করা, কুরআনখানী করার জন্য। আর হাদীছ গ্রন্থগুলো

রাখা হয়েছে দাওরায়ে হাদীছ শিক্ষাবর্ষের শেষাংশে এসে বরকতময় পাঠের জন্য। জ্ঞানাহরণ কিংবা অনুসরণের জন্য কুরআন ও হাদীছের কোন গুরুত্ব এই শিক্ষাব্যবস্থায় নেই। ফলে ৫০ বছর ধরে বুখারী খতম করানো মুফতী ছাহেব ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী ছালাত আদায় করতে সক্ষম হন না। শিরক-বিদ'আত, কুসংস্কারপূর্ণ রসম-রেওয়ায, বিজাতীয় সংস্কৃতির জঞ্জালকে উচ্ছেদের পরিবর্তে আপন আপন স্বার্থ সযত্ন লালন করাকেই তারা তাদের কর্তব্য মনে করেন। দলীলের অনুসরণের পরিবর্তে পূর্বপুরুষদের অন্ধ অনুসরণকেই মুক্তির পথ হিসাবে বেছে নিয়েছেন। অপরদিকে ইজমা-ক্বিয়াসের অপপ্রয়োগ ঘটিয়ে হালালকে হারাম আর হারামকে হালাল বানানোর অপকৌশল তারা রপ্ত করেছেন। আর দুনিয়াবী জ্ঞান-বিজ্ঞানকে সিলেবাস বহির্ভূত রেখে শিক্ষার্থীদেরকে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বিচরণ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ এতে ছাহাবীদের নীতি-আদর্শ তথা সালাফী মানহাজের অনুসরণ নেই। ফলে কুরআন ও হাদীছের ভুল ব্যাখ্যাকে প্রতিরোধের কোন বিজ্ঞানসম্মত উপায় নেই। যে যার মত কুরআন ও হাদীছের অপব্যাখ্যা করলেও তা অপনোদনের কোন সূত্র নেই। ফলে ইসলামের বিশুদ্ধ জ্ঞানার্জনের পথ এতে খোলা নেই। ফলে স্বভাবতই ইসলামের ভুল ব্যাখ্যার মাধ্যমে জিহাদ পরিণত হয়েছে জঙ্গীবাদে, দাওয়াত পরিণত হয়েছে প্রচলিত ছয় উছূলের তাবলীগে, ইক্বামতে দ্বীন পরিণত হয়েছে ইক্বামতে হুকুমত তথা প্রচলিত ভ্রান্ত ইসলামী রাজনীতিতে, তাযকিয়া বা আত্মিক পরিশুদ্ধি পরিণত হয়েছে ছূফীবাদে। এমনকি এ কারণে খোদ আল্লাহ ও রাসূল (ছাঃ)-এর স্বরূপ কিংবা সত্ত্বাগত পরিচয় সম্পর্কে পর্যন্ত অধিকাংশ মুসলমান সঠিক আক্বীদা রাখে না। সাধারণ মানুষরা তো দূরের কথা, বিজ্ঞ আলেমরা পর্যন্ত এই অপব্যাখ্যার মধ্যে নিমজ্জিত। এছাড়া শুধু কুরআন মানার দাবী করা, গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীকে আল্লাহ প্রেরিত বিশেষ পুরুষ দাবী করা ইত্যাকার নানা দল-উপদলের তো কোন হিসাবই নেই, যাদের উদ্ভব ঘটেছে সালাফে ছালেহীনের মানহাজ থেকে বিচ্যুত হওয়ার কারণে।

তৃতীয়তঃ এতে ইছলাহ বা ভুল সংশোধনের কোন প্রয়াস নেই। কোন গঠনমূলক কর্মসূচীও নেই। ইজতিহাদের অবকাশ নেই। সৃজনশীলতা নেই। বৃহত্তর উম্মাহকেন্দ্রিক কোন চিন্তার প্রসারতা নেই। সত্যকে সত্য বলা, মিথ্যা মিথ্যা বলার দৃঢ়চিত্ততা নেই। ফলে যুগ যুগ ধরে ভুলকে তারা কোন অবস্থাতেই সংশোধনকামী নন। বরং জেনেশুনে তা জিইয়ে রাখার ঘোর তাকলীদী মানসিকতাকে উল্টো তারা গর্বের সাথে লালন করেন।

ফলে এই শিক্ষাব্যবস্থা ইসলামের নামে পরিচালিত হ'লেও নীতি-পদ্ধতিগতভাবে তা বিশুদ্ধ ইসলাম তথা রাসূল (ছাঃ)-এর রেখে যাওয়া ইসলামের প্রতিনিধিত্ব করে না।

এমতাবস্থায় স্বভাবতঃই প্রশ্ন আসে যে, শিক্ষার এই দুরবস্থা দূরীকরণে আমাদের করণীয় কী হ'তে পারে?

উপরোক্ত আলোচনায় ইতিমধ্যে স্পষ্ট হয়েছে যে, প্রচলিত সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থার মূল সমস্যা হ'ল লক্ষ্যহীনতা। একজন মুসলিম হিসাবে এবং একটি মুসলিম দেশে এই লক্ষ্যহীন, অপূর্ণাঙ্গ শিক্ষাব্যবস্থা কোনক্রমেই কাম্য হতে পারে না। সুতরাং আমাদের সবচেয়ে বড় করণীয় হবে এর লক্ষ্য নির্ধারণ (Ontological framework)-কে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া। আর এজন্যই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআনের প্রথম আয়াতটি নাযিল করে আমাদের মূল লক্ষ্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন- পড়, তোমার প্রভুর নামে যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন *(আলাক্ব ১)*। তিনি স্পষ্ট ঘোষণা দিয়েছেন যে, তিনি জিন এবং ইনসানকে একমাত্র তাঁর ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছেন *(যারিয়াত ৫৬)*। সুতরাং আল্লাহকে জানা, তাঁর সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে জানা এবং সেই মোতাবেক জীবনকে পরিচালনাকে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার মূল লক্ষ্য হিসাবে নির্ধারণ করতে হবে। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা হবে তাওহীদ, আখেরাত ও রিসালাত ভিত্তিক। আমাদের ভাষা, সাহিত্য, কলা, বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন যাবতীয় পাঠ্যবস্তুর লক্ষ্য হবে এই মৌলিক লক্ষ্যকে সামনে রেখে।

কেউ বলতে পারেন, এদেশে অমুসলিমরাও রয়েছে। অতএব কোন নির্দিষ্ট ধর্মের অনুকূলে কোন শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়ন করা তাদের প্রতি কি অবিচার নয়? আমরা বলব, অন্য ধর্মের অনুসারীরা তাদের ক্লাসে নিজ নিজ ধর্মশিক্ষা গ্রহণ করবে। কিন্তু মৌলিক শিক্ষানীতি হবে ইসলামেরই অনুকূলে, যা চিরসত্য ও কল্যাণকর। কেউ মিথ্যার পক্ষে অবস্থান নিলে সেটা তার নিজস্ব ব্যাপার। কিন্তু সে কারণে সত্যের অবস্থান নড়চড় হবে না। যেমনভাবে এই যুগে এসে কেউ যদি দাবী করে যে, পৃথিবী সমতল- তবে স্রেফ তার দাবীর ভিত্তিতে পাঠ্যতালিকায় তা গ্রহণযোগ্য মত হিসাবে উল্লেখ করার সুযোগ নেই। কেননা যা ভ্রান্ত তা ভ্রান্তই। বিরাট সংখ্যক মানুষ তার পক্ষ নিলেও তা সত্য হয়ে যায় না। সুতরাং ইসলাম ভিন্ন অন্য কোন ধর্মকে ধর্তব্য মনে করার অবকাশ নেই। কেননা ইসলামের আগমনের পর অন্য সকল ধর্ম ও মতবাদ বাতিলযোগ্য *(আলে-ইমরান ৩/১৯)*।

দ্বিতীয়তঃ লক্ষ্য নির্ধারণের পর লক্ষ্য অর্জনের পথ ও পদ্ধতিও (Epistemological framework) সঠিক হতে হবে। জ্ঞানার্জনের মূল সূত্র (Main Text) নির্ধারণ করতে হবে আল্লাহর অহি তথা কুরআন ও ছহীহ হাদীছ। যা কিনা সালাফে ছালেহীনের বুঝ (Right understanding of the main text) অনুযায়ী অনুসৃত হবে। এই পদ্ধতিই সত্যকে জানা ও মানার একমাত্র মাধ্যম, যা কিনা মানুষের ইজতিহাদ এবং আল্লাহ প্রদত্ত হিকমত ও হেদায়াতের মাধ্যমে প্রকৃত জ্ঞানে পরিণত হয়।

প্রিয় পাঠক, প্রকৃত শিক্ষা হ'ল স্রষ্টাকে জানা ও সবকিছুতে তাঁর তাওহীদ বা একত্বের স্বীকৃতি প্রদানের শিক্ষা। প্রকৃত শিক্ষাপদ্ধতি হ'ল স্রষ্টার প্রদর্শিত শিক্ষাপদ্ধতি। কবরে বান্দাকে যে চারটি প্রশ্ন করা হবে তাতেই আমরা এই শিক্ষাদর্শন স্পষ্টভাবে খুঁজে পাই। কবরে প্রথম তিনটি প্রশ্নই হবে- তোমার রব কে, নবী কে এবং ধর্ম কী? যা আমাদের লক্ষ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট। আর সর্বশেষ প্রশ্ন হবে- কিভাবে সত্য জেনেছ? যার উত্তর হবে-আল কুরআন; যা আমাদের শিক্ষাপদ্ধতির সাথে সংশ্লিষ্ট। সুতরাং এই দু'টি মৌলিক বিষয়কে সামনে রেখে শিক্ষানীতি নির্ধারণ করাই কাম্য, যার উপর নির্ভর করছে আমাদের দুনিয়া ও আখেরাতের সফলতা। একটি মুসলিম দেশে বৃটিশদের রেখে যাওয়া আধুনিক নামধারী আদর্শহীন, ইংরেজী নির্ভর শিক্ষা কখনই আমাদের জন্য বরণীয় হ'তে পারে না। অপরদিকে ইসলামী শিক্ষার নামে তাক্বলীদী অন্ধত্বপূর্ণ শিক্ষাও ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা নয়। সুতরাং প্রকৃতঅর্থে জ্ঞান অর্জন করতে গেলে আমাদেরকে সঠিক লক্ষ্যকে সামনে রেখে সঠিক পদ্ধতিতে জ্ঞানার্জনের পথ অবলম্বন করতে হবে এবং দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে সে অনুযায়ী ঢেলে সাজাতে হবে। তবেই তা দেশ ও জাতির প্রকৃত কল্যাণমুখী শিক্ষা হয়ে উঠবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন। আমীন!

আল্লাহর জন্য বন্ধুত্ব ও শত্রুতা

আল-কুরআনুল কারীম :

١- وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ-

(১) 'আর মুমিন পুরুষ ও নারী পরস্পরের বন্ধু। তারা সৎ কাজের আদেশ করে ও অসৎ কাজে নিষেধ করে। তারা ছালাত কায়েম করে ও যাকাত আদায় করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। এসব লোকের প্রতি আল্লাহ অবশ্যই অনুগ্রহ বর্ষণ করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাবান' *(তওবা ৯/৭১)*।

٢- لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ-

(২) মুমিনগণ যেন মুমিনদের ছেড়ে কাফিরদের বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। যারা এরূপ করবে, আল্লাহ্র সাথে তাদের কোন সম্পর্ক থাকবে না। তবে তোমরা যদি তাদের থেকে কোন অনিষ্টের আশংকা কর। আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর (প্রতিশোধ গ্রহণ) সম্পর্কে সতর্ক করে দিচ্ছেন। আর আল্লাহ্র কাছেই সবাইকে ফিরে যেতে হবে' *(আলে ইমরান ৩/২৮)*।

٣- يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ-

(৩) হে মুমিনগণ! তোমরা ইহূদী-নাছারাদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, তারা তাদের মধ্যে গণ্য হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়কে সুপথ প্রদর্শন করেন না' *(মায়েদাহ ৫/৫১)*।

٤- وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ-

(৪) 'আর যারা অবিশ্বাসী তারা পরস্পরে বন্ধু। এক্ষণে তোমরা যদি (মুমিনদের মধ্যে বন্ধুত্বের) বিধান কার্যকর না কর, তাহ'লে যমীনে ব্যাপকভাবে বিশৃংখলা ও বিপর্য ছড়িয়ে পড়বে' *(আনফাল ৮/৭৩)*।

٥- يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ-

(৫) 'হে মুমিনগণ! তোমরা আমার ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করো না। তাদের নিকট তোমরা বন্ধুত্ব পেশ করছ, অথচ তারা তোমাদের নিকট আগত সত্যকে অস্বীকার করছে' *(মুমতাহিনা ৬০/১)*।

٦- يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ-

(৬) 'হে মুমিনগণ! তোমরা তোমাদের পিতা ও ভাইদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, যদি তারা ঈমানের মুকাবিলায় কুফরকে প্রিয় মনে করে। তোমাদের মধ্যে যারা তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তারাই সীমালংঘনকারী' *(তওবা ৯/২৩)*।

٧- الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا-

(৭) 'যারা মুমিনদের ছেড়ে কাফিরদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তারা কি তাদের কাছে সম্মান প্রত্যাশা করে? অথচ যাবতীয় সম্মান কেবল আল্লাহ্র জন্য' *(নিসা ৪/১৩৯)*।

হাদীছের বাণী :

٨- عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلاَثٌ أَحْلِفُ عَلَيْهِنَّ لاَ يَجْعَلُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مَنْ لَهُ سَهْمٌ فِى الإِسْلاَمِ كَمَنْ لاَ سَهْمَ لَهُ فَأَسْهُمُ الإِسْلاَمِ ثَلاَثَةٌ الصَّلاَةُ وَالصَّوْمُ وَالزَّكَاةُ وَلاَ يَتَوَلَّى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَبْداً فِى الدُّنْيَا فَيُوَلِّيهِ غَيْرَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُحِبُّ رَجُلٌ قَوْماً إِلاَّ جَعَلَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مَعَهُمْ وَالرَّابِعَةُ لَوْ حَلَفْتُ عَلَيْهَا رَجَوْتُ أَنْ لاَ آثَمَ لاَ يَسْتُرُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَبْداً فِى الدُّنْيَا إِلاَّ سَتَرَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ-

(৮) আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তিনটি বিষয়ের উপর আমি শপথ করতে পারি। (১) যে ব্যক্তির মধ্যে ইসলামের অংশ রয়েছে আল্লাহ তা'আলা তাকে ঐ লোক বরাবর করেন না যার মধ্যে ইসলামের কোন অংশ নেই। আর ইসলামের অংশ হচ্ছে তিনটি ক. ছালাত খ. ছিয়াম গ. যাকাত। (২) কোন বান্দাকে যখন আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেন, তখন ক্বিয়ামতের দিন তাকে অন্য কারো বন্ধু বানিয়ে দিবেন না। (৩) আর কোন ব্যক্তি যদি কোন জাতিকে ভালবাসে তাহ'লে আল্লাহ তাকে তাদের মধ্যে শামিল করবেন। চতুর্থ আরেকটি

বিষয় রয়েছে যদি তার জন্য শপথ করি তাহ'লে আশা করি আমি গুনাহগার হব না। আর তা হচ্ছে দুনিয়াতে আল্লাহ তা'আলা কোন বান্দার দোষ-ত্রুটি যদি গোপন রাখেন তাহ'লে ক্বিয়ামতের দিনও আল্লাহ তার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবেন'।[১]

٩- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي ذَرٍّ يَا أَبَا ذَرٍّ! أَيُّ عُرَى الْإِيمَانِ أَوْثَقُ؟ قَالَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ الْمُوَالَاةُ فِي اللهِ، وَالْحُبُّ فِي اللهِ، وَالْبُغْضُ فِي اللهِ-

(৯) আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আবু যর (রাঃ)-কে বললেন, হে আবু যর! ঈমানের কোন শাখাটি অধিক মযবুত? তিনি বললেন, আল্লাহ ও তার রাসূলই অধিক অবগত। তিনি বললেন, একমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশে পরস্পর বন্ধুত্ব স্থাপন করা এবং শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য কাউকে ভালবাসা ও আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্যই কাউকে ঘৃণা করা'।[২]

١٠- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضى الله عنه قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَجِدُ أَحَدٌ حَلاَوَةَ الإِيمَانِ حَتَّى يُحِبَّ الْمَرْءَ، لاَ يُحِبُّهُ إِلاَّ لِلَّهِ، وَحَتَّى أَنْ يُقْذَفَ فِى النَّارِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْكُفْرِ، بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللهُ، وَحَتَّى يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا-

(১০) আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, কোন ব্যক্তি ঈমানের স্বাদ পাবে না, যতক্ষণ না সে কোন মানুষকে একমাত্র আল্লাহ্র উদ্দেশে ভালবাসবে, আর যতক্ষণ না সে যে কুফরী থেকে আল্লাহ তাকে উদ্ধার করেছেন, তার দিকে ফিরে যাবার চেয়ে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে অধিক প্রিয় মনে না করবে এবং যতক্ষণ না আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তার কাছে অন্য সব কিছুর চেয়ে অধিক প্রিয় না হবে'।[৩]

١١- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ تَعَالَى فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ ...وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ ...

(১১) আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, সাত ধরনের মানুষকে আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামতের দিন তাঁর ছায়ার নীচে আশ্রয় দিবেন যেদিন আল্লাহ্র ছায়া ছাড়া আর কারো ছায়া থাকবে না। (তন্মধ্যে) ...(৪) সেই দুই ব্যক্তি, যারা পরস্পরকে আল্লাহ্র জন্য ভালবাসে। যদি তারা একত্রিত হয় আল্লাহ্র জন্য হয়, আর যদি পৃথক হয় তাও আল্লাহ্র জন্যই হয়'।[৪]

١٢- عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ الْوَاحِدِ إِذَا اشْتَكَى عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى-

(১২) নু'মান ইবনে বাশীর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, 'তুমি মুমিনদেরকে পারস্পরিক সহানুভূতি, বন্ধুত্ব ও দয়া-অনুগ্রহের ক্ষেত্রে একটি দেহের মত দেখবে। যখন দেহের কোন অংশ অসুস্থ হয়ে পড়ে তখন সমস্ত শরীর তজ্জন্য বিনিদ্র ও জ্বরে আক্রান্ত হয়'।[৫]

١٣- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: الرَّجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ-

(১৩) আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'মানুষ তার বন্ধুর রীতি-নীতির অনুসারী হয়। কাজেই তোমাদের প্রত্যেকেই যেন লক্ষ্য করে যে, সে কার সঙ্গে বন্ধুত্ব করছে'।[৬]

মনীষীদের বক্তব্য :

১. ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র জন্য কাউকে ভালবাসলো বা কাউকে ঘৃণা করল, আল্লাহ্র জন্য কারও সাথে বন্ধুত্ব করল বা কারও সাথে শত্রুতা করল, এগুলো দ্বারা সে আল্লাহ্র বন্ধুত্ব অর্জন করবে'।[৭]

২. আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, 'আল্লাহকে স্মরণ করার ব্যাপারে যে তোমাকে সহযোগিতা করে, সে ব্যতীত অন্য কারো সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করা তোমার জন্য আবশ্যক নয়'।[৮]

৩. শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, বন্ধুত্বের ভিত্তি হ'ল ভালবাসা এবং শত্রুতার ভিত্তি ঘৃণা করা। সুতরাং পারস্পরিক ভালবাসা একে অপরকে ঘনিষ্ঠ করে এবং পারস্পরিক ঘৃণা একে অপরকে দূরে ঠেলে দেয়'।[৯]

সারবস্তু :

১. মুমিনরা মুমিনের বন্ধু এবং কাফেররা কাফেরের বন্ধু। আর তারা প্রত্যেকে একে অপরের শত্রু।

২. মুমিনদের পারস্পরিক বন্ধুত্ব ও পারস্পরিক শত্রুতা হবে একমাত্র আল্লাহ্র জন্য এবং দ্বীনের স্বার্থে।

৩. আমাদের বন্ধুত্ব ও শত্রুতা যেন ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন চূড়ান্ত সফলতার পাথেয় হয়।

৪. জীবন চলার ক্ষেত্রে সাহচর্যের গুরুত্ব অত্যাধিক। তাই সফল হ'তে হলে ভাল ব্যক্তিকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করতে হবে এবং মন্দ ব্যক্তি থেকে দূরে থাকতে হবে।

---

১. হাকেম হা/৪৯; আহমাদ হা/২৫১৬৪; ছহীহাহ হা/১৩৮৭।
২. হাকেম হা/৩৭৯০; মিশকাত হা/৫০১৪।
৩. বুখারী হা/৬০৪১।
৪. বুখারী হা/৬৬০; মুসলিম হা/১০৩১; মিশকাত হা/৭০১।
৫. বুখারী হা/৬০১১; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/২৯৭; মিশকাত হা/৪৯৫৩।
৬. আবূদাঊদ হা/৪৮৩৩; তিরমিযী হা/২৩৭৮; মিশকাত হা/৫০১৯।
৭. আব্দুল্লাহ বিন মুবারক, আয-যুহদ, ১২০ পৃ.।
৮. আবূদাঊদ, আয-যুহদ, ১৪৩ পৃ.।
৯. ক্বায়েদাতুল মুহাব্বাহ ১৯৮ পৃ.।

কুরআন মুমিনের জন্য আলোকবর্তিকা

-ইহসান ইলাহী যহীর

ভূমিকা : পৃথিবীর বুকে যে মহাগ্রন্থ ক্বিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত সংরক্ষিত থাকবে, সেটি হ'ল পবিত্র কুরআন মাজীদ। এই মহাগ্রন্থের আলোকেই আলোকোজ্জ্বল হয়েছিল আরব-অনারব সকল মানবগোষ্ঠী। হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উপর অবতীর্ণ এই কিতাবে কোনই সন্দেহ নেই। যা মুমিনদের জন্য হেদায়াতের আলোকবর্তিকা। নিম্নে পবিত্র কুরআনের কতিপয় মাহাত্ম্য ও বৈশিষ্ট্য আলোকপাতের প্রয়াস পাব, যা মুমিন জীবনে আলোকবর্তিকা স্বরূপ হবে ইনশাআল্লাহ।-

১. কুরআন আল্লাহ্র অবতীর্ণ বাণী : আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা মহাগ্রন্থ আল-কুরআন হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর নিকট জিব্রীল মারফত নাযিল করেছেন। যেমন আল্লাহ বলেন, وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لاَ رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ– 'আর এই কুরআন এমন নয় যে, তা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ রচনা করেছে। বরং এটি বিগত আসমানী কিতাব সমূহের সত্যায়নকারী এবং বিধান সমূহের বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদানকারী। এতে কোনই সন্দেহ নেই। এটি জগৎসমূহের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ' *(ইউনুস ১০/৩৭)*।

আর প্রত্যেক জাতি স্ব স্ব এলাহী গ্রন্থ অনুসরণেই সাফল্য অর্জন করেছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ اللهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا، وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ 'নিশ্চয় আল্লাহ এই কিতাবের মাধ্যমে অনেক জাতির উত্থান সাধন করবেন এবং এরই কারণে অনেক জাতির পতন ঘটাবেন'।[১]

অপর হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا: كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ رَسُولِهِ 'আমি তোমাদের মাঝে ছেড়ে যাচ্ছি দু'টি বস্তু। যতদিন তোমরা এ দু'টি বস্তু আঁকড়ে থাকবে, ততদিন তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। আল্লাহ্র কিতাব ও তাঁর নবীর সুন্নাহ'।[২]

সুতরাং মহাগ্রন্থ আল-কুরআনকে সার্বিক জীবনে ধারণের মাধ্যমেই একজন মুসলিম দুনিয়া ও আখিরাতে সাফল্য অর্জণ করতে পারবে।

২. চির সংরক্ষিত কিতাব : পূর্ববর্তী সকল নবীর উম্মতগণ তাদের স্ব স্ব ঐশী গ্রন্থ পরিবর্তন-পরিবর্ধন করে নিজেরা যেমন পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করেছে। কিন্তু লওহে মাহফূযে সংরক্ষিত এই কুরআন ক্বিয়ামতের আগ পর্যন্ত কুরআনের পাতায় পাতায়, হাফেযদের বুকে বুকে এবং মুসলমান সমাজে কুরআনী বিধি-বিধান পালনের মাধ্যমে চির সংরক্ষিত থাকবে। যার সংরক্ষণকারী স্বয়ং মহান আল্লাহ। কুরআনের ভাষায়–إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ 'আমরাই কুরআন নাযিল করেছি এবং আমরাই এর হেফাযতকারী' *(হিজর ১৫/৯)*।

সুতরাং এই চির সংরক্ষিত কুরআন দ্বারা মানুষ সর্বাবস্থায় অন্ধকার থেকে আলোর পথ বেছে নিতে পারবে।

৩. হেদায়াতের পথনির্দেশিকা : পবিত্র কুরআন হ'ল হক্ব ও বাতিলের পার্থক্যকারী মানদণ্ড ও হেদায়াতের পথনির্দেশিকা। যেমন আল্লাহ বলেন, فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ– 'তোমাদের নিকট এসে গেছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হ'তে সুস্পষ্ট প্রমাণ, পথনির্দেশ ও অনুগ্রহ। অতঃপর তার চাইতে বড় যালেম আর কে আছে, যে আল্লাহ্র আয়াতসমূহকে মিথ্যারোপ করে ও তা এড়িয়ে চলে? যারা আমাদের আয়াতসমূহকে এড়িয়ে চলে, সত্বর আমরা তাদেরকে এড়িয়ে চলার শাস্তিস্বরূপ মর্মন্তুদ শাস্তি প্রদান করব' *(আন'আম ৬/১৫৭)*।

৪. সরল পথের সন্ধানদাতা : পবিত্র কুরআনই একমাত্র সরল পথের সন্ধানদাতা। আর সে পথই মুমিন বান্দাকে জান্নাত পানে নিয়ে যাবে। আল্লাহ বলেন, إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا– 'নিশ্চয় এই কুরআন এমন পথের নির্দেশনা দেয় যা সবচেয়ে সরল। আর তা সৎকর্মশীল মুমিনদের সুসংবাদ দেয় যে, তাদের জন্য রয়েছে মহা পুরস্কার' *(বনী ইস্রাঈল ১৭/৯)*।

৫. কুরআন আলোর দিশারী : পবিত্র কুরআন মাজীদ সমস্ত মানবমণ্ডলীকে গোমরাহীর অন্ধকার হ'তে হেদায়াতের আলোর দিকে দিশা দিতে পারে। যেমন আল্লাহ বলেন, الر كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ– 'আলিফ লাম র-।

[বাকী অংশ ৫৩ পৃষ্ঠা দ্রঃ]

১. *মুসলিম হা/৮১৭; মিশকাত হা/২১১৫।*
২. *মুওয়াত্ত্বা হা/৩৩৩৮, সনদ হাসান; মিশকাত হা/১৮৬।*

রামাযানের আমল ও ইলাহী প্রাপ্তি

-যহুরুল ইসলাম

ভূমিকা : পবিত্র মাহে রামাযান সমাগত। মুমিন-মুসলমানের জন্য রামাযানের প্রতিটি মুহূর্ত যেন ভরে উঠে রহমত, বরকত, মাগফিরাতের উষ্ণ আভায়। রামাযান একজন মুমিন বান্দার জন্য নিজেকে পরিশুদ্ধ করার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাস। হাদীছে ছিয়ামকে মানুষের জন্য ঢালস্বরূপ বলা হয়েছে। যে সমস্ত কাজ ছায়েমকে জাহান্নামে নিয়ে যায়, এমন গর্হিত অপরাধ থেকে রক্ষা করার জন্য ছিয়াম ঢাল হিসাবে কাজ করে। প্রবৃত্তির চাহিদা ও যৌনাকাঙ্ক্ষা অবদমিত করে আল্লাহভীরু হওয়ার প্রশিক্ষণ প্রদান করে। আলোচ্য প্রবন্ধে রামাযান মাস কেন্দ্রীক গুরুত্বপূর্ণ আমল ও তার ইলাহী প্রাপ্তি সম্পর্কে আলোচনার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ!

রামাযানের আহ্বান : রামাযানের ছিয়াম পালন করা সামর্থবান প্রত্যেক ব্যক্তির উপর ফরয। মহান আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ‘হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের উপর ছিয়াম ফরয করা হ’ল, যেমন তা ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর। যাতে তোমরা আল্লাহভীরু হ’তে পার’ *(বাক্বারাহ ২/১৮৩)*।

রামাযানের আমল :

১. চাঁদ দেখার দো‘আ পাঠ : চাঁদ দেখার দো‘আ পাঠের মাধ্যমে রামাযান মাসকে স্বাগত জানাতে হয়। নতুন চাঁদ দেখে নিম্নোক্ত দো‘আটি পড়তে হয়- اَللهُ أَكْبَرُ اَللّٰهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيْمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ وَالتَّوْفِيْقِ لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى، رَبِّيْ وَرَبُّكَ اللهُ– ***উচ্চারণ :*** *আল্ল-হু আকবার, আল্ল-হুম্মা আহিল্লাহূ ‘আলাইনা বিল আমনি ওয়াল ঈমা-নি, ওয়াস্‌সালা-মাতি ওয়াল ইসলা-মি, ওয়াততাওফীক্বি লিমা তুহিব্বু ওয়া তারযা; রব্বী ওয়া রব্বুকাল্ল-হ।*

অর্থ : ‘আল্লাহ সবার চেয়ে বড়। হে আল্লাহ! আপনি আমাদের উপরে চাঁদকে উদিত করুন শান্তি ও ঈমানের সাথে, নিরাপত্তা ও ইসলামের সাথে এবং আমাদেরকে ঐ সকল কাজের ক্ষমতা দানের সাথে, যা আপনি ভালবাসেন ও যাতে আপনি খুশী হন। (হে চন্দ্র!) আমার ও তোমার প্রভু আল্লাহ’।[১]

২. ছিয়ামের নিয়ত করা : মহান আল্লাহ বলেন, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، ‘তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি (রামাযানের) এ মাস পাবে, সে যেন ছিয়াম রাখে’ *(বাক্বারাহ ২/১৮৫)*।

ফজরের পূর্বে ফরয ছিয়ামের নিয়ত করতে হবে’।[২] ‘নিয়ত’ অর্থ, মনন করা বা সংকল্প করা। অতএব মনে মনে ছিয়ামের সংকল্প করাই যথেষ্ট। ছালাত-ছিয়াম বা অন্য কোন ইবাদতের শুরুতে আরবী বা অন্য কোন ভাষায় মুখে নিয়ত পড়া বিদ‘আত।

৩. সাহারী খাওয়া : মুমিন মুসলমানগণ ছিয়াম পালনের উদ্দেশ্যে শেষ রাতে ফজরের পূর্বে যে আহার করে থাকেন তাকে সাহারী বলা হয়। সাহারী করা অপরিহার্য। কেননা অন্যান্য জাতি-ধর্মের অনুসারীরা ছিয়াম রাখলেও তারা সাহারী করে না। আমর ইবনু আস (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ، أَكْلَةُ السَّحَرِ ‘আমাদের ও কিতাবীদের ছিয়ামের মধ্যে পার্থক্য হ’ল সাহারী খাওয়া’।[৩] সাহারী খাওয়ার নির্দেশনা দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন, وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ– ‘আর তোমরা খানাপিনা কর যতক্ষণ না রাতের কালো রেখা থেকে ফজরের শুভ্র রেখা তোমাদের নিকট স্পষ্ট হয়। অতঃপর ছিয়াম পূর্ণ কর রাত্রির আগমন পর্যন্ত’ *(বাক্বারাহ ২/১৮৭)*।

৪. মিথ্যা ও বাজে কাজ পরিহার করা : ছিয়ামরত অবস্থায় মিথ্যা ও বাজে কাজে জড়িত ব্যক্তির ছিয়াম কোন কাজে আসবে না। কেননা হাদীছে এসেছে, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ– হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, ‘যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা ও কাজ পরিত্যাগ করল না, তার পানাহার ত্যাগে আল্লাহ্‌র কোন প্রয়োজন নেই’।[৪]

৫. ছিয়াম অবস্থায় দো‘আ : রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘তিন ব্যক্তির দো‘আ আল্লাহ ফেরত দেন না। (১) ছায়েমের দো‘আ ইফতারের সময়ের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত। (২) ন্যায়পরায়ণ শাসকের দো‘আ ও (৩) মযলুমের দো‘আ’।[৫]

---

১. *তিরমিযী হা/৩৪৫১; দারেমী হা/১৬৮৭-৮৮; মিশকাত হা/২৪২৮; ছহীহাহ হা/১৮১৬।*

২. *তিরমিযী হা/৭৩০; মিশকাত হা/১৯৮৭।*

৩. *মুসলিম হা/১০৯৬; আবু দাঊদ হা/২৩৪৩; মিশকাত হা/১৯৮৩।*

৪. *বুখারী হা/১৯০৩; মিশকাত হা/১৯৯৯।*

৫. *ছহীহ ইবনে হিব্বান হা/৩৪২৮।*

৬. দান-খায়রাত করা : আল্লাহ্র পথে দানের মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভ করা যায়। রাসূল (ছাঃ) এ মাসে প্রবাহিত বাতাসের ন্যায় দান-খায়রাত করতেন। এ বিষয়ে হাদীছে এসেছে, 'নবী (ছাঃ) ধন সম্পদ ব্যয় করার ব্যাপারে সকলের চেয়ে দানশীল ছিলেন। রামাযানে জিব্রীল (আঃ) যখন তাঁর সাথে দেখা করতেন, তখন তিনি আরও অধিক দান করতেন। রামাযান শেষ না হওয়া পর্যন্ত প্রতি রাতেই জিবরীল (আঃ) তাঁর সাথে একবার সাক্ষাৎ করতেন। আর নবী (ছাঃ) তাঁকে কুরআন শোনাতেন। জিব্রীল (আঃ) যখন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন তখন তিনি বায়ুর চেয়েও অধিক গতিতে ধন-সম্পদ দান করতেন'।[৬]

৭. ইফতার করা : ছিয়াম পালনকারী নির্দিষ্ট সময়ে ইফতার করার জন্য অপেক্ষায় থাকে। এ বিষয়ে হাদীছে এসেছে, রাসূল (ছাঃ) বলেন, لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ 'লোকেরা যতদিন যাবৎ সময় হওয়া মাত্র ইফতার করবে, ততদিন তারা কল্যাণের উপর থাকবে'।[৭] রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যখন তোমাদের কেউ ছিয়াম রাখে, তখন সে যেন খেজুর দ্বারা ইফতার করে। আর সে যদি খেজুর না পায়, তবে সে যেন পানি দ্বারা ইফতার করে, কেননা পানি পবিত্র'।[৮]

৮. জামা'আতের সাথে তারাবীহ্র ছালাত আদায় :

রাসূল (ছাঃ) বলেন, وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِـــهِ، 'যে ব্যক্তি রামাযানের রাত্রিতে ঈমানের সাথে ও ছওয়াবের আশায় রাত্রির (নফল) ছালাত আদায় করে, তার বিগত সকল (ছগীরা) গোনাহ মাফ করা হয়'।[৯]

আবু যার (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা এক রামাযানে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে ছিয়াম পালন করলাম, সে রামাযানে নবী করীম (ছাঃ) আমাদের সাথে তারাবীহর ছালাত আদায় করলেন না, যতদিন পর্যন্ত না মাসের সাতদিন অবশিষ্ট রইল; তখন তিনি আমাদের নিয়ে তারাবীহর ছালাত আদায় করলেন। তাতে রাতের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হয়ে গেল। তারপর যখন ছয়দিন বাকি রইল, তখন তিনি আমাদের নিয়ে তারাবীহর ছালাত আদায় করলেন না। পরে যখন পাঁচ দিন বাকি রইল আবার তিনি আমাদের সাথে তারাবীহর ছালাত আদায় করলেন এবং তাতে রাতের প্রায় অর্ধেক অতিবাহিত হয়ে গেল। আমরা বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! যদি আপনি আমাদেরকে নিয়ে সম্পূর্ণ রাত তারাবীহর ছালাত আদায় করতেন। তিনি বললেন, কোন ব্যক্তি যখন ইমাম সালাম ফিরিয়ে ছালাত হ'তে বের হওয়া পর্যন্ত তার সাথে ছালাত আদায় করে, তার জন্য এক পূর্ণ রাত ছালাত আদায় করার ছওয়াব লেখা হয়। অতঃপর যখন চারদিন বাকি রইল তিনি তখন আমাদেরকে নিয়ে তারাবীহর ছালাত আদায় করলেন না। অতঃপর যখন মাসের তিনদিন বাকি রইল, তিনি তাঁর কন্যা এবং স্ত্রীদের কাছে লোক পাঠালেন এবং ছাহাবাগণকে একত্র করলেন এবং আমাদের নিয়ে তারাবীহর ছালাত এমনিভাবে আদায় করলেন যে, আমরা ভয় পেয়ে গেলাম সাহারী-এর সময় না হারিয়ে ফেলি। এরপর তিনি আমাদের নিয়ে ঐ মাসের আর কোনদিন তারাবীহর ছালাত আদায় করেননি'।[১০]

৯. ই'তিক্বাফ : ই'তিকাফ সম্পর্কে আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রতি রামাযানে দশদিন ই'তিকাফ করতেন। কিন্তু যে বছর তিনি মারা যান, সে বছর বিশ দিন ই'তিকাফ করেন'।[১১]

১০. লায়লাতুল ক্বদর জাগরণ : লায়লাতুল ক্বদর হ'ল রামাযান মাসের শেষ দশকের বেজোড় রাত্রি। হযরত আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِى الْوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ 'তোমরা রামাযানের শেষ দশকের বেজোড় রাত্রিগুলোতে ক্বদরের রাত্রি তালাশ কর'।[১২]

১১. যাকাতুল ফিৎর আদায় করা : রাসূল (ছাঃ) ছাদাক্বাতুল ফিতর ফরয করেছেন। অশ্লীল কথা ও বেহুদা কাজ হ'তে (রামাযানের) ছিয়ামকে পবিত্র করতে এবং মিসকীনদের খাদ্যের ব্যবস্থার করার জন্য ছাদাক্বাতুল ফিৎর আদায় করতে হয়। যে ব্যক্তি (ঈদের) ছালাতের পূর্বে তা আদায় করে সেটা কবুল ছাদাক্বাহ হিসাবে গণ্য হবে। আর যে ব্যক্তি ছালাতের পরে আদায় করে, তা সাধারণ দান হিসাবে গৃহীত হবে'।[১৩] যা ঈদুল ফিৎরের ছালাতে বের হওয়ার আগেই মাথা প্রতি এক ছা' পরিমাণে দেশের প্রধান খাদ্যশস্য হ'তে প্রদান করতে হয়। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِّنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِّنْ شَعِيرٍ (صَاعًا مِّنْ طَعَامٍ) عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ– 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় উম্মতের ক্রীতদাস ও স্বাধীন, পুরুষ ও নারী, ছোট ও বড় সকলের উপর মাথা পিছু এক ছা' খেজুর, যব ইত্যাদি (অন্য বর্ণনায়) খাদ্যবস্তু ফিৎরার যাকাত হিসাবে ফরয করেছেন এবং তা ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার পূর্বেই আমাদেরকে আদায় করার নির্দেশ দান করেছেন'।[১৪] রাসূল (ছাঃ) বলেন, عَنِ ابْنِ

---

৬. বুখারী হা/১৭৮১।
৭. বুখারী হা/১৯৫৭; মুসলিম হা/১০৯৮; মিশকাত হা/১৯৮৪।
৮. আবূদাঊদ হা/২৩৫৫; হাকেম হা/১৫৭৫।
৯. বুখারী হা/৩৮, ৩৭; মুসলিম হা/৭৬০, ৭৫৯; মিশকাত হা/১৯৫৮।
১০. আবূদাঊদ হা/১৩৭৫; নাসাঈ হা/১৩৬৪; মিশকাত হা/১২৯৮।
১১. বুখারী হা/২০৪৪; মিশকাত হা/২০৯৯।
১২. বুখারী হা/২০১৭; মুসলিম হা/১১৬৯; মিশকাত হা/২০৮৩।
১৩. আবূদাঊদ হা/১৬০৯; ইবনু মাজাহ হা/১৮২৭; হাকেম হা/১৪৮৮।
১৪. বুখারী হা/১৫০৩, ১৫০৬; মুসলিম হা/৯৮৬; মিশকাত হা/১৮১৫-১৬।

عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِّلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِّلْمَسَاكِينِ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যাকাতুল ফিৎর ফরয করেছেন ছায়েমকে অনর্থক কথা ও বাজে কাজ থেকে পবিত্র করার জন্য এবং অভাবগ্রস্তদের খাদ্যের জন্য'।[১৫]

রামাযানে ইলাহী প্রাপ্তি :

১. ক্ষমা ও রহমতের দরজা খোলা হয় : রামাযানে বহু বান্দাকে ক্ষমা করা হয় এবং রহমতের দরজা সমূহ খুলে দেওয়া হয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ 'যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও ছওয়াবের আশায় রামাযানের ছিয়াম পালন করে, তার বিগত সকল গোনাহ মাফ করা হয়'।[১৬]

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فُتِحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَفِيْ رِوَايَةٍ : فُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ، وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ وَفِيْ رِوَايَةٍ : فُتِحَتْ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ– 'যখন রামাযান মাস আগমন করে তখন আসমানের দরজা সমূহ খুলে দেয়া হয়'। অন্য বর্ণনায় এসেছে, জান্নাতের দরজা সমূহ খুলে দেয়া হয়, জাহান্নামের দরজা সমূহ বন্ধ করা হয় এবং শয়তানদের শৃঙ্খলিত করা হয়'। আরেক বর্ণনায় এসেছে, রহমতের দরজা সমূহ খুলে দেয়া হয়'।[১৭]

২. আসমানের দরজা খোলা হয় : হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فُتِحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ– 'যখন রামাযান মাস আগমন করে তখন আসমানের দরজা সমূহ খুলে দেয়া হয়'।[১৮]

৩. জান্নাতে যাওয়ার পথ সুগম : রামাযানের আমলই শেষ আমল হলে জান্নাত। হাদীছে এসছে, عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ أَسْنَدْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم إِلَى صَدْرِى فَقَالَ مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ قَالَ حَسَنٌ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ خُتِمَ لَهُ بِهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ صَامَ يَوْماً ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ خُتِمَ لَهُ بِهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ خُتِمَ لَهُ بِهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ– হুযাইফা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, একদা নবী (ছাঃ)-কে আমার বুকে লাগালাম। অতঃপর তিনি বললেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ' বলে এবং সেটাই তার শেষ কথা হয় তবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। যে একদিন আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ছিয়াম রাখে এবং সেটাই তার শেষ আমল হয় তবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে কিছু ছাদাক্বা করে এবং সেটা তার শেষ কর্ম হয় তবে সেও জান্নাতে প্রবেশ করবে'।[১৯]

৪. জাহান্নামের দূরে অবস্থান বাড়ানো হয় : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ صَامَ يَوْمًا فِى سَبِيلِ اللَّهِ بَعَّدَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র রাস্তায় এক দিনও ছিয়াম পালন করে, আল্লাহ তার মুখমণ্ডলকে (অর্থাৎ তাকে) দোযখের আগুন থেকে সত্তর বছরের রাস্তা দূরে সরিয়ে নেন'।[২০]

অপর হাদীছে এসেছে, عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنْ صَامَ يَوْمًا فِى سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ بَاعَدَ اللهُ مِنْهُ جَهَنَّمَ مَسِيرَةَ مِائَةِ عَامٍ– উক্বা ইবনু আমের (রাঃ) সূত্রে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র রাস্তায় একদিন ছিয়াম পালন করবে আল্লাহ তা'আলা তার থেকে জাহান্নামকে একশত বছরের দূরত্বে সরিয়ে রাখবেন'।[২১]

অপর হাদীছে এসেছে, عَنْ أَبِى أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ جَعَلَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ خَنْدَقًا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ– আবু উমামা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র পথে একদিন ছিয়াম পালন করবে আল্লাহ তা'আলা সেই ব্যক্তি ও জাহান্নামের মাঝে একটি পরিখা সৃষ্টি করে দিবেন। যার প্রশস্ততা আসমান ও যমীনের দূরত্বের পরিমাণ'।[২২]

৫. শয়তানকে শৃঙ্খলিত করা হয় : 'বড় শয়তানগুলো শৃঙ্খলিত হয়' এবং 'প্রতি রাতে আহ্বানকারী ফেরেশতা মানুষকে আহ্বান করেন'। বিষয়গুলো অদৃশ্য জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। জিন ও ফেরেশতা মানুষের চর্মচক্ষুতে দেখা যায় না। এ সম্পর্কে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِذَا كَانَتْ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِّنْ رَّمَضَانَ صُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ وَمَرَدَةُ الْجِنِّ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ وَنَادَى مُنَادٍ يَا

---

১৫. আবূদাঊদ হা/১৬০৯, সনদ হাসান।
১৬. বুখারী হা/৩৮, ৩৭; মুসলিম হা/৭৬০, ৭৫৯; মিশকাত হা/১৯৫৮।
১৭. মুসলিম হা/১০৭৯; বুখারী হা/১৮৯৯; মিশকাত হা/১৯৫৬।
১৮. মুসলিম হা/১০৭৯; বুখারী হা/১৮৯৯; মিশকাত হা/১৯৫৬।
১৯. আহমাদ হা/২৩৩২৪।
২০. বুখারী হা/২৮৪০; মুসলিম হা/১১৫৩; মিশকাত হা/২০৫৩।
২১. নাসাঈ হা/২২৫৪; ছহীহুল জামে' হা/৬৩৩০; ছহীহাহ হা/২৫৬৫।
২২. তিরমিযী হা/১৬২৪; ছহীহাহ হা/৫৬৩; মিশকাত হা/২০৬৪।

بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ– ‘যখন রামাযানের প্রথম রাত্রি আগমন করে, তখন বিতাড়িত শয়তানকে শৃঙ্খলিত করা হয়, জাহান্নামের দরজা সমূহ বন্ধ করে দেওয়া হয়; তার কোন দরজা খোলা থাকে না। আর একজন আহ্বানকারী ডেকে বলেন, ‘হে কল্যাণের অভিযাত্রী এগিয়ে চল! হে অকল্যাণের অভিসারী থেমে যাও! এ মাসে বহু জাহান্নামীকে মুক্ত করা হয়। এরূপ প্রত্যেক রাত্রিতে করা হয়’।[২৩]

৬. সাহারী গ্রহণকারীর জন্য ফেরেশতাদের দো‘আ : রামাযানে সাহারী ভক্ষণে ফেরেশতার দো‘আ লাভ করা যায়। যা হাদীছে এসেছে, عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِينَ ইবনু উমার (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, অবশ্যই আল্লাহ তাদের প্রতি করুণা বর্ষণ করেন, যারা সাহারী খায় আর ফেরেশতাবর্গও তাদের জন্য দো‘আ করে থাকেন’।[২৪]

৭. ছায়েমের জন্য ‘রাইয়ান’ নামক দরজার আহ্বান : হযরত সাহল বিন সা‘দ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, فِي الْجَنَّةِ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابٍ، فِيهَا بَابٌ يُسَمَّى الرَّيَّانَ لاَ يَدْخُلُهُ إِلاَّ الصَّائِمُونَ– ‘জান্নাতের আটটি দরজা রয়েছে। তার একটি দরজার নাম ‘রাইয়ান’। ছায়েম ব্যতীত ঐ দরজা দিয়ে কেউ প্রবেশ করবে না’।[২৫]

এর দ্বারা কেবল রামাযানের ছিয়াম নয়, অন্য সময় নফল ছিয়াম পালনকারীদেরকেও বুঝানো হয়েছে। এতে ছিয়ামের ফযীলত ও ছায়েমদের উচ্চ মর্যাদা নিশ্চিত করা হয়েছে *(মিরক্বাত)*। অতঃপর একই ব্যক্তি যখন ছায়েম ও ক্বায়েম হবে, তখন তাদের মর্যাদা আরও বৃদ্ধি পাবে।

৮. ছিদ্দীক ও শহীদদের কাতারে শামিল :

হযরত আমর বিন মুর্রাহ আল-জুহানী (রাঃ) বলেন, جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ شَهِدْتُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَنَّكَ رَسُولُ اللهِ، وَصَلَّيْتُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ وَأَدَّيْتُ الزَّكَاةَ وَصُمْتُ رَمَضَانَ وَقُمْتُهُ، فَمِمَّنْ أَنَا؟ قَالَ: مِنَ الصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ– ‘জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি যদি কালেমা শাহাদাত পাঠ করি, পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করি, যাকাত প্রদান করি এবং রামাযানের ছিয়াম ও ক্বিয়াম করি, তাহ’লে আমি কাদের মধ্যে গণ্য হব? তিনি বললেন, তুমি ছিদ্দীক ও শহীদগণের মধ্যে গণ্য হবে’।[২৬]

৯. লায়লাতুল ক্বদরের মহাপ্রাপ্তি : হযরত আনাস বিন মালেক (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ هَذَا الشَّهْرَ قَدْ حَضَرَكُمْ وَفِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ مَنْ حُرِمَهَا فَقَدْ حُرِمَ الْخَيْرَ كُلَّهُ وَلاَ يُحْرَمُ خَيْرَهَا إِلاَّ مَحْرُومٌ– ‘এই মাস তোমাদের নিকট উপস্থিত হয়েছে, যার মধ্যে এমন একটি রাত রয়েছে, যা হাযার মাসের চাইতে উত্তম। যে ব্যক্তি এ রাতের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হ’ল, সে সকল কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হ’ল। আর হতভাগাই কেবল এ রাতের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়’।[২৭]

ক্বদর রাত্রি জাগরণ করে ছওয়াবের আশায় ইবাদত করতে হবে। এ বিষয়ে রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ‘যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ছওয়াবের আশায় লায়লাতুল ক্বদর-এ ইবাদতে রাত্রি জাগরণ করবে, তার অতীতের গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে’।[২৮]

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ أَحْيَا اللَّيْلَ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ وَجَدَّ وَشَدَّ الْمِئْزَرَ ‘রামাযানের শেষ দশ দিন শুরু হওয়ার সাথে সাথে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সারা রাত জেগে থাকতেন ও নিজ পরিবারের সদস্যদের ঘুম থেকে জাগাতেন এবং তিনি নিজেও ইবাদতের জন্য জোর প্রস্তুতি নিতেন’।[২৯]

১০. চাঁদ দেখে ছিয়াম শেষ করা : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاَثِينَ– ‘তোমরা চাঁদ দেখে ছিয়াম রাখ ও চাঁদ দেখে ছিয়াম ভঙ্গ কর। যদি চাঁদ তোমাদের নিকটে আচ্ছন্ন থাকে, তাহ’লে শা‘বান ত্রিশ দিন পূর্ণ কর’।[৩০]

উপসংহার : আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা আমাদের সকলের ছিয়াম সাধনা পূর্ণ ধর্মীয় ভাব-গাম্ভীর্যের সাথে পালন করার তাওফীক দান করুন। আর ছিয়ামের মাসের নানাবিধ আমল করার মাধ্যমে নিজেদের সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে নিয়ে একনিষ্ঠ জান্নাতপিয়াসী আল্লাহভীরু মানুষ হওয়ার তাওফীক দান করুন।-আমীন!

[লেখক : ছাত্র, দাওরায়ে হাদীছ (২য় বর্ষ), আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।]

---

২৩. তিরমিযী হা/৬৮২; ইবনু মাজাহ হা/১৬৪২; মিশকাত হা/১৯৬০।
২৪. ইবনু হিব্বান হা/৩৬৬৭; ছহীহ আত-তারগীব হা/১০৫৩।
২৫. বুখারী হা/৩২৫৭; মিশকাত হা/১৯৫৭।
২৬. ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৩৪৩৮; ছহীহ আত-তারগীব হা/১০০৩।
২৭. ইবনু মাজাহ হা/১৬৪৪; মিশকাত হা/১৯৬৪।
২৮. বুখারী হা/৩৫, ২০১৪; মুসলিম হা/৭৬০; মিশকাত হা/১৯৫৮।
২৯. বুখারী হা/২০২৪; মুসলিম হা/১১৭৪; মিশকাত হা/২০৯০।
৩০. মুসলিম হা/১০৮১; বুখারী হা/১৯০৯; মিশকাত হা/১৯৭০।

গুনাহ মাফের আমলসমূহ

-আসাদ বিন আব্দুল আযীয

(শেষ কিস্তি)

৬. হাদীছে বর্ণিত গুনাহ মাফের আমলসমূহ :

১. আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা : আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার নিকট যখনই কোন বান্দা একনিষ্ঠচিত্তে ক্ষমা প্রার্থনা করে তখনই তিনি তাকে ক্ষমা করেন এবং তার গুনাহ মাফ করে দেন। আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, قَالَ اللهُ يَا يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ فِيكَ وَلاَ أُبَالِي، يَا ابْنَ آدَمَ لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ، وَلاَ أُبَالِي، يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الأَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيتَنِي لاَ تُشْرِكُ بِي شَيْئًا لأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً– 'আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে আদম সন্তান! যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি আমাকে ডাকবে এবং ক্ষমার আশা রাখবে, ততক্ষণ আমি তোমাকে ক্ষমা করব। তোমার অবস্থা যেমনই হোক না কেন, আমি কোন পরোয়া করি না। হে আদম সন্তান! তোমার গুনাহ যদি আকাশ পর্যন্ত পৌঁছে থাকে অতঃপর তুমি আমার নিকট ক্ষমা চাও, আমি তোমাকে ক্ষমা করে দেব, আমি কোন পরোয়া করি না। হে আদম সন্তান! তুমি যদি পৃথিবী পরিমাণ গুনাহ নিয়ে আমার কাছে উপস্থিত হও এবং আমার সাথে কাউকে শরীক না করে থাক, তাহ'লে আমি পৃথিবী পরিমাণ ক্ষমা নিয়ে তোমার নিকট উপস্থিত হব'।[১]

২. স্বল্প হলেও একনিষ্ঠভাবে আমল হওয়া : বান্দার একনিষ্ঠ আমল আল্লাহ কবুল করে থাকেন যদিও তা স্বল্প পরিমাণে হয়। বারা ইবনু আযেব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, লৌহ বর্মে আবৃত এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করব, না ইসলাম গ্রহণ করব? তিনি বললেন, أَسْلِمْ، ثُمَّ قَاتِلْ 'ইসলাম গ্রহণ কর, তারপর যুদ্ধে যাও'। তারপর সে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে যুদ্ধে গেল এবং শাহাদাতবরণ করল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, عَمِلَ قَلِيلًا وَأُجِرَ كَثِيرًا 'সে অল্প আমল করে বেশী পুরস্কার পেল'।[২]

অপর হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, জারীর বিন আব্দুল্লাহ বিন বাজালী (রাঃ) বলেন, একজন ব্যক্তি এসে ইসলাম গ্রহণ করল। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) তাকে ইসলাম শিক্ষা দিলেন। যাওয়ার পথে রাস্তায় তার ঘোড়ার পা গর্তে পড়ে গেলে তাকে ফেলে দেয়। ফলে সে মারা যায়। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) তার নিকট এসে বললেন, عَمِلَ قَلِيلًا وَأُجِرَ كَثِيرًا 'সে অল্প আমল করে বেশী পুরস্কার পেল'।[৩]

৩. মন্দ কাজের পর ভাল কাজ করা : ভাল কাজ সর্বদা কল্যাণ বয়ে আনে। সুতরাং যখন কোন ব্যক্তির দ্বারা মন্দ কাজ হয়ে যায় তখনই তার ভাল কাজ করা উচিত। কেননা ভাল কাজ মন্দকে দূরীভূত করে। আবু যর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বললাম, আপনি আমাকে উপদেশ দিন, তখন তিনি বললেন, যখন তুমি মন্দ কাজ করে ফেলবে তখনই কোন ভাল কাজ কর যা মন্দকে দূরীভূত করে। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) 'লা ইলাহা ইল্লাহ' কি যথেষ্ট হবে। তিনি বললেন, هِيَ أَفْضَلُ الْحَسَنَاتِ 'সেটা হ'ল উৎকৃষ্ট নেকী'।[৪]

আবু যর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত অপর হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, اتَّقِ اللهَ حَيْثُمَا كُنْتَ، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ– 'তুমি যেখানেই থাক না কেন, আল্লাহকে ভয় কর এবং পাপের পরে পুণ্য কর, যা পাপকে মুছে ফেলবে। আর মানুষের সঙ্গে সদ্ব্যবহার কর'।[৫]

আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার বড় অনুগ্রহ এই যে, যখন কোন ব্যক্তি কোন মন্দ কাজের নিয়ত করবে কিন্তু যদি সে বাস্তবায়ন না করে তাহ'লেও সে নেকী পায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ ভাল-মন্দ লিখে দিয়েছেন। এরপর সেগুলোর বর্ণনা দিয়েছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি কোন সৎ কাজের ইচ্ছা করল, কিন্তু তা বাস্তবে করল না, আল্লাহ তার কাছে এর জন্য পূর্ণ নেকী লিখবেন। আর সে ভাল কাজের ইচ্ছা করল এবং তা বাস্তবায়ন করল তবে আল্লাহ তাকে দশ গুণ থেকে সাতশ গুণ পর্যন্ত এমন কি এর চেয়েও অধিক নেকী লিখে দেন। আর যে কোন মন্দ কাজের ইচ্ছা করল, কিন্তু তা বাস্তবে পরিণত করল না, আল্লাহ তার কাছে তার জন্য পূর্ণ নেকী লিখবেন। আর যদি সে মন্দ কাজের ইচ্ছা করার পর বাস্তবেও তা করে, তবে তার জন্য আল্লাহ মাত্র একটা গুনাহ লিখেন'।[৬]

হাদীছে পাপের পর পুণ্যময় কাজের একটি চমৎকার উদাহরণ রয়েছে। উক্ববাহ বিন আমের (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ مَثَلَ الَّذِى يَعْمَلُ

---

১. *তিরমিযী হা/৩৫৪০; ছহীহাহ হা/১২৭; মিশকাত হা/২৩৩৬।*
২. *বুখারী হা/২৮০৮; মুসলিম হা/১৯০০; ছহীহুত তারগীব হা/১৩১১।*
৩. *আহমাদ হা/১৯১৫৮।*
৪. *আহমাদ হা/২১৫২৫; ছহীহুত তারগীব হা/৩১৬২; ছহীহাহ হা/১২৭৩।*
৫. *আহমাদ হা/২১৫২৫; ছহীহুত তারগীব হা/৩১৬২; ছহীহাহ হা/১২৭৩।*
৬. *বুখারী হা/৬৪৯১; মুসলিম হা/১৩১; মিশকাত হা/২৩৭৪।*

السَّيِّئَاتِ ثُمَّ يَعْمَلُ الْحَسَنَاتِ كَمَثَلِ رَجُلٍ كَانَتْ عَلَيْهِ دِرْعٌ ضَيِّقَةٌ قَدْ خَنَقَتْهُ ثُمَّ عَمِلَ حَسَنَةً فَانْفَكَّتْ حَلْقَةٌ ثُمَّ عَمِلَ حَسَنَةً أُخْرَى فَانْفَكَّتْ حَلْقَةٌ أُخْرَى حَتَّى يَخْرُجَ إِلَى الأَرْضِ- ‘যে ব্যক্তি কোন পাপ করার পরপরই পুণ্যকর্ম করে, সেই ব্যক্তির উপমা এমন একজনের মত যার দেহে ছিল সংকীর্ণ বর্ম; যা তার শ্বাসরোধ করে ফেলেছিল। অতঃপর সে যখন একটি পুণ্যকর্ম করে, তখন বর্মের একটি আংটা খুলে যায়। তারপর আর একটি পুণ্য করলে আরও একটি আংটা খুলে যায়। ফলে সে সংকীর্ণতার কষ্ট থেকে মুক্তি লাভ করতে পারে’।[৭]

৪. ওযূর মাধ্যমে গুনাহ মাফ হয় : পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যম হ’ল ওযূ। ওযূ যেমন একজন ব্যক্তিকে দৈহিকভাবে পবিত্র করে অনুরূপভাবে তার গুনাহসমূহকে মিটিয়ে দিয়ে তার অন্ত রকেও কলুষমুক্ত করে। ‘আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, কোন মুসলিম (কিংবা বলেছেন কোন মুমিন) বান্দা যখন যখন ওযূ করে, তখন মুখ ধোয়ার সাথে (অথবা বলেছেন পানির শেষবিন্দুর সাথে) তার ঐ সকল গুনাহ বের হয়ে যায় যার দিকে তার দু’চোখের দৃষ্টি পড়েছিল; এবং যখন দু’হাত ধোয়, তখন পানির সাথে অথবা বলেছেন পানির শেষবিন্দুর সাথে তার ঐ সকল গুনাহ বের হয়ে যায় যেগুলো তার দু’হাতে ধরেছিল; এবং যখন দুই পা ধোয় তখন পানির সাথে অথবা বলেছেন পানির শেষবিন্দুর সাথে তার ঐ সকল গুনাহ বের হয়ে যায় যেগুলোর দিকে তার দু’পা অগ্রসর হয়েছিল। ফলে (ওযূ শেষে) লোকটি তার সমুদয় গুনাহ থেকে সম্পূর্ণভাবে পরিষ্কার হয়ে ওঠে’।[৮]

অপর হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ، حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِهِ ‘যে ব্যক্তি ওযূ করে এবং তা উত্তমরূপে করে, তার দেহ থেকে সমুদয় গুনাহ বের হয়ে যায়, এমন কি তার নখের ভিতর থেকেও (গুনাহ) বের হয়ে যায়’।[৯]

৫. ওযূর পরে ছালাত আদায় করা : আল্লাহ্র নৈকট্যলাভের অন্যতম মাধ্যম হ’ল ছালাত। উত্তমরূপে ওযূর পর ছালাত আদায় করলে গুনাহ মাফ হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لَا يَتَوَضَّأُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ فَيُصَلِّي صَلَاةً إِلَّا غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ الَّتِي تَلِيهَا ‘যে মুসলিম ব্যক্তি ওযূ করবে এবং ওযূকে সুন্দরভাবে আদায় করবে, অতঃপর ছালাত আদায় করবে সেই ব্যক্তির এই ছালাত এবং তার পূর্ববর্তী ছালাত-এর মধ্যবর্তী সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে’।[১০]

৬. আযান দেওয়ার মাধ্যমে গুনাহ মাফ হয় : আযান দেওয়ার বিবিধ ফযীলত রয়েছে। তন্মধ্যে অন্যতম একটি হ’ল আযানের মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর বান্দার গুনাহ ক্ষমা করেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ، وَالْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ بِمَدِّ صَوْتِهِ وَيُصَدِّقُهُ مَنْ سَمِعَهُ مِنْ رَطْبٍ وَيَابِسٍ، وَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ صَلَّى مَعَهُ ‘আল্লাহ প্রথম কাতারের উপর রহমত বর্ষণ করেন এবং ফেরেশতাগণ তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকেন। মুআয্যিনকে তার আযানের আওয়াযের উচ্চতা অনুযায়ী ক্ষমা করা হয়। তার আযান শ্রবণকারী প্রত্যেক সরস বা নীরস বস্তু তার কথার সত্যায়ন করে থাকে। তার সাথে যারা ছালাত পড়ে তাদের সকলের নেকীর সমপরিমাণ তার নেকী লাভ হয়’।[১১]

৭. পবিত্র অবস্থায় মসজিদে গমন করলে : পৃথিবীর মধ্যে সর্বোত্তম জায়গা হ’ল মসজিদ। সেই মসজিদে পবিত্রাবস্থায় আল্লাহ সুবহানাহু তা‘আলার সন্তুষ্টি অর্জনের নিমিত্তে ইবাদতের জন্য গেলে তার গুনাহ মাফ হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি উত্তমরূপে পবিত্র হয়ে এই সকল মসজিদের একটির দিকে অগ্রসর হবে তার প্রত্যেক ধাপের জন্য একটি করে নেকী লেখা হবে এবং তার একটি মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে এবং একটি গুনাহ মাফ করা হবে। তারপর একমাত্র প্রকাশ্য মুনাফিক ছাড়া আর কাউকে জামা‘আত থেকে বাদ পড়তে আমরা দেখিনি। অনেক লোক দু’জনের কাঁধে ভর করে হেঁচড়িয়ে হেঁচড়িয়ে মসজিদে আসত এবং তাদের সারিতে দাঁড় করে দেয়া হত’।[১২]

অপর হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ، لَمْ يَخْطُ خُطْوَةً إِلَّا رُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ- ‘সে যখন উত্তমরূপে ওযূ করল, অতঃপর একমাত্র ছালাতের উদ্দেশ্যে মসজিদে রওয়ানা হ’ল তখন তার প্রতি ধাপের বিনিময়ে একটি মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয় এবং একটি গুনাহ মাফ করা হয়’।[১৩]

অপর হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ لَمْ يَرْفَعْ قَدَمَهُ الْيُمْنَى إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ حَسَنَةً، وَلَمْ يَضَعْ قَدَمَهُ الْيُسْرَى إِلَّا حَطَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهُ سَيِّئَةً ‘তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি যখন ওযূ করে, অতঃপর ওযূকে সুন্দররূপে সম্পাদন করে। তারপর ছালাতের জন্যে বের হয় যখনই সে ডান পা উঠায় তখনই তার জন্যে আল্লাহ একটি নেকী লিখে দেন। যখনই

৭. *আহমাদ হা/১৭৩৪৫; ছহীহাহ হা/২৮৫৪; মিশকাত হা/২৩৭৫।*
৮. *মুসলিম হা/২৪৪; তিরমিযী হা/২; দারেমী হা/৭১৮; মিশকাত হা/২৮৫।*
৯. *মুসলিম হা/২৪৫; ছহীহুত তারগীব হা/১৮২; মিশকাত হা/২৮৪।*
১০. *মুসলিম হা/২৭৭।*
১১. *নাসাঈ হা/৬৪৬; আহমাদ হা/১৮৫২৯; ছহীহুত তারগীব হা/২৩৫।*
১২. *মুসলিম হা/৬৫৪; আহমাদ হা/৩৯৩৬; মিশকাত হা/১০৭২।*
১৩. *বুখারী হা/৬৪৭; মুসলিম হা/৬৪৯; মিশকাত হা/৭০২।*

বাম পা রাখে তখনই আল্লাহ তার একটি গুনাহকে মাফ করে দেন'।[১৪]

৮. দৈনন্দিন পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের মাধ্যমে : আল্লাহর নৈকট্য লাভের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম হ'ল ছালাত। যা আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা নির্দিষ্ট বয়সের সকল ব্যক্তির উপর দৈনন্দিন পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত ফরয করেছেন। যার মাধ্যমে বান্দা তার গুনাহ মাফ করে নিতে পারে। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলতেন, الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ 'পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত, এক জুম'আ থেকে আরেক জুম'আ পর্যন্ত এবং এক রামাযান থেকে অপর রামাযান পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময়ের জন্য (গুনাহ) কাফফারা হয়ে যাবে, যদি সে কবীরা গুনাহ থেকে বিরত থাকে'।[১৫]

৯. নফল ছালাত আদায় করা :

ফরয ইবাদতের পরে শ্রেষ্ঠ ইবাদত নফল ছালাত। এর মর্যাদাও অনেক বেশী। এজন্য নফল ছালাত আদায়ের মাধ্যমে অধিক পরিমাণে সিজদার সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। যার বদৌলতে আমাদের গুনাহগুলো মাফ করে নিতে পারি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ لِلَّهِ، فَإِنَّكَ لَا تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً، إِلَّا رَفَعَكَ اللهُ بِهَا دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةً– 'আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে অধিক সিজদা কর। কেননা, তুমি যখনই আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে একটি সিজদা করবে, তখন আল্লাহ তা'আলা তোমার মর্যাদা এক ধাপ বাড়িয়ে দিবেন এবং তোমার একটি গুনাহ মোচন করে দিবেন'।[১৬]

অপর হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً، وَمَحَا عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةً، وَرَفَعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةً، فَاسْتَكْثِرُوا مِنَ السُّجُودِ 'যখন কোন বান্দা আল্লাহ্র জন্য একটি সিজদা করে, আল্লাহ এর বিনিময়ে তাকে একটি নেকী দান করেন, তার একটি গুনাহ মাফ করেন এবং তার মর্যাদা এক ধাপ উন্নত করেন। অতএব তোমরা অধিক সংখ্যায় সিজদা কর'।[১৭]

১০. ছালাতান্তে ক্ষমা প্রার্থনা করা : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَا مِنْ عَبْدٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا، فَيُحْسِنُ الطُّهُورَ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللهَ، إِلَّا غَفَرَ اللهُ لَهُ– 'যখন কোন বান্দা কোনরূপ গুনাহ করার পর উত্তমরূপে ওযূ করে দাঁড়িয়ে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে এবং আল্লাহ্র নিকট গুনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, নিশ্চয় আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন'।[১৮]

১১. তাহাজ্জুদ ছালাত আদায় করা : তাহাজ্জুদ ছালাত সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিদের অন্যতম আমল। যার দ্বারা বান্দা তার গুনাহগুলো ক্ষমা করিয়ে নিতে পারে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ، فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، وَهُوَ قُرْبَةٌ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ، وَمَكْفَرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ، وَمَنْهَاةٌ عَنِ الْإِثْمِ 'তোমরা অবশ্যই রাতের ইবাদাত করবে। কেননা তা তোমাদের পূর্ববর্তী সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের নিত্য আচরণ ও প্রথা। রাতের ইবাদত আল্লাহ তা'আলার সান্নিধ্য অর্জনের উপায়, পাপকর্মের প্রতিবন্ধক, গুনাহসমূহের কাফফারা এবং দেহের রোগ দূরকারী'।[১৯]

১২. জুম'আর ছালাত আদায় করা :

জুম'আ হ'ল মুসলমানদের জন্য সাপ্তাহিক ঈদের দিন। জুম'আর দিনের নানাবিধ ফযীলত রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি জুম'আর দিন গোসল করে এবং যথাসাধ্য উত্তমরূপে পবিত্রতা অর্জন করে ও নিজের তেল থেকে ব্যবহার করে বা নিজ ঘরের সুগন্ধি ব্যবহার করে। এরপর বের হয় এবং দু'জন লোকের মাঝে ফাঁক না করে। তারপর তার নির্ধারিত ছালাত আদায় করে এবং ইমামের খুৎবা দেওয়ার সময় চুপ থাকে, তাহ'লে তার এক জুম'আ থেকে আরেক জুম'আ পর্যন্ত সময়ের যাবতীয় গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়'।[২০]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنِ اغْتَسَلَ؟ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ، ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَعَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى، وَفَضْلُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ– 'জুম'আর দিনে যে ব্যক্তি গোসল করে অতঃপর জুম'আর জন্য যায় এবং সমর্থ অনুযায়ী ছালাত আদায় করে, এরপর ইমাম খুৎবা সমাপ্ত হওয়া পর্যন্ত নীরবে থাকে, এরপর ইমামের সাথে ছালাত আদায় করে। তবে তার এ জুম'আ হ'তে পরবর্তী জুম'আ পর্যন্ত এবং অতিরিক্ত আরো তিন দিনের গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়'।[২১]

১৩. জুম'আর দিনের কতিপয় আদব রক্ষায় গুনাহ মাফ হয় : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি জুম'আর দিন গোসল করাবে (জুম'আর নামাযের পূর্বে স্ত্রী সহবাস করে তাকেও গোসল করাবে) এবং নিজেও গোসল করবে অথবা সুগন্ধিযুক্ত দ্রব্যাদি দ্বারা উত্তমরূপে গোসল করবে, অতঃপর সকাল সকাল মসজিদে গিয়ে ইমামের নিকটবর্তী স্থানে বসে খুৎবা

---

১৪. আবুদাঊদ হা/৫৬৩; ছহীহুত তারগীব হা/৩০১।
১৫. মুসলিম হা/২৩৩; মিশকাত হা/৫৬৪।
১৬. মুসলিম হা/৪৮৮; আহমাদ হা/২২৪৩১; মিশকাত হা/৮৯৭।
১৭. ইবনু মাজাহ হা/১৪২৪; ছহীহুত তারগীব হা/৩৮৬।
১৮. আবুদাঊদ হা/১৫২১; ছহীহুত তারগীব হা/১৬২১।
১৯. তিরমিযী হা/৩৫৪৯; ছহীহুত তারগীব হা/৬২৪; মিশকাত হা/১২২৭।
২০. বুখারী হা/৮৮৩; মিশকাত হা/১৩৮১।
২১. মুসলিম হা/৮৫৭; মিশকাত হা/১৩৮২।

শুনবে এবং যাবতীয় প্রয়োজনীয় ক্রিয়াকর্ম হ'তে বিরত থাকবে। তার মসজিদে যাওয়ার প্রতিটি পদক্ষেপে এক বছর দিনে ছিয়াম এবং রাতে দাঁড়িয়ে তাহাজ্জুদ ছালাত আদায়ের ছওয়াবের সমতুল্য হবে'।[২২]

১৪. বালা-মুছীবতের সময় ধৈর্য ধারণ করা : বালা-মুছীবত, রোগ-ব্যাধি আল্লাহ্র পক্ষ থেকেই আসে তার বান্দাকে পরীক্ষা করার জন্য। সুতরাং এই কঠিন সময়ে যে ব্যক্তি উত্তমরূপে ধৈর্য ধারণ করতে পারবে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন। যেমনটি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ، وَلَا وَصَبٍ، وَلَا هَمٍّ، وَلَا حُزْنٍ، وَلَا أَذًى، وَلَا غَمٍّ، حَتَّى الشَّوْكَةُ يُشَاكُهَا، إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا خَطَايَاهُ– 'মুসলিম ব্যক্তির উপর যে সকল যাতনা, রোগ ব্যাধি, উদ্রেক-উৎকণ্ঠা, দুশ্চিন্তা, কষ্ট ও পেরেশানী আপতিত হয়, এমন কি তার দেহে যদি কাটাও বিদ্ধ হয়, এ সবের দ্বারা আল্লাহ তার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেন'।[২৩]

অন্য হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُشَاكُ شَوْكَةً، فَمَا فَوْقَهَا إِلَّا كُتِبَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ، وَمُحِيَتْ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ– 'যদি কোন মুসলিমের গায়ে কাটা বিদ্ধ হয় কিংবা তার চাইতে অধিক (কোন আঘাত লাগে), তার পরিবর্তে তার একটি মর্যাদা বৃদ্ধি পায় এবং তার একটি গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়'।[২৪]

অপর হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيبُهُ أَذًى مِنْ مَرَضٍ، فَمَا سِوَاهُ إِلَّا حَطَّ اللهُ بِهِ سَيِّئَاتِهِ، كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا– 'কোন মুসলিম ব্যক্তির জ্বর কিংবা অন্য কোন কারণে বিপদ আপতিত হলে তার বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা এমনভাবে তার গুনাহসমূহ মাফ করে দেন যেভাবে গাছ তার পাতা ঝরায়'।[২৫]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরও বলেছেন, مَا يَزَالُ الْبَلَاءُ بِالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَةِ فِي نَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَمَالِهِ حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ وَمَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ– 'মুমিন নারী-পুরুষের উপর, তার সন্তানের উপর ও তার ধন-সম্পদের উপর অনবরত বিপদাপদ লেগেই থাকে। সবশেষে আল্লাহ তা'আলার সাথে সে গুনাহমুক্ত অবস্থায় মিলিত হয়'।[২৬]

১৫. মাইয়েতকে গোসল দেওয়া : মৃত্যু এক অনিবার্য সত্য। যার স্বাদ সকলকেই আস্বাদন করতে হবে। একজন মাইয়েতকে দাফন-কাফনের পূর্বে গোসল দিতে হয়। এই সময়ে বেশ কিছু গোপনীয় বিষয় থাকে। সুতরাং কোন ব্যক্তি যদি এই গোপনীয় বিষয় গোপন রাখতে পারে তাহ'লে তার জন্য আল্লাহ ক্ষমার দুয়ার উন্মুক্ত করে দিবেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَكَتَمَ عَلَيْهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ أَرْبَعِينَ مَرَّةً 'যে ব্যক্তি মৃতকে গোসল দেবে এবং তার দোষ গোপন রাখবে, আল্লাহ তাকে চল্লিশবার ক্ষমা করবেন'।[২৭]

১৬. ছাদাক্বা প্রদান করা : একজন মুমিন ব্যক্তির গুনাহ মাফ করে নেওয়ার অন্যতম মাধ্যম হ'ল দান-ছাদাক্বা করা। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, الصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ، كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ 'পানি যেমন আগুন নিভিয়ে দেয়, তেমনি দান-ছাদাক্বাও গুনাহসমূহ দূরীভূত করে দেয়'।[২৮]

অপর হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, কোন লোকের পরিবার-পরিজন, ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি ও প্রতিবেশীর ক্ষেত্রে যে বিপদ অর্থাৎ ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়- এগুলোর জন্য ছালাত, ছিয়াম, দান-ছাদাক্বা, সৎকাজের প্রতি আদেশ ও মন্দ কাজে বাধা দেয়া হচ্ছে কাফফারা স্বরূপ'।[২৯]

১৭. আরাফার দিনে ছিয়াম পালন করা : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ 'আর আরাফাত দিবসের ছিয়াম সম্পর্কে আমি আল্লাহ্র কাছে আশাবাদী যে, তা পূর্ববর্তী বছর ও পরবর্তী বছরের গুনাহের ক্ষতিপূরণ হয়ে যাবে'।[৩০]

১৮. আশুরার ছিয়াম পালন করা : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ 'আশুরার ছিয়াম সম্পর্কে আমি আল্লাহ্র কাছে আশাবাদী যে, তাতে পূর্ববর্তী বছরের গুনাহসমূহের কাফ্ফারা হয়ে যাবে'।[৩১]

১৯. ইসলাম গ্রহণ করা : ইসলাম হ'ল শান্তির ধর্ম। এই শান্তির ধর্মে কোন ব্যক্তি যদি ফিরে আসে তাহলে তার পূর্বে কৃত গুনাহসমূহ আল্লাহ্ ক্ষমা করে দিবেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, أَنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ 'ইসলাম গ্রহণ পূর্বেকার সকল গুনাহ বিনাশ করে দেয়'।[৩২]

২০. হিজরত করা : মুসলিম জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতি হ'ল হিজরত। যখনই ইসলাম পালনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি

---

২২. *বুখারী হা/ হা/৮৮৩; মিশকাত হা/১৩৮১।*
২৩. *বুখারী হা/৫৬৪১; মুসলিম হা/২৫৭৩; মিশকাত হা/১৫৩৭।*
২৪. *মুসলিম হা/২৫৭২; হিব্বান হা/২৯০৬; আহমাদ হা/২৫৪৪২।*
২৫. *বুখারী হা/৫৬৪৮; মুসলিম হা/২৫৭১; মিশকাত হা/১৫৩৮।*
২৬. *তিরমিযী হা/২৩৯৯; ছহীহাহ হা/২২৮০।*
২৭. *বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা হা/৬৬৫৫; ছহীহুত তারগীব হা/৩৪৯২।*
২৮. *তিরমিযী হা/৬১৪; ছহীহুল জামে' হা/৫২৬২; মিশকাত হা/২৯।*
২৯. *বুখারী হা/৫২৫; মুসলিম হা/১৪৪; মিশকাত হা/৫৪৩৫।*
৩০. *মুসলিম হা/১১৬২; মিশকাত হা/২০৪৪।*
৩১. *প্রাগুক্ত।*
৩২. *মুসলিম হা/১২১; ছহীহুত তারগীব হা/১০৯৭; মিশকাত হা/২৮।*

হবে, তখন ইসলাম পালনে অনুকূল জায়গায় হিজরতে রয়েছে ক্ষমা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا 'হিজরত সে সকল গুনাহ মাফ করে দেয়, যা হিজরতের পূর্বে করা হয়েছে'।[৩৩]

২১. হজ্জ পালন করা : আর্থিক সামর্থ্যবান ব্যক্তির উপর হজ্জ পালন করা ফরয। আর হজ্জ পালনে রয়েছে গুনাহসমূহ ক্ষমা করে নেওয়ার সুবর্ণ সুযোগ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ 'এমনিভাবে হজ্জ তার পূর্বের সকল গুনাহ মিটিয়ে দেয়'।[৩৪] অপর হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةَ– 'হজ্জ ও ওমরা সাথে সাথে কর। কারণ এ দু'টি দারিদ্র ও গুনাহ এমনভাবে দূর করে, যেমনভাবে হাঁপর লোহা ও সোনা-রূপার ময়লা দূর করে। কবুলযোগ্য হজ্জের ছওয়াব জান্নাত ব্যতীত আর কিছু নয়'।[৩৫]

২২. ওমরা পালন করা : কাবা গৃহে গুনাহসমূহ ক্ষমা করে নেওয়ার আরও একটি মাধ্যম হ'ল ওমরা পালন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ– 'একটি ওমরা পরবর্তী ওমরা পর্যন্ত মধ্যবর্তী গুনাহসমূহের কাফফারা স্বরূপ এবং ত্রুটিমুক্ত (আল্লাহ্র নিকট গৃহীত) হজ্জের প্রতিদান জান্নাত ছাড়া আর কিছু নয়'।[৩৬]

২৩. হাজারে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানী স্পর্শ করা : উমাইর (রহঃ) হ'তে বর্ণিত আছে, 'ভীড় ঠেলে হ'লেও ইবনু ওমর (রাঃ) হাজারে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানীর নিকটে যেতেন (তা স্পর্শ করার জন্য)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অন্য কোন ছাহাবীকে আমি এরূপ করতে দেখিনি। আমি বললাম, হে আবু আব্দুর রহমান! আপনি ভীড় ঠেলে হ'লেও এই দুই রুকনে গিয়ে পৌঁছেন, কিন্তু আমি তো ভীড় ঠেলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অন্য কোন ছাহাবীকে সেখানে যেতে দেখিনি। তিনি বললেন, আমি এরূপ কেন করব না? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে আমি বলতে শুনেছি, এই দু'টি রুকন স্পর্শ করলে গুনাহসমূহের কাফফারা হয়ে যায়'।[৩৭]

২৪. তাওয়াফ করা : আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহ্র চারদিকে সাতবার তাওয়াফ করবে ও তা যথাযথভাবে সম্পন্ন করবে, তবে তা তার জন্য গোলাম মুক্ত করে দেবার সমতুল্য হবে। এটা ছাড়াও তাঁকে (ইবনু ওমর (রাঃ)-কে) বলতে শুনেছি, কোন লোক এতে এক পা ফেলে অপর পা উঠানোর আগেই বরং আল্লাহ তা'আলা তার একটি গুনাহ মাফ করে দেন ও তার জন্যে একটি ছওয়াব নির্ধারণ করেন'।[৩৮]

২৫. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রতি দরূদ পাঠ করা : আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً وَاحِدَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ، وَحُطَّتْ عَنْهُ عَشْرُ خَطِيئَاتٍ، وَرُفِعَتْ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ– 'যে ব্যক্তি আমার ওপর একবার দরূদ পাঠ করবে, আল্লাহ তা'আলা তার ওপর দশবার রহমত নাযিল করবেন। তার দশটি গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে, আর আল্লাহ্র নৈকট্যের জন্য দশটি মর্যাদা বাড়িয়ে দেয়া হবে'।[৩৯]

২৬. দ্বীনী মজলিসে বসা : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَا مِنْ قَوْمٍ اجْتَمَعُوا يَذْكُرُونَ اللَّهَ لاَ يُرِيدُونَ بِذَلِكَ إِلاَّ وَجْهَهُ إِلاَّ نَادَاهُمْ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ أَنْ قُومُوا مَغْفُوراً لَكُمْ قَدْ بُدِّلَتْ سَيِّئَاتُكُمْ حَسَنَاتٍ– 'যে কোন সম্প্রদায় একত্রিত হয়ে আল্লাহ্র স্মরণ করবে এবং এর দ্বারা তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হয় তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন, সেই সম্প্রদায়কে আসমানের কোন এক ঘোষণাকারী ডেকে বলবে, তোমরা এমন অবস্থায় দাঁড়িয়ে যাও যে, তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে এবং তোমাদের গুনাহসমূহকে পরিবর্তন করে ছওয়াবে পরিণত করা হয়েছে'।[৪০]

২৭. বার্ধক্যের পরিপক্ক চুল গোপন না করা : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সাদা চুল উপড়াতে নিষেধ করেছেন। কেননা সুফিয়ান (রহঃ) হ'তে বর্ণিত, 'যে মুসলিমের চুল ইসলামের উপর সাদা হয়, তা ক্বিয়ামতের দিন তার জন্য নূর স্বরূপ হবে'। রাবী ইয়াহ্ইয়ার বর্ণনায় আছে যে, ঐ সাদা চুলের বিনিময়ে একটি নেকী লেখা হবে এবং একটি গুনাহ্ মাফ হয়ে যাবে'।[৪১]

শেষকথা : মুমিন কখনও গুনাহের সাথে সম্পর্ক রাখতে পারে না। তবে গুনাহ হওয়াটাও তার জন্য অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু সে সর্বদা সতর্ক থাকে যেন তওবার মাধ্যমে এবং কুরআন ও হাদীছে বর্ণিত মাধ্যমসমূহকে অসীলা করে সে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়ে নেয়। সর্বদা তার চেষ্টা থাকে সে যেন আল্লাহর কাছে পাপমুক্ত অবস্থায় উপস্থিত হ'তে পারে। এজন্য উপরোক্ত পাপমুক্তির অসীলাগুলোকে সবসময় ধারণ করা মুমিনের জন্য কর্তব্য।

লেখক : ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ।

---

৩৩. প্রাগুক্ত।
৩৪. প্রাগুক্ত।
৩৫. তিরমিযী হা/৮১০; নাসাঈ হা/২৬৩০; মিশকাত হা/২৫২৪।
৩৬. বুখারী হা/১৭৭৩; মুসলিম হা/১৩৪৯; মিশকাত হা/২৫০৮।
৩৭. তিরমিযী হা/৯৫৯; মিশকাত হা/২৫৮০।
৩৮. প্রাগুক্ত।
৩৯. নাসাঈ হা/১২৯৭; দারেমী হা/২৭৭২; মিশকাত হা/৯২২।
৪০. আহমাদ হা/১২৪৭৬; ছহীহুত তারগীব হা/১৫০৪।
৪১. আবুদাঊদ হা/৪২০২; ছহীহুল জামে' হা/৭৪৬৩।

জান্নাত লাভে ধন্য যারা

- রবীউল ইসলাম

উপস্থাপনা : জান্নাত অনন্ত সুখ ও শান্তির আধার। প্রতিটি মুমিনের সর্বশেষ ও স্থায়ী ঠিকানা। আল্লাহ তা'আলা প্রতিটি মানুষকে এ পথেই আহ্বান করেছেন *(ইউনুস ১০/২৫)*। তিনি জান্নাতে যাওয়ার সকল পথ অত্যন্ত সহজভাবে জানিয়ে দিয়েছেন। পৃথিবী মানুষের আসল ঠিকানা নয়; বরং জান্নাতই তার একমাত্র ঠিকানা। সুতরাং প্রকৃত মুমিন সর্বদা সৎ ও ন্যায়পূর্ণ কাজে আত্মনিয়োগ করে এবং আপাদমস্তক মহান রবের দিকে রুজু হয়ে জীবন পরিচালনা করে। আর এমন বান্দার জন্যই পরম করুণাময়ের ঘোষণা হ'ল, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ– 'যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম সমূহ সম্পাদন করেছে, তারা হ'ল জান্নাতের অধিবাসী। সেখানেই তারা চিরকাল থাকবে' *(বাক্বারাহ ২/৮২)*। নিম্নে জান্নাত লাভের কতিপয় আবশ্যকীয় মাধ্যম তুলে ধরার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ!

১. নির্ভেজাল তাওহীদে বিশ্বাস : নির্ভেজাল তাওহীদে বিশ্বাসী মানুষ ছাড়া কেউ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ مَاتَ لاَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ– 'যে ব্যক্তি কোন কিছুকে আল্লাহ্র সাথে অংশী স্থাপন না করে মারা যায়, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে ব্যক্তি তাঁর সাথে কোন কিছুকে অংশী স্থাপন মারা যায় সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে'।[১]

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, এক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে এসে আরয করল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাকে এমন একটি আমল বলে দিন, যা করলে আমি জান্নাতে যেতে পারব। তিনি বললেন, تَعْبُدُ اللهَ لاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمُ الصَّلاَةَ الْمَكْتُوبَةَ وَتُؤَدِّى الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ قَالَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لاَ أَزِيدُ عَلَى هَذَا شَيْئًا أَبَدًا وَلاَ أَنْقُصُ مِنْهُ فَلَمَّا وَلَّى قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا– 'তুমি আল্লাহ্র ইবাদত করবে, তার সঙ্গে কোন কিছু অংশী স্থাপন করবে না, ফরয ছালাত আদায় করবে, নির্ধারিত যাকাত দিবে এবং রামাযানের ছিয়াম পালন করবে। তারপর সে বলল, যার হাতে আমার প্রাণ তার কসম, আমি এর উপর কখনো কিছু বাড়াব না এবং তা থেকে কমও করব না। লোকটি চলে গেলে নবী করীম (ছাঃ) বললেন, কেউ কোন জান্নাতী লোক দেখে খুশি হ'তে চাইলে একে দেখুক'।[২] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বেদুঈন ব্যক্তিকে যে চারটি আমলের কথা বলেছিলেন, তার মধ্যে প্রথমটি ছিল তাওহীদ বা একত্ব। উল্লেখ্য যে তাওহীদ তিন প্রকার-

(ক) 'তাওহীদুর রুবূবিয়্যাহ'। এর অর্থ হ'ল আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, রূযীদাতা, রোগ ও আরোগ্যদাতা, জীবন ও মৃত্যুদাতা প্রভৃতি হিসাবে বিশ্বাস করার নাম 'তাওহীদুর রুবূবিয়্যাহ'।

(খ) 'তাওহীদুল উলূহিয়্যাহ'। এর অর্থ হ'ল 'সর্বপ্রকার ইবাদতের জন্য আল্লাহকে একক গণ্য করা'। আর ইবাদত হ'ল ঐসকল প্রকাশ্য ও গোপন কথা বা কাজের নাম, যা আল্লাহ ভালবাসেন ও যাতে তিনি খুশী হন'।

(গ) 'তাওহীদুল আসমা ওয়া ছিফাত'। এর অর্থ হ'ল পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে আল্লাহ্র নাম ও গুণাবলী যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, সেভাবেই আল্লাহ্র সত্তার সাথে সম্পৃক্ত ও সনাতন বলে বিশ্বাস করা, যা বান্দার নাম ও গুণাবলীর সাথে তুলনীয় নয়। তিনি নিরাকার বা নির্গুণ সত্তা নন। বরং তাঁর আকার রয়েছে। কিন্তু কেমন তা কেউ জানে না। আল্লাহ বলেন, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ 'তাঁর তুলনীয় কিছুই নেই, তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা' *(শূরা ৪২/১১)*। তিনি আরো বলেন, وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ 'তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই' *(ইখলাছ ১১২/৪)*।

২. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যথাযথ অনুসরণ : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে যথাযথভাবে অনুসরণকারী জান্নাতে যাবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ–وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ– 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে, তিনি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার তলদেশ দিয়ে নদীসমূহ প্রবাহিত হয়। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আর এটাই হ'ল মহা সফলতা। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করবে এবং তাঁর সীমাসমূহ লংঘন করবে, তিনি তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন। সেখানে সে চিরদিন থাকবে। আর তার জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি' *(নিসা ৪/১৩-১৪)*।

১. মুসলিম হা/৯৩; আহমাদ হা/১৫২৪৭।

২. *বুখারী হা/১৩৯৭; মুসলিম হা/১৪*; আহমাদ হা/৮৭৯৬।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, كُلُّ أُمَّتِى يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَنْ أَبَى قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَمَنْ يَأْبَى قَالَ مَنْ أَطَاعَنِى دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِى فَقَدْ أَبَى– ‘আমার সকল উম্মত জান্নাতে যাবে। কেবল অস্বীকারকারী ব্যতীত। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! অস্বীকারকারী কে? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে ব্যক্তি আমার অবাধ্যতা করবে সেই অস্বীকারকারী’।[৩]

৩. আল্লাহ ও রাসূল (ছাঃ) এবং দ্বীনের প্রতি সন্তুষ্টি জ্ঞাপন : যে ব্যক্তি আল্লাহকে রব হিসাবে পেয়ে ও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে নবী হিসাবে পেয়ে এবং ইসলামকে দ্বীন হিসাবে পেয়ে সন্তুষ্ট চিত্তে বিশ্বাস করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ قَالَ رَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ ‘যে ব্যক্তি বলে যে আল্লাহকে রব হিসাবে, ইসলামকে দ্বীন হিসাবে এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে নবী হিসাবে পেয়ে আমি সন্তুষ্ট। তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে’।[৪]

৪. সময়মত ছালাত আদায় করা : সঠিক সময়ে নিয়মিত ছালাত আদায় করা জান্নাত লাভের মাধ্যম। উবাদাহ বিন ছামেত (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللهُ عَلَى الْعِبَادِ، مَنْ جَاءَ بِهِنَّ لَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ، كَانَ لَهُ عِنْدَ اللهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ ‘আল্লাহ তাঁর বান্দাদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত ফরয করেছেন। যে ব্যক্তি তা যথাযথভাবে আদায় করবে, আর অবহেলাহেতু এর কোনটি পরিত্যাগ করবে না, মহান আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানোর অঙ্গীকার করেছেন’।[৫] অন্যত্র আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَىُّ الأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ قَالَ الصَّلاَةُ عَلَى وَقْتِهَا ‘আমি নবী করীম (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম কোন কাজ আল্লাহ্‌র নিকট অধিক প্রিয়? তিনি উত্তরে বললেন, সঠিক সময়ে ছালাত আদায় করা’।[৬]

৫. ছিয়াম সাধনা : ছিয়াম সাধনা জান্নাতে যাওয়ার গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। রাসূল (ছাঃ) বলেন, فِى الْجَنَّةِ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابٍ فِيهَا بَابٌ يُسَمَّى الرَّيَّانَ لاَ يَدْخُلُهُ إِلاَّ الصَّائِمُونَ ‘জান্নাতে আটটি দরজা। তার মধ্যে একটি দরজার নাম হবে রাইয়ান। ছিয়াম পালনকারী ছাড়া অন্য কেউ এ দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে না’।[৭]

৬. হজ্জে মাবরূর : আল্লাহ তা‘আলা শর্ত সাপেক্ষে মুসলিম উম্মাহ্‌র উপর হজ্জ ফরয করেছেন। যে ব্যক্তি পূর্ণ ইখলাছের সাথে পবিত্র হজ্জ পালন করবে আল্লাহ তা‘আলা তার জন্য জান্নাতের ঘোষণা দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ ‘এক ওমরা থেকে অপর ওমরার মাঝে যে পাপ করা হয়, পরবর্তী ওমরা তার জন্য কাফ্ফারা। আর কবুল হজ্জের একমাত্র প্রতিদান হ’ল জান্নাত’।[৮]

৭. যাকাত আদায় করা : যাকাত ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের একটি। নিছাব পরিমাণ সম্পদের মালিকদের উপর যাকাত আদায় করা আবশ্যক। যে ব্যক্তি স্বীয় সম্পদের সুষ্ঠুভাবে যাকাত আদায় করবে তার জন্য অফুরন্ত সুখের নীড় জান্নাত রয়েছে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، وَصَلُّوا خَمْسَكُمْ، وَصُومُوا شَهْرَكُمْ وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ، وَأَطِيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ ‘তোমরা তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় কর। পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় কর, রামাযান মাসের ছিয়াম পালন কর, তোমাদের সম্পদের যাকাত প্রদান কর, তোমাদের নেতাদের আনুগত্য কর, তাহ’লে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের জান্নাতে প্রবেশ করবে’।[৯]

৮. জোড়া জোড়া দান : দান জান্নাতে যাওয়ার একটি অন্যতম মাধ্যম। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি নিজের ধন-সম্পদ হ’তে কোন জিনিস এক জোড়া (দু’গুণ) আল্লাহ্‌র পথে সন্তুষ্টির জন্য ছাদাক্বা করবে, জান্নাতের সবগুলো দরজা দিয়ে তাকে সাদর সম্ভাষণ জানানো হবে। আর জান্নাতের অনেক (আটটি) দরজা আছে। ছালাত আদায়কারীকে আহ্বান করা হবে, বাবুস ছালাত হ’তে। আল্লাহ্‌র পথে জিহাদকারীকে আহ্বান করা হবে, বাবুল জিহাদ হ’তে। দান ছাদাক্বাকারীকে আহ্বান করা হবে বাবুছ ছাদাক্বা হ’তে। ছিয়াম পালনকারীকে আহ্বান করা হবে, বাবুর রাইয়ান হ’তে। এ কথা শুনে আবুবকর (রাঃ) জানতে চাইলেন, যে ব্যক্তিকে এসব দরজার কোন একটি দিয়ে আহ্বান করা হবে, তাকে কি অন্য সকল দরজা দিয়ে আহ্বানের প্রয়োজন হবে? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, হ্যাঁ! (হবে) আর আমি আশা করি যে, তুমি তাদেরই একজন হবে’।[১০]

৯. দৈনিক বারো রাক‘আত সুন্নাত ছালাত আদায় করা : আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে যে ব্যক্তি প্রতিদিন বারো রাক‘আত ছালাত অর্থাৎ ফজরের পূর্বে দু’রাক‘আত, যোহরের পূর্বে চার রাক‘আত, পরে দু’রাক‘আত, মাগরিবের পরে

৩. *বুখারী হা/৭২৮০; ছহীহাহ হা/৩১৪১।*
৪. *আবুদাঊদ হা/১৫২৯; ছহীহাহ হা/৩৩৪।*
৫. *আবুদাঊদ হা/১৪২০; নাসাঈ হা/৪৬১।*
৬. *বুখারী হা/৫২৭; মুসলিম হা/৮৫; নাসাঈ হা/৬১০।*
৭. *বুখারী হা/৩২৫৭; মিশকাত হা/১৯৫৭।*
৮. *বুখারী হা/১৭৭৩; মুসলিম হা/১৩৪৯; মিশকাত হা/২৫০৮।*
৯. *তিরমিযী হা/৬১৬; মিশকাত হা/৫৭১।*
১০. *বুখারী হা/১৮৯৭; মুসলিম হা/১০২৭; তিরমিযী হা/৩৬৭৪; নাসাঈ হা/২৪৩৯।*

দু'রাক'আত, এশার পরে দু'রাক'আত সুন্নাত ছালাত আদায় করে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর স্ত্রী উম্মে হাবীবা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّي لِلَّهِ كُلَّ يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعًا غَيْرَ فَرِيضَةٍ إِلَّا بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে প্রতিদিন ফরয ব্যতীত বারো রাক'আত নফল ছালাত আদায় করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করবেন'।[১১]

১০. বেশী বেশী নফল ইবাদত করা : আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) একদিন ফজরের ছালাতের পর বেলাল (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, হে বেলাল! ইসলাম গ্রহণের পর তোমার এমন কি আমল আছে যার বিনিময়ে তুমি পুরস্কৃত হওয়ার আশা রাখ? কেননা আজ রাতে আমি জান্নাতে আমার সামনে তোমার চলার শব্দ পেয়েছি। বেলাল (রাঃ) বললেন, আমি এর চেয়ে অধিক কোন আমল তো দেখছি না যে, দিনে বা রাতে যখনই আমি ওযূ করি তখনই যতটুকু আল্লাহ তাওফীক দেন ততটুকু নফল ছালাত আমি আদায় করি'।[১২]

উকবা ইবনু আমের (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদের উপর দায়িত্ব ছিল উট চরাবার। যখন আমার পালা আসল তখন আমি এক বিকালে সেগুলো ছেড়ে দিয়ে রাসূল (ছাঃ)-কে দেখলাম যে, তিনি মানুষদের নিয়ে কথা বলছেন, তখন তার যে কথা আমি ধারণ করতে পেরেছি তার মধ্যে ছিল, مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ مُقْبِلٌ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ إِلاَّ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ 'তোমাদের যে কেউ ওযূ করে, আর সে তার ওযূ সুন্দর করে সম্পন্ন করে, তারপর দু'রাক'আত তাহিয়্যাতুল ওযূর ছালাত ভালভাবে আদায় করে, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়'।[১৩] অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, জান্নাতে এমন কিছু ঘর আছে যার ভিতর থেকে বাহিরের সবকিছু দেখা যাবে। আবার বাহির থেকে ভিতরের সবকিছু দেখা যাবে। এক বেদুইন ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! ঐ ঘর কার জন্য? তিনি বললেন, لِمَنْ أَطَابَ الْكَلَامَ وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ وَأَدَامَ الصِّيَامَ وَصَلَّى لِلَّهِ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ 'যে ভাল ও নরম কথা বলে, অন্যকে আহার করায়, অধিক পরিমাণে নফল ছিয়াম পালন করে, আর যখন লোকেরা আরামে নিদ্রারত থাকে তখন উঠে সে ছালাত আদায় করে'।[১৪]

১১. ওযূর পর 'কালেমায়ে শাহাদাত' পাঠ করা : ভাল করে ওযূ করার পর যে ব্যক্তি 'কালেমায়ে শাহাদাত' পাঠ করবে, সে জান্নাতের আটটি দরজার মধ্য হ'তে যে কোন দরজা দিয়েই জান্নাতে প্রবেশ করার সুযোগ লাভে ধন্য হবে। ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি সুন্দর করে ওযূ করে এবং ওযূর পর এ দো'আ পাঠ করে, أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ– 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য ইলাহ নাই এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ) আল্লাহ্র বান্দা এবং রাসূল। তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খুলে দেয়া হবে। সে তখন যেটি দিয়ে খুশি সেটি দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে'।[১৫]

১২. প্রত্যেক ফরয ছালাতের পর আয়াতুল কুরসী পাঠ করা : যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয ছালাতের পর আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে, তার জান্নাতে প্রবেশে একমাত্র মৃত্যু ছাড়া আর কোন বাধা থাকবে না। আবু উমামা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ قَرَاءَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوْبَةٍ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُوْلِ الْجَنَّةِ إِلَّا اَنْ يَّمُوْتَ 'যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয ছালাতের পর আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে তার জন্য মৃত্যু ব্যতীত জান্নাতে যাওয়ার ব্যাপারে আর কোন বাধা নেই'।[১৬]

১৩. হালাল-হারাম বাছাই করে চলাফেলা করা : শরী'আতে হালালকৃত বিষয়সমূহকে হালাল এবং হারামকৃত বিষয়সমূহকে হারাম বলে জানা এবং সে অনুযায়ী আমলকারীও জান্নাতী হবে। জাবের (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল হে আল্লাহ্র রাসূল! أَرَأَيْتَ إِذَا صَلَّيْتُ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ وَصُمْتُ رَمَضَانَ وَأَحْلَلْتُ الْحَلَالَ وَحَرَّمْتُ الْحَرَامَ وَلَمْ أَزِدْ عَلَى ذَلِكَ شَيْئًا أَأَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَالَ نَعَمْ 'যদি আমি ফরয ছালাত আদায় করি। রামাযানে ছিয়াম পালন করি, শরী'আতে হালালকৃত বিষয়সমূহকে হালাল বলে জানি এবং শরী'আতে হারামকৃত বিষয়সমূহকে হারাম বলে জানি। আর এর চেয়ে অধিক কোন কিছু না করি। তাহ'লে আমি কি জান্নাত পাব? তিনি বললেন, হ্যাঁ'।[১৭] সুতরাং আল্লাহ্র দেয়া হালালকে হালাল, হারামকে হারাম মনে করা ও তদনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা প্রকৃত মুমিনের বৈশিষ্ট্য।

১৪. 'লা-হাওলা ওলা কুয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ' ও 'সুবহানাল্লাহিল আযীম ওয়া বিহামদিহী' পাঠ করা : যে ব্যক্তি *'লা-হাওলা*

১১. *মুসলিম হা/৪২৮; মিশকাত হা/১১৫৯।*
১২. *বুখারী হা/১১৪৯; মুসলিম হা/২৪৫৮; মিশকাত হা/১৩২২।*
১৩. *মুসলিম হা/২৩৪; মিশকাত হা/২৮৮।*
১৪. *তিরমিযী হা/২৫২৭;* আহমাদ হা/১৩৩৭; ছহীহুত তারগীব হা/৬১৭।
১৫. *মুসলিম হা/২৩৪; ছহীহুত তারগীব হা/২২৪; মিশকাত হা/১০৩৯।*
১৬. *ছহীহুত তারগীব হা/১৫৯৫; ছহীহুল জামে' হা/৬৪৬৪; নাসাঈ, সুনানুল কুবরা হা/৯৮৪৮।*
১৭. *মুসলিম হা/১৫; আহমাদ হা/১৪৭৮৯।*

www.tawheederdak.com

ওলা কুয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ' পাঠ করবে আল্লাহ তাকে জান্নাতের খনি দান করবেন। আবু মূসা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার এক সফরে আমরা নবী করীম (ছাঃ)-এর সাথে ছিলাম। যখন আমরা উঁচু স্থানে আরোহণ করতাম তখন উচ্চৈঃস্বরে *'আল্লাহু আকবার'* বলতাম। তখন নবী (ছাঃ) বললেন, হে লোকেরা! তোমরা নিজেদের জানের উপর দয়া কর। কারণ তোমরা কোন বধির অথবা অনুপস্থিতকে আহ্বান করছ না বরং তোমরা আহ্বান জানাচ্ছ সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রোষ্টাকে। কিছুক্ষণ পর তিনি আমার কাছে এলেন, তখন আমি মনে মনে পড়ছিলাম, *'লা হাওলা ওয়ালা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হ'*। তখন তিনি বললেন, হে আব্দুল্লাহ ইবনু কায়েস! তুমি পড়বে, *'লা হাওলা ওয়ালা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হ'*। কারণ এ দো'আ হ'ল জান্নাতের রত্ন ভাণ্ডারগুলোর একটি। অথবা তিনি বললেন, আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি কথার সন্ধান দেব না, যে কথাটি জান্নাতের রত্ন ভাণ্ডার? তা হ'ল, لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ *'লা হাওলা ওয়ালা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হ* বলা'। অর্থাৎ নেই কোন ক্ষমতা, নেই কোন শক্তি আল্লাহ ব্যতীত'।[১৮]

অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি বেশি বেশি 'সুবহানাল্লাহিল আযীম ওয়া বিহামদিহী' পাঠ করবে, তার জন্য জান্নাতে একটি খেজুর গাছ লাগানো হবে। জাবের ইবনু আবদুল্লাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ غُرِسَتْ لَهُ نَخْلَةٌ فِي الْجَنَّةِ 'যে ব্যক্তি *'সুবহানাল্লাহিল আযীম ওয়া বিহামদিহি'* (বড়ত্বের অধিকারী আল্লাহ তাঁর প্রশংসার সাথে পবিত্রতা বর্ণনা করছি) এ দো'আ পাঠ করে, তার জন্য জান্নাতে একটি খেজুর গাছ লাগানো হয়'।[১৯]

১৫. পিতা-মাতার হক আদায় করা : পার্থিব জীবনে পিতা-মাতা ব্যতীত সন্তানের প্রতি নিঃস্বার্থ ব্যক্তি আর কেউ নেই। পিতা-মাতা সন্তানকে স্বার্থহীনভাবে স্নেহের কোলে দয়া, ভালবাসা আর মমতার চাদরে আবৃত করে বড় করে তোলেন। এজন্য আল্লাহ তা'আলা নিজের অধিকারের পর পিতা-মাতার অধিকারের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, 'আর তোমার প্রতিপালক আদেশ করেছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কারু উপাসনা করো না এবং তোমরা পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ করো। তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়ে যদি তোমার নিকট বার্ধক্যে উপনীত হন, তাহ'লে তুমি তাদের প্রতি উহ শব্দটিও উচ্চারণ করো না এবং তাদেরকে ধমক দিয়ো না। তুমি তাদের সাথে নম্রভাবে কথা বল। আর তাদের প্রতি মমতাবশে নম্রতার পক্ষপুট অবনমিত কর এবং বল, হে আমার প্রতিপালক! তুমি তাদের প্রতি দয়া কর যেমন তারা আমাকে শৈশবে দয়াপরবশে লালন-পালন করেছিলেন। তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের অন্তরে যা আছে তা ভালভাবেই জানেন। যদি তোমরা সৎকর্ম পরায়ণ হও, তবে তিনি তওবাকারীদের জন্য ক্ষমাশীল' *(ইসরা ১৭/২৩-২৫)*। এ জন্য পিতা-মাতার হক আদায় করা ও তাদের খেদমত করা খুবই যরূরী। পিতা-মাতার সেবা-যত্নের মাধ্যমে একজন বান্দা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভ করবে। আবুদ্দারদা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'তার কাছে একজন লোক এসে বলল, আমার একজন স্ত্রী আছে। আমার মা আমাকে নির্দেশ দিচ্ছেন তাকে তালাক দেওয়ার জন্য। আবুদ্দারদা (রাঃ) বললেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে আমি বলতে শুনেছি জান্নাতের সর্বোত্তম দরজা হচ্ছে পিতা। তুমি ইচ্ছা করলে এটা ভেঙ্গে ফেলতে পার অথবা এর রক্ষণাবেক্ষণও করতে পার'।[২০]

অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, رَغِمَ أَنْفُهُ رَغِمَ أَنْفُهُ رَغِمَ أَنْفُهُ مَنْ أَدْرَكَ أَبَوَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَمْ يَدْخُلْ الْجَنَّةَ 'ঐ ব্যক্তির নাক ধুলায় মলিন হোক, ঐ ব্যক্তির নাক ধুলায় মলিন হোক, ঐ ব্যক্তির নাক ধুলায় মলিন হোক, যে তার পিতা-মাতার একজনকে অথবা উভয়কে বৃদ্ধাস্থায় পেল কিন্তু তাদের সন্তুষ্টি অর্জন করে জান্নাত লাভ করতে পারল না'।[২১]

১৬. আল্লাহ্র নিরানব্বই নাম মুখস্থ ও হেফাযত করা : আল্লাহ্র নিরানব্বই নাম মুখস্থকারী জান্নাতী হবে। আল্লাহ্র নামসমূহের উপর যথাযথ ঈমান আনা এবং বাস্তব জীবনে নিজের মধ্যে আল্লাহ্র নামের বাস্তবায়ন ঘটানো। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا مَنْ أَحْصَاهَا

১৮. *বুখারী হা/৬৩৮৪; আহমাদ হা/১৯৭৬০।*
১৯. *তিরমিযী হা/৩৪৬৪; মিশকাত হা/২৩০৪।*
২০. *তিরমিযী হা/১৯০০; হাকেম হা/৭২৫২; মিশকাত হা/৪৯২৮।*
২১. *মুসলিম হা/২৫৫১;* মিশকাত হা/৪৯১২।

دَخَلَ الْجَنَّةَ ‘আল্লাহ্র এক কম একশত অর্থাৎ নিরানব্বই নাম আছে, যে ব্যক্তি তা মুখস্থ করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে’।[২২]

১৭. আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা : যে ব্যক্তি আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আবু আইয়ূব (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাকে এমন কোন আমলের কথা বলুন যা আমাকে জান্নাতের নিকটবর্তী এবং জাহান্নাম থেকে দূরে রাখবে। তিনি বললেন, تَصِلُ ذَا رَحِمِكَ فَلَمَّا أَدْبَرَ قَالَ رَسُولُ اللهُ صلى الله عليه وسلم إِنْ تَمَسَّكَ بِمَا أُمِرَ بِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ ‘...তুমি আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখবে। যখন ঐ লোক ফিরে যেতে লাগল, তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, তাকে যা করতে বলা হ’ল, যদি সে এর ওপর আমল করে তাহ’লে সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে’।[২৩]

আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখলে রিযিক বৃদ্ধি পায়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ رِزْقُهُ أَوْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ ‘যে ব্যক্তি পসন্দ করে যে, তার জীবিকা বৃদ্ধি হোক অথবা তার মৃত্যুর পরে সুনাম থাকুক, তবে সে যেন আত্মীয়ের সঙ্গে সদাচরণ করে’।[২৪]

১৮. প্রতিবেশীর সাথে উত্তম ব্যবহার করা : প্রতিবেশীর সাথে উত্তম আচরণকারী জান্নাতী হবে। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! অমুক মহিলা দিনে ছিয়াম রাখে, রাতে তাহাজ্জুদ ছালাত আদায় করে, কিন্তু সে তার প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, সে জাহান্নামী। অতঃপর ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করল, অন্য এক মহিলা শুধু ফরয ছালাত আদায় করে, আর পনিরের এক টুকরা করে দান করে। কিন্তু সে তার প্রতিবেশীকে কোন কষ্ট দেয় না। তিনি বললেন, সে জান্নাতী’।[২৫]

সুতরাং যারা মানুষকে কষ্ট দেয় তাদের নফল ইবাদত কোন কাজে আসবে না। তাদের ছালাত-ছিয়াম তাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাতে পারবে না। প্রতিবেশীর সাথে সুন্দর আচরণের ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ‘তোমরা ইবাদাত কর আল্লাহ্র, তাঁর সাথে কোন কিছুকে অংশী স্থাপন করো না। আর সদ্ব্যবহার কর মাতা-পিতার সাথে, নিকট আত্মীয়ের সাথে, ইয়াতীম, মিসকীন, কাছের আত্মীয় প্রতিবেশী, অনাত্মীয় প্রতিবেশী, পার্শ্ববর্তী সাথী, মুসাফির এবং তোমাদের মালিকানাভুক্ত দাস-দাসীদের সাথে। নিশ্চয় আল্লাহ পসন্দ করেন না তাদেরকে যারা দাম্ভিক, অহঙ্কারী’ *(নিসা ৪/৩৬)*।

প্রতিবেশীর হক আদায় করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। তাই প্রতিবেশীকে কষ্ট দেওয়া নিষিদ্ধ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ، وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ، وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ. قِيلَ وَمَنْ، يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ الَّذِى لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ ‘আল্লাহ্র শপথ সে মুমিন নয়, আল্লাহ্র শপথ সে মুমিন নয়, আল্লাহ্র শপথ সে মুমিন নয়। জিজ্ঞেস করা হ’ল, কে সে হে আল্লাহ্র রাসূল? তিনি বললেন, যার প্রতিবেশী তার অত্যাচার হ’তে নিরাপদে থাকতে পারে না’।[২৬]

১৯. গরীব ও দুর্বল হওয়া : জান্নাতে ধনীদের চেয়ে গরীব-মিসকীন ও দুর্বল লোকদের সংখ্যা বেশী হবে। পক্ষান্তরে যারা অহংকারী, দুশ্চরিত্র ও ঝগড়াটে ব্যক্তি তারা জাহান্নামে যাবে। হারেছা ইবনু ওহাব (রাঃ) নবী (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছেন, তিনি বলেছেন, ‘আমি কি তোমাদেরকে জান্নাতী লোকদের গুণাবলীর কথা বলব না? ছাহাবীগণ বললেন, জি হ্যাঁ বলুন। তিনি বলেন, كُلُّ ضَعِيفٍ مُتَضَعَّفٍ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ ثُمَّ قَالَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ؟ قَالُوا بَلَى قَالَ كُلُّ عُتُلٍّ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ ‘প্রত্যেক দুর্বল, মানুষের চোখে তুচ্ছ বা হেয়, কিন্তু সে যদি কোন বিষয়ে আল্লাহ্র নামে কসম করে তাহ’লে আল্লাহ তার কসম পূর্ণ করবেন। অতঃপর তিনি বললেন, আমি কি তোমাদেরকে জাহান্নামী লোকদের কথা বলব না? তারা বললেন, জি হ্যাঁ বলুন। তিনি বললেন, প্রত্যেক ঝগড়াকারী, দুশ্চরিত্র ও অহংকারী ব্যক্তি’।[২৭]

২০. নরম হৃদয়ের অধিকারী হওয়া : যাদের হৃদয় নরম হবে, কোমল ও সুন্দর মেযাজের অধিকারী হবে, সর্বদা আল্লাহকে ভয় করবে, কারো কোন ক্ষতি করবে না ও ধৈর্যশীল হবে, এমন লোক জান্নাতী হবে। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَقْوَامٌ أَفْئِدَتُهُمْ مِثْلُ أَفْئِدَةِ الطَّيْرِ ‘জান্নাতে প্রবেশ করবে এমন ব্যক্তি যাদের অন্তরসমূহ হবে পাখির অন্তরের ন্যায়’।[২৮]

যারা নম্র-ভদ্র ও মানুষের নিকট গ্রহণযোগ্য এমন ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে। এ সমস্ত মানুষের জন্য আল্লাহ তা‘আলা জাহান্নামকে হারাম করে দিয়েছেন। ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, حُرِّمَ عَلَى النَّارِ كُلُّ هَيِّنٍ لَيِّنٍ سَهْلٍ قَرِيبٍ مِنَ النَّاسِ ‘প্রত্যেক নরম দিল, ভদ্র এবং মানুষের সাথে মিশুক লোকদের জন্য জাহান্নাম হারাম’।[২৯] যাদের জন্য জাহান্নাম হারাম তারা অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে। *(ক্রমশঃ)*

[লেখক : কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি]

---

২২. *বুখারী হা/২৭৩৬; মুসলিম হা/২৬৭৭; তিরমিযী হা/৩৫০৬।*
২৩. *মুসলিম হা/১৩; ছহীহুত তারগীব হা/২৫২৩।*
২৪. *বুখারী হা/২০৬৭; মুসলিম হা/২৫৫৭; আবুদাঊদ হা/১৬৯৩।*
২৫. *হাকেম হা/৭৩০৫; বায়হাক্বী হা/৯৫৪৬।*
২৬. *বুখারী হা/৫৬৭০; মিশকাত হা/৪৯৬২।*
২৭. *বুখারী হা/৪৯১৮; মুসলিম হা/২৮৫৩; মিশকাত হা/৫১০৬।*
২৮. *মুসলিম হা/২৮৪০; আহমাদ হা/৮৩৬৪; মিশকাত হা/৫৬২৫।*
২৯. *আহমাদ হা/৩৯৩৮; ছহীহাহ হা/৯৩৮।*

পৃথিবী কাঁপানো ভয়াবহ ভূমিকম্প

-আসাদুল্লাহ আল-গালিব

উপস্থাপনা :

বান্দা যখন অপরাধের পাল্লা ভারি হয়ে যায় তখন আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা তাদের সতর্ক করার জন্য বিভিন্ন ধরনের আযাব দিয়ে থাকেন। কেননা প্রাকৃতিক বিপর্যয়গুলো মানুষেরই কর্মফল। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেছেন, ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ– 'স্থলে ও সমুদ্রে সর্বত্র বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে মানুষের কৃতকর্মের ফল হিসাবে। এর মাধ্যমে আল্লাহ তাদের কর্মের কিছু শাস্তি আস্বাদন করাতে চান, যাতে তারা (পাপ ছেড়ে আল্লাহ্র দিকে) ফিরে আসে' *(রূম ৩০/৪১)*।

আর হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ভূমিধস, চেহারা বিকৃতি এবং পাথর বর্ষণস্বরূপ আযাব এ উম্মাতের মাঝে ঘনিয়ে আসবে। জনৈক মুসলিম ব্যক্তি প্রশ্ন করল, হে আল্লাহ্র রাসূল! কখন এসব আযাব সংঘটিত হবে? তিনি বললেন, যখন গায়িকা ও বাদ্যযন্ত্র বিস্তৃতি লাভ করবে এবং মদ্যপানের সয়লাব শুরু হবে' *(তিরমিযী হা/২২১২)*।

সুতরাং এ ধরণের বিপর্যয় আমাদের মন্দ আমলের কাণেই। আলোচ্যে প্রবন্ধে ইতিহাসের পাতা থেকে পৃথিবীতে ঘটে যাওয়া কিছু প্রলয়ংকরী ভূমিকম্পের কথা তুলে ধরা হ'ল।

১. ৬ই ফেব্রুয়ারী ২০২৩ তুরস্ক-সিরিয়া : পৃথিবীর সর্বশেষ ভয়াবহ প্রাণঘাতি ভূমিকম্প হ'ল ২০২৩ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী, সোমবার। ভোর ৪টা ১৭ মিনিটে পর পর দু'টি ভূমিকম্প আঘাত হানে তুরস্ক-সিরিয়ায়। যার মাত্রা ছিল ৭.৮ এবং ৭.৬। উৎপত্তি তুরস্কের গাজিয়ান্তেপ অঞ্চলে। এতে সরকারী হিসাবে প্রায় ৫০ সহস্রাধিক মানুষ নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে ৮০ হাযারের বেশী। এই ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কমপক্ষে ৪ কোটি মানুষ। এ পর্যন্ত ৩৮০-এর অধিক আফটার শক গণনা করা হয়েছে।

২. ২২শে জুন ২০২২ আফগানিস্তান : গত বছরের ২২ জুনে আফগানিস্তানের উত্তরাঞ্চলে শক্তিশালী একটি ভূমিকম্প আঘাত হানে। যা পাকিস্তানেও অনুভূত হয়েছিল। ভূমিকম্পের উৎসস্থল আফগানিস্তানের খোস্ত শহর থেকে ৪৪ কিলোমিটার দূরে। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পটির মাত্রা ছিল ৬.১। এই ভূমিকম্পে অন্তত ১ হাযার মানুষ প্রাণ হারিয়েছিল। আহত হয়েছিল দেড় হাযার। ভূমিকম্পে পাকতিকা প্রদেশে অনেক যেলা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। ধসে পড়েছিল প্রায় সাড়ে চার হাযার বাড়ি।

৩. ১৪ই আগস্ট ২০২১ হাইতি : ২০২১ সালের ১৪ আগস্ট রোববার সকাল ৮টা ২৯ মিনিটে হাইতির দক্ষিণাঞ্চলে ৭ দশমিক ২ মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত হানে। হাইতির রাজধানী থেকে প্রায় ১২৫ কিলোমিটার দূরে ভূমিকম্পের কেন্দ্র। এতে ২ হাযার ২০০ জনেরও বেশী মানুষ নিহত এবং প্রায় ১৩ হাযার ঘরবাড়ী বিধ্বস্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।

৪. ১২ই নভেম্বর ২০১৭ ইরান-ইরাক : ২০১৭ সালের ১২ নভেম্বর রবিবার ইরানের পূর্বাঞ্চলীয় কেরমানশাহ অঞ্চলে ৭.৩ মাত্রার এবং ইরাকে ৬.৫ মাত্রার ভূমিকম্প হয়েছিল। ভয়াবহ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল ইরানের অন্তত ১৪টি প্রদেশ। ইরানের ভূমিকম্প অধিদপ্তর ১১৮টি 'আফটার শক' গণনা করেছিল। ইরান সীমান্তের খুব কাছে আধা-স্বায়ত্তশাসিত কুর্দিস্তান অঞ্চলে সুলায়মানিয়াহ প্রদেশের পেনজিনে ছিল এ ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল। ভূমিকম্পটি ২৫ কিলোমিটার গভীরে আঘাত হানে। এটি বাগদাদে ২০ সেকেন্ড স্থায়ী ছিল। এ ভূমিকম্পে ৪০০ জনেরও বেশী প্রতিবেশী দেশ ইরাকে অন্তত ৬ জনের মৃত্যু হয়েছিল।

৫. ১৯শে সেপ্টেম্বর ২০১৭ মেক্সিকো : ১৯শে সেপ্টেম্বর ২০১৭ মেক্সিকোতে ৭.১ মাত্রার ভূমিকম্পে মৃতের সংখ্যা ২০০ ছাড়িয়েছিল। ভূমিকম্পে যখন মেক্সিকো কেঁপে উঠে তখন মেক্সিকো সিটির মানুষ ভূমিকম্পের মহড়ায় অংশ নিচ্ছিল। এই ভূমিকম্পে ধসে পড়েছিল রাজধানী মেক্সিকো সিটির অসংখ্য ভবন। এ ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল ছিল মেক্সিকো সিটি থেকে ১২০ কিলোমিটার দূরে পুয়েবলা রাজ্যের আতেনসিঙ্গো এলাকায়। কেন্দ্র ছিল ভূ-পৃষ্ঠের ৫১ কিলোমিটার গভীরে। ভূমিকম্পে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল মোরেলোস ও পুয়েবলা রাজ্যে।

৬. ২৪শে অগাস্ট ২০১৬ ইতালি : ২৪শে অগাস্ট ২০১৬ বুধবার ইতালিতে ৬.২ মাত্রার ভূমিকম্পে প্রাণ হারিয়েছিল অন্তত ৩৬৮ জন। ভোররাত ৩টা ৩৬ মিনিটে উমব্রিয়া অঞ্চলের পেরুজিয়া প্রদেশে ওই ভূমিকম্পে মূলত প্রাচীন শহর অ্যামাট্রিস প্রায় বিধ্বস্ত হয়ে যায়। ধ্বংস হয়ে যায় শত বছরের ঐতিহাসিক ভবন। এই এলাকা থেকে ১৭০ কিলোমিটার দূরের রাজধানী রোম নগরেও কম্পন অনুভূত হয়েছিল।

৭. ১৬ই এপ্রিল ২০১৬ ইকুয়েডর : ১৬ই এপ্রিল ২০১৬ লাতিন আমেরিকার দেশ ইকুয়েডরের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় কয়েকটি রাজ্যে ৭.৮ মাত্রার ভূমিকম্প হয়েছিল। ইকুয়েডরের রাজধানী কুইটো থেকে এ কম্পনের দূরত্ব ছিল ১৪৬ কিলোমিটার। ভূমিকম্পে সাড়ে ৬০০-এর বেশী নিহত ও ১৬ হাযারের বেশী আহত হয়েছিল। ধ্বংস হয়েছিল সাত হাযারের বেশী ভবন।

৮. ২৬শে অক্টোবর ২০১৫ পাকিস্তান-আফগানিস্তান : আফগানিস্তানের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে আঘাত হেনেছিল ৭.৫

মাত্রার ভূমিকম্প। ভূমিকম্পটির উৎপত্তিস্থল ছিল আফগানিস্তানের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় বাদাখশান প্রদেশের জুরম যেলা। এলাকাটি হিন্দুকুশ পাহাড়ি অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত এবং রাজধানী কাবুল থেকে ২৫০ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে অবস্থিত। এই ভূমিকম্পে সবচেয়ে বেশী ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল পাকিস্তানে। দেশটির করাচি, লাহোর, ইসলামাবাদ, রাওয়ালপিণ্ডি, কোয়েটা, কোহাত ও মালাকান্দসহ উত্তরাঞ্চলের অনেক ভবন ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল। অনেক এলাকায় যোগাযোগ ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছিল। এতে পাকিস্তানে প্রাণ হারিয়েছিল অন্তত ৪০০ মানুষ। পাকিস্তান ছাড়াও ভারতের উত্তরাঞ্চল ও তাজিকিস্তানেও ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছিল।

৯. ২৫শে এপ্রিল ২০১৫ নেপাল : ২৫শে এপ্রিল ২০১৫ নেপালে বেলা ১২টার দিকে ৭.৯ মাত্রার ভূমিকম্প হয়েছিল। কাঠমুণ্ডু থেকে ৮১ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে এবং পোখরা থেকে ৮০ কিলোমিটার পূর্বের লামজুং এলাকা ভূমিকম্পের উতপত্তিস্থল। সমুদ্র পৃষ্ঠের ২ কিলোমিটার গভীরে রিখটার স্কেলে প্রথম দিকে এর মাত্রা ছিল ৭.৫। এই ভূমিকম্পে আট হাযারেরও বেশী মানুষ নিহত ও প্রায় ২২ হাযার মানুষ আহত হয়েছিল। হাযার হাযার মানুষ হয়েছিল গৃহহীন। নেপালের কয়েকটি পাহাড়ী এলাকায় প্রায় ৯৮ শতাংশ ঘরবাড়ীই ধ্বংস হয়েছিল।

১০. ৩রা অগাস্ট ২০১৪ চীন : চীনের ইউনান প্রদেশে স্থানীয় সময় ৪টা ৩০ মিনিটে ৬.১ মাত্রার ভূমিকম্পে প্রাণ হারিয়েছিল ৬০০-এর মতো মানুষ। ধ্বংস হয়েছিল হাযার হাযার ঘরবাড়ী। ভূমিকম্পের ফলে ভূমিধ্বসের ঘটনাও ঘটেছিল। প্রায় ২৪০০ মানুষ আহত হয়েছিল। ইউনান প্রদেশের ১১ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে উনপিংয়ে ভূপৃষ্ঠের ১০ কিলোমিটার অভ্যন্তরে ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল।

১১. ১৫ই অক্টোবর ২০১৩ ফিলিপিন্স : ফিলিপিন্সে বোহোল ও কেবু নামক এলাকায় ৭.২ মাত্রার ভূমিকম্পে ২০০ এর বেশী মানুষ প্রাণ হারিয়েছিল।

১২. ২৫শে সেপ্টেম্বর ২০১৩ পাকিস্তান : ২৫শে সেপ্টেম্বর ২০১৩ সালে মঙ্গলবার দেশটির দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে বালুচিস্তানের প্রত্যন্ত এলাকায় আঘাত হেনেছিল পরপর দু'টি শক্তিশালী ভূমিকম্প। একটির মাত্রা ছিল ৭.৭, অপরটির ৬.৮। মূলত ভূমিকম্প হয়েছিল প্রদেশটির আওরান যেলায়। তবে রাজধানী ইসলামাবাদ ছাড়াও রাওয়ালপিণ্ডি, করাচি, লাহোর, লারকানার মতো বড় বড় শহরগুলোয়ও ভূকম্পন অনুভূত হয়েছিল। এছাড়া পাকিস্তানের বাইরে ভারতের নয়াদিল্লি এবং ভূমিকম্পের কেন্দ্র থেকে ৮০০ কিলোমিটার দূরে ওমানের রাজধানী মাসকাটেও ভূকম্পন অনুভূত হয়েছিল। এ ভূমিকম্পে বেলুচিস্তানের অসংখ্য গ্রাম ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল। এতে কমপক্ষে ৮২৫ জন নিহত এবং আহত হয়েছিল এক হাযারের বেশী মানুষ।

১৩. ২০শে এপ্রিল ২০১৩ চীন : চীনের সিচুয়ান প্রদেশে ৬.৬ মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্পে অন্তত ১৬০ জন নিহত হয়েছিল এবং আহত হয়েছিল ৫৭০০-এর বেশী মানুষ।

১৪. ১১ই অগাস্ট ২০১২ ইরান : ইরানের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ভয়াবহ দু'টি ভূমিকম্পে অন্তত ২৫০ মানুষ প্রাণ হারিয়েছিল, আহত হয়েছিল দুই হাযারেরও বেশী মানুষ।

১৫. ২৩শে অক্টোবর ২০১১ তুরস্ক : তুরস্কে ৭.২ মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্পে প্রাণ হারায় দুই শতাধিক মানুষ। আহত হয়েছিল অন্তত এক হাযার। সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল এরকিস শহর। সেখানে বহু ভবন ধসে পড়ে। আহত বেশীরভাগই ওই শহরের বাসিন্দা।

১৬. ১১ই মার্চ ২০১১ জাপান : জাপানের হোনশুর পূর্ব উপকূলের কাছে ৮.৯ মাত্রার ভয়াবহ ভূমিকম্পে ২৯ হাযারেরও বেশী মানুষ প্রাণ হারিয়েছিল। ওই ভূমিকম্পের ফলে ভয়াবহ সুনামিও আঘাত হেনেছিল দেশটির উপকূলে। ভূমিকম্পটি জাপানে রেকর্ড করা সবচেয়ে বড় ভূমিকম্প। হোনশু দ্বীপে আফটার শক অব্যাহত ছিল বেশ কয়েকদিন। আফটার শকগুলোর মধ্যে রয়েছে ৫০টিরও বেশী মাত্রার ৬ বা তার বেশী এবং তিনটি ছিল ৭ মাত্রার উপরে।

১৭. ২২শে ফেব্রুয়ারি ২০১১ নিউজিল্যান্ড : নিউজিল্যান্ডের ক্রাইস্টচার্চে ৬.৩ মাত্রার ভূমিকম্পে ১৬০-এর বেশী মানুষ নিহত হয়েছিল। দশ হাযারেরও বেশী বাড়িঘর বিধ্বস্ত হয়েছিল।

১৮. ১৪ই এপ্রিল ২০১০ চীন : চীনের পশ্চিমাঞ্চলীয় কিনঘাই প্রদেশে ৬.৯ মাত্রার ভূমিকম্পে নিহত হয়েছিল অন্তত ৪০০ মানুষ।

১৯. ২৭শে ফেব্রুয়ারী ২০১০ চিলি : ২৭শে ফেব্রুয়ারী ২০১০ চিলির উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় শহর কনসেপকিওনে ৮.৮ মাত্রার ভয়াবহ ভূমিকম্পে প্রাণ হারিয়েছিল ৭০০-এর বেশী মানুষ।

২০. ১২ই জানুয়ারী ২০১০ হাইতি : ১২ই জানুয়ারী ২০১০ হাইতির রাজধানী পোর্ট-অব-প্রিন্সে ৭ মাত্রার ভূমিকম্পে প্রায় ৩ লাখ ১৬ হাযার মানুষ নিহত হয়েছিল। জাতিসংঘের হিসাব অনুযায়ী শহরটি ও আশেপাশের এলাকার ৮০ হাযার ভবন ধ্বংস হয়েছিল।

২১. ১২ই মে ২০০৮ চীন : চীনের সিচুয়ান প্রদেশে আঘাত হেনেছিল ৭.৮ মাত্রার শক্তিশালী একটি ভূমিকম্প। এতে প্রায় ৮৮ হাযার মানুষ প্রাণ হারিয়েছিল। গৃহহীন হয়ে পড়েছিল আরও প্রায় এক কোটি মানুষ। ভূমিকম্পের আঘাতে কয়েক লাখ ভবন ধসে পড়েছিল। তখনকার হিসাবে, সেই ভূমিকম্পে ৮ হাযার ৬০০ কোটি ডলারের সম্পদ নষ্ট হয়েছিল। ভূমিকম্পের সময় স্কুলে অবস্থানরত ১০ হাযার শিশুর মৃত্যু হয়েছিল।

২২. ৮ই অক্টোবর ২০০৫ কাশ্মীর : ৮ই অক্টোবর ২০০৫ ভারত ও পাকিস্তান নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীর উপত্যকায় শক্তিশালী এক ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠেছিল। পাকিস্তান নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরে এবং পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের মুজাফফরাবাদ শহরে সংঘটিত একটি ভূমিকম্প। ২০০৫ সালের ৮ই অক্টোবর পাকিস্তানের স্থানীয় সময় ৮টা ৫২

মিনিট ৩৭ সেকেণ্ডে রিখটার স্কেলে ছিল ৭.৬ মাত্রায়। এই ভূমিকম্পে উপত্যকার ৭৫ হাযারের বেশী মানুষের প্রাণহানি হয়েছিল। গৃহহীন হয়েছিল ১০ লাখের বেশী মানুষ। দুর্গম পাহাড়ি এলাকা হওয়ায় উদ্ধার অভিযান চালানো খুব কঠিন হয়ে পড়েছিল।

২৩. ২৬শে ডিসেম্বর ২০০৪ ইন্দোনেশিয়া : ২০০৪ সালে ২৬ ডিসেম্বর ভারত মহাসাগরে সৃষ্ট ৯.১ মাত্রার একটি ভূমিকম্প ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রা প্রদেশে আঘাত হেনেছিল। পার্শ্ববর্তী মালদ্বীপ এবং থাইল্যাণ্ডেও ভূমিকম্পের ধাক্কা লেগেছিল। ভূমিকম্পের ২০ মিনিট পর, ভারত মহাসাগর থেকে ১০০ ফুট উচ্চতার প্রলয়ঙ্করী সুনামি উপকূল অঞ্চলগুলোয় আছড়ে পড়েছিল। নিমিষেই পানির নিচে তলিয়ে গিয়েছিল সুমাত্রা অঞ্চল। এর প্রভাব পড়েছিল ভারত, মালদ্বীপ, শ্রীলঙ্কা এবং থাইল্যাণ্ডেও। এতে প্রায় আড়াই লাখ মানুষ রাতারাতি মারা গিয়েছিল। অন্তত সাত বিলিয়ন ডলার সমপরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। ভূমিকম্পটি আট মিনিট থেকে দশ মিনিট পর্যন্ত স্থায়ী ছিল বলে জানিয়েছিল বিশ্লেষকরা। এই ভূমিকম্পের আট ঘণ্টা পর, এর কেন্দ্রস্থল থেকে ৫ হাযার মাইল দূরে দক্ষিণ আফ্রিকার উপকূলেও সুনামিটি আঘাত হেনেছিল।

২৪. ২৬শে ডিসেম্বর ২০০৩ ইরান : ২০০৩ সালের ২৬শে ডিসেম্বর ইরানের দক্ষিণ-পূর্ব কেরমান প্রদেশে ৬.৬ মাত্রার একটি ভূমিকম্প আঘাত হেনেছিল এবং বাম শহরকে সমতল করে দিয়েছিল। এতে প্রায় ৩১ হাযার মানুষের মৃত্যু হয়েছিল।

২৫. ২৫শে মার্চ ২০০২ আফগানিস্তান : ২৫শে মার্চ ২০০২ দেশটির উত্তরাঞ্চলীয় বাঘলান প্রদেশে ৬ দশমিক ১ মাত্রার ভূমিকম্পে ১ হাযারের বেশী মানুষ নিহত হন।

২৬. ১৯শে সেপ্টেম্বর ১৯৮৫ মেক্সিকো : ১৯শে সেপ্টেম্বর ১৯৮৫ সালে রিখটার স্কেলে ৮.১ মাত্রার ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছিল। ভূমিকম্পে নিহত হয়েছিল ১০ হাযারের বেশী মানুষ । এছাড়া ৩০ হাযার বিল্ডিং ধসে পড়েছিল এবং আরো ৬৮ হাযার বিল্ডিং ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।

২৭. ২৮শে জুলাই ১৯৭৬ চীন : ১৯৭৬ সালের ২৮শে জুলাই। গভীর রাত। সময় তখন ৩:৪২ মিনিট। হঠাৎ ৭.৮ মাত্রা থেকে ৮.২ মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত হেনেছিল চীনের তাংসান এবং হেবেই অঞ্চলে। সে সময় তাংসানের জনসংখ্যা ছিল ১০ লাখেরও বেশী। যাদের বেশীরভাগই ঘুমিয়ে ছিলেন। মাত্র দশ সেকেণ্ডের ভূমিকম্পে পুরো একটি অঞ্চল ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। প্রলয়ঙ্করী ওই ভূমিকম্পে তাংসানের ৯০ শতাংশ অকাঠামো ধ্বংস হয়েছিল। কম্পন বন্ধ হওয়ার পর অঞ্চলটিতে আগুন ধরেছিল। ক্ষয়ক্ষতি এড়াতে তখন শহরজুড়ে পানি ও বিদ্যুৎ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। প্রাথমিক হিসাবে এই ভূমিকম্পে আড়াই লাখ মানুষ মারা গিয়েছিল।

২৮. ৪ই জানুয়ারী ১৯৭০ চীন : ১৯৭০ সালের ৪ই জানুয়ারী চীনের ইউনান প্রদেশের টংহাই কাউন্টিতে ভূমিকম্প সংঘটিত হয়েছিল। ৭.৭ মাত্রার ভূমিকম্পে ১৫ হাযারের বেশী মানুষ মৃত্যুবরণ করেছিল।

২৯. ২২শে মে ১৯৬০ চিলি : ১৯৬০ সালের ২২শে মে চিলির ভালদিভিয়া অঞ্চলে প্রায় ৯.৫ মাত্রার ভয়াবহ ভূমিকম্প আঘাত হেনেছিল। ভূমিকম্পটির শক্তিমত্তা ছিল প্রায় ১৭৮ গিগাট্রন, এমনটিই জানিয়েছিলেন গবেষকরা। চিলির উপকূল থেকে প্রায় ১০০ মাইল (১৬০ কিমি) দূরে, ভালদিভিয়া শহরের সমান্তরালে আঘাত হেনেছিল। এটি প্রায় ১০ মিনিট স্থায়ী হয়েছিল এবং ২৫ মিটার (৮২ ফুট) পর্যন্ত ঢেউসহ একটি বিশাল সুনামি শুরু করেছিল। প্রধান সুনামি চিলির উপকূলকে মারাত্মকভাবে আঘাত করে প্রশান্ত মহাসাগর পেরিয়ে হাওয়াইয়ের হিলোকে বিধ্বস্ত করেছিল। প্রাথমিক ধাক্কাতে সেসময় প্রায় ৬ হাযার মানুষ মারা গিয়েছিল। আর্থিক ক্ষতি হয়েছিল এক বিলিয়ন ডলারের সমপরিমাণ। পরে আঘাতপ্রাপ্ত অনেক মানুষের প্রাণহানি ঘটে। আহত হয়েছিল প্রায় ৩ হাযার মানুষ। ২০ লাখ মানুষ বাস্তুহারা হয়েছিল।

৩০. ৪ঠা নভেম্বর ১৯৫২ রাশিয়া : ১৯৫২ সালের ৪ঠা নভেম্বর বিশ্বের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো ৯ মাত্রার একটি ভূমিকম্প রেকর্ড করা হয়েছিল। ঘটনাটি ঘটেছিল রাশিয়ার কামকাটকা উপদ্বীপে। এটি ৫০ ফুট পর্যন্ত ঢেউসহ একটি দুর্দান্ত ধ্বংসাত্মক প্রশান্ত মহাসাগরীয় সুনামি তৈরি করেছিল। যা কামকাটকা উপদ্বীপ এবং কুরিল দ্বীপপুঞ্জের ব্যাপক ক্ষতি করেছিল। আনুমানিক ১০ হাযার মানুষ মারা গিয়েছিল। এটি হাওয়াইয়ান দ্বীপপুঞ্জেও খুব ক্ষতি করেছিল। ঢেউগুলো পেরু, চিলি এবং নিউজিল্যাণ্ড পর্যন্ত বিস্তৃতি করেছিল। আলাস্কা, অ্যালেউটিয়ান দ্বীপপুঞ্জ এবং ক্যালিফোর্নিয়ায় ৪.৬ ফুট পর্যন্ত সুনামি ঢেউ দেখা গিয়েছিল।

৩১. ১৫ আগস্ট ১৯৫০ আসাম-তিব্বত : এটি দক্ষিণের কঙ্গরী গারপো এবং হিমালয়-এর ঠিক পূর্ব দিকে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত একটি অংশ এবং ভারতের অন্তর্গত আসাম রাজ্যে ছিল। ম্যাকম্যাহন লাইন-এর দক্ষিণে এবং বর্তমানে অরুণাচল প্রদেশ নামে পরিচিত এই অঞ্চলটি, এখন চীন ও ভারতের মধ্যে বিতর্কিত অংশ। ভারতীয় সময় মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭টা ৩৯ মিনিটে আসাম (ভারত) এবং তিব্বত (চীন) উভয়স্থানেই ৮.৬ মাত্রার এই ধ্বংসাত্মক ভূমিকম্পে প্রায় ৪,৮০০ মানুষ নিহত হয়েছিল।

৩২. ৬ই অক্টোবর ১৯৪৮ তুর্কমেনিস্তান : ১৯৪৮ সালের ৬ই অক্টোবর সকাল গড়িয়ে দুপুর তখন ১টা ১২ মিনিট। হঠাৎ ভয়ঙ্কর এক ভূমিকম্পের তীব্রতার সাক্ষী হয়েছিল তুর্কমেনিস্তান। উৎপত্তিস্থল রাজধানী শহর থেকে মাত্র ২৫ কিলোমিটার দূরের ছোট্ট একটি গ্রাম। সে সময় ওই ভূমিকম্পের তীব্রতা ৭.৩ মাত্রা রেকর্ড করা হয়েছিল। তাতে ভয়াবহ ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিল দেশটির রাজধানী আশখাবাদ। এতে অঞ্চলটির বিভিন্ন গ্রাম মোটামুটি ধ্বংস হয়েছিল। বিশেষ করে বেশীরভাগ ইট-পাথরের ভবন ধসে পড়েছিল। তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের অংশ হওয়ায় এই প্রাকৃতিক দুর্যোগে

প্রাণহানির প্রকৃত সংখ্যাটা জানা যায়নি। তবে ধারণা করা হয়েছিল, আশখাবাদের ওই ভূমিকম্পে ১ লাখ ১০ হাযার মানুষ প্রাণ হারিয়েছিল।

৩৩. ১লা সেপ্টেম্বর ১৯২৩ জাপান : জাপান তাদের স্মরণকালের সবচেয়ে ভয়াবহ ভূমিকম্প দেখেছিল ১৯২৩ সালে। ওই বছরের পহেলা সেপ্টেম্বর সকাল ১১:৫৮ মিনিট। জাপানের রাজধানীসহ বেশ কয়েকটি শহরে ভূমিকম্পের প্রথম আঘাতটি এসেছিল। উৎপত্তিস্থল ছিল রাজধানী টোকিও থেকে ৩০ কিলোমিটার দূরের সাগামি উপসাগর অঞ্চল। এর তীব্রতা ছিল ৭.৯ এবং স্থায়িত্বকাল ছিল চার থেকে দশ মিনিট। এই ভূমিকম্পের আঘাতে রাজধানী টোকিওসহ বেশ কয়েকটি শহর ব্যাপকভাবে কেঁপে উঠেছিল। ধ্বংস হয়েছিল অসংখ্য দালান। এরপরই সাগামি উপসাগরে ৪০ ফুট উঁচু সুনামি উপকূলে আঘাত হেনেছিল। ভূ-কম্পনে সৃষ্ট অগ্নিকাণ্ড টোকিও শহরের কেন্দ্রস্থল রিকুগুন হোনজো হিফুকুশোকে গ্রাস করে ফেলেছিল। সেখানে আশ্রয় নেওয়া হাযার হাযার মানুষ অগ্নিকাণ্ডে প্রাণ হারিয়েছিল। সে সময় সৃষ্ট সুনামির বাতাসে আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ায় বিভিন্ন ভবনে অগ্নিকাণ্ডে অগ্নিদগ্ধ হয়েছিল ৩ লাখ ৮১ হাযার মানুষ। ৬ লাখ ৯৪ হাযার বাড়ি ধ্বংস হয়েছিল। আনুমানিক ১ লাখ ৪২ হাযার ৮০০ মানুষ প্রাণ হারিয়েছিল। এতে ইয়োকাহামার ৯০ শতাংশ ভবন এবং টোকিও পাঁচ ভাগের দুই ভাগ এলাকা ধ্বংস হয়েছিল।

৩৪. ১৬ই ডিসেম্বর ১৯২০ চীন : ১৯২০ সালের ১৬ই ডিসেম্বর। চীনের গানসু প্রদেশকে ধ্বংস করে দিয়েছিল ৮.৫ মাত্রার প্রলয়ঙ্করী এক ভূমিকম্প। তৎকালে চীন স্মরণকালের সবচেয়ে ভয়াবহ ভূমিধসের মুখোমুখি হয়েছিল। যার ফলে প্রাণহানির সংখ্যাও বাড়ছিল হু হু করে। সন্ধ্যা ৭:০৬ মিনিটে ভূমিকম্পটি আঘাত হেনেছিল। পরবর্তীতে আরও তিনবার মৃদুকম্পনে (আফটার শক) কেঁপে ওঠেছিল চীনের গানসু প্রদেশ। তৎকালীন গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর ৭০ শতাংশ অবকাঠামো ভেঙে পড়েছিল। সেবার ৬৭৫ বার রেকর্ড পরিমাণ ভূমিধ্বসের ঘটনা ঘটেছিল। আনুমানিক ১ লাখের বেশী মানুষ প্রাণ হারিয়েছিল কেবল ভূমিধ্বসের কারণে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হয়েছিল, ওই অঞ্চলে তখন ২ লাখ মানুষ প্রাণ হারিয়েছিলেন। তবে তৎকালীন চীনা সরকার জানিয়েছিল, সংখ্যাটি ২ লাখ ৭৩ হাযারেরও বেশী।

৩৫. ১৩ই আগস্ট ১৮৬৮ চিলি : আরিকা, পেরু (বর্তমান চিলি) ১৮৬৮ সালের ১৩ই আগস্ট প্রশান্ত মহাসাগরে সৃষ্ট ৯ মাত্রার ভূ-কম্পন হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত অনুভূত হয়েছিল। এতে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল দক্ষিণ আমেরিকার আরেকুইপা শহর। সেখানে অন্তত ২৫ হাযার মানুষ নিহত হয়েছিল।

৩৬. ১লা নভেম্বর ১৭৫৫ পর্তুগালে : পর্তুগালের রাজধানী লিসবনে আঘাত হানা শক্তিশালী এই ভূমিকম্পে শহরের প্রায় অর্ধেক মানুষ প্রাণ হারিয়েছিল। ভূকম্পনের ফলে সৃষ্ট সুনামি এবং অগ্নিকাণ্ড পরিস্থিতি আরো ভয়াবহ করে তোলেছিল। উত্তর আমেরিকা, ফ্রান্স ও উত্তর ইতালিতে অনুভূত হয়েছিল এই ভূমিকম্প।

৩৭. ২৩শে জানুয়ারী ১৫৫৬ চীনে : চীনের শানসি প্রদেশের এই ভূমিকম্পটিকে বলা হয়েছিল ইতিহাসের অন্যতম ভয়ংকর ভূমিকম্প। ১৫৫৬ সালের ২৩শে জানুয়ারী চীনের শানসি প্রদেশকে কেন্দ্র করে ভূমিকম্পটি মোট ৯৭টি দেশে একযোগে আঘাত হেনেছিল। বেশ কয়েকটি দেশের সমতল ভূমি প্রায় ২০ মিটার দেবে গিয়েছিল। ৮ দশমিক শূন্য মাত্রার এই ভূমিকম্পটির শক্তিমত্তা এক গিগাট্রন হওয়া সত্ত্বেও এতে প্রায় সাড়ে আট লক্ষাধিক মানুষ মারা গিয়েছিল। যদিও কম্পন মাত্র কয়েক সেকেন্ড স্থায়ী হয়েছিল, তবে শক্তিশালী ভূমিকম্পটি পাহাড় সমতল করে দিয়েছিল। নিভে যাওয়া আগ্নেয়গিরি আবারও প্রজ্বলিত হয়ে ওঠেছিল। ব্যাপক বন্যার সৃষ্টি হয়েছিল। এমনকি নদী তার গতিপথও পরিবর্তন করে ফেলেছিল। এর প্রভাবে পৃথিবীতে ৬৬ ফুট গভীর পর্যন্ত ফাটল দেখা গিয়েছিল। ভূমিধ্বস অপ্রতিরোধ্য শক্তিতে পরিণত হয়েছিল এবং প্রতিটি কাঠামো সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। পরবর্তী ছয় মাসব্যাপী মৃদুকম্পন (আফটার শক) দেখা গিয়েছিল চীনের বেশ কয়েকটি শহরজুড়ে।

৩৮. ১১ই অক্টোবর ১১৩৮ সিরিয়া : ১১৩৮ সালের ১১ই অক্টোবর। উত্তর সিরিয়ার প্রাচীনতম আলেপ্পো শহরে আঘাত হেনেছিল ভূমিকম্পটি। সময়টা তখন মাত্র ভোর। ঠিক তখনই ৮.৫ মাত্রার ভূমিকম্পটি নাড়িয়ে দিয়েছিল আলেপ্পোকে। গোটা একটি শহর মিশে গিয়েছিল মাটির সঙ্গে। আলেপ্পোর দুর্গের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছিল এবং স্থানীয় অসংখ্য বাড়িঘর ধসে পড়েছিল। ভূমিকম্পের ইতিহাসে এই ভূমিকম্পকে বলা হয়েছিল চতুর্থ ভয়ঙ্কর দুর্যোগ। ইতিহাসবিদদের মতে, ওই ভূমিকম্পে আড়াই লাখ মানুষ প্রাণ হারিয়েছিল।

৩৯. ২২শে ডিসেম্বর ৮৫৬ ইরান : সময়টা ৮৫৬ সালের ২২শে ডিসেম্বর। তৎকালীন ইরানীরা ৭.৯ মাত্রার ভূ-কম্পনের সাক্ষী হয়েছিল। দেশটির উত্তর-পূর্বাঞ্চলের শহর দামহানে এই ভূমিকম্পের ঘটনা ঘটেছিল। উৎপত্তিস্থল ছিল পারস্য অঞ্চলের কুমিস প্রদেশ। এ কারণেই ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির ভূমিকম্পটি স্থানীয়দের কাছে কুমিস ভূমিকম্প নামেও পরিচিত। ৩৫০ কিলোমিটার বা ২২০ মাইল এলাকাজুড়ে তাণ্ডব চালিয়েছিল। ধ্বংস করেছিল অসংখ্য জনপদ। সেদিন ২ লাখ মানুষ প্রাণ হারিয়েছিল।

উপসংহার : আল্লাহ তা'আলার এধরণের মর্মান্তিক শাস্তি দেখে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। সাথে সাথে আমাদের পাপকর্ম ছেড়ে সৎআমল করতে হবে। নচেৎ যে কোন সময় আমাদের উপরেও নেমে আসতে পারে ভূমিকম্পসহ যে কোন ধরণের ভয়াবহ গযব। অতএব সময় থাকতেই সাবধান হতে হবে। আল্লাহ আমাদেরকে রক্ষা করুন, আমাদের গুনাহরাজি ক্ষমা করুন এবং যাবতীয় বালা-মুছীবত থেকে পানাহ দিন। আমীন!

[লেখক : কেন্দ্রীয় ছাত্রবিষয়ক সম্পাদক, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ]

অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম

*[‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ও বর্তমান ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’-এর সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম (যশোর)। তিনি যশোরের কেশবপুরে অবস্থিত হাজী আব্দুল মোতালেব মহিলা কলেজে অধ্যাপনায় নিয়োজিত আছেন। ‘যুবসংঘ’-এর ১৯৮৪-৮৭ সেশনের সাংগঠনিক সম্পাদক হিসাবে তার সাংগঠনিক জীবন শুরু। তার পর থেকে নানা উত্থান-পতনের মধ্যেও একাধারে সুদীর্ঘ প্রায় চার দশক ধরে আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশের ছায়াতলে থেকে দাওয়াতী কাজ আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর এই দীর্ঘ সাংগঠনিক জীবন ও কর্ম সম্পর্কে জানার জন্য অত্র সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেছেন তাওহীদের ডাক-এর নির্বাহী সম্পাদক **আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। সাক্ষাৎকারটি পাঠকদের খেদমতে পেশ করা হ’ল]*

তাওহীদের ডাক : আপনি কেমন আছেন?

অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম : আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ্‌র রহমতে ভাল আছি। আল্লাহ পাক সুস্থ রেখেছেন।

তাওহীদের ডাক : আপনার জন্ম ও বেড়ে উঠা সম্পর্কে জানতে চাই।

অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম : আমার জন্ম ১৯৬০ সালের ১৯শে ডিসেম্বর সোমবার বিকালে নানার বাড়ীতে। বাংলা সন অনুযায়ী ৪ঠা পৌষ ১৩৬৭। আমার পিতার নাম মুহাম্মাদ আনোয়ার আলী। আমি পিতা-মাতার একমাত্র ছেলে। আমার তিন বোন আছে। আমাদের গ্রামের পশ্চিম পাড়া আহলেহাদীছ অধ্যুষিত হওয়ায় এখানে স্বনামধন্য অনেক আহলেহাদীছ আলেম আসতেন। বিশেষ করে আমার পিতা কাকভাঙ্গা মাদ্রাসায় পড়াশুনার সুবাদে মুহতারাম আমীরে জামা‘আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব স্যারের পিতা মাওলানা আহমাদ আলীর সাথে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। ফলে তিনি আমাদের গ্রামসহ আশেপাশের অনেক এলাকায় সফর করতেন। এছাড়াও মাওলানা মতিউর রহমান সালাফী, মাওলানা আব্দুল্লাহ ইবনে ফযল, মাওলানা আবু তাহের বর্ধমানী, মাওলানা আব্দুর রউফসহ অনেক আলেমে দ্বীনকে ছোটবেলায় দেখার সৌভাগ্য হয়েছে। তাঁদের দ্বীনী আলোচনা খুব ভাল লাগত।

তাওহীদের ডাক : আপনার পড়াশোনা ও ছাত্রজীবন কিভাবে কেটেছিল।

অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম : আমার পড়াশোনা ও ছাত্রজীবন শুরু হয় গ্রামের মাদ্রাসায়। সেখানে প্রথমে মক্তব ও পরে তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত পড়ি। তারপর শ্যামনগর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হই। ১৯৭৫ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশুনা শেষ করে কেশবপুর বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হই। সেটি বর্তমানে সরকারী পাইলট স্কুল এ্যান্ড কলেজ হিসেবে পরিচিত। সেখান থেকে ১৯৮০ সালে এসএসসি পাশ করি। এরপর ১৯৮২ সালে কেশবপুর কলেজ থেকে এইচএসসি পাশ করার পর একই সনে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে অনার্সে ভর্তি হই। ১৯৮৬ সালে অনার্স পাশ করি। ১৯৮৫ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা বিভাগ থেকে আধুনিক আরবী সার্টিফিকেট কোর্স সম্পন্ন করি। ১৯৮৯ সালে ইসলামিক স্টাডিজে প্রিভিয়াস ও ১৯৯০ সালে এম. এ শেষ করি। ১৯৯২ সালে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এম.এস.এস প্রিভিয়াস ও ১৯৯৩ সালে এম.এস.এস সম্পন্ন করি। এভাবেই আমার প্রতিষ্ঠানিক পড়াশুনা শেষ হয়।

তাওহীদের ডাক : আপনার কর্মজীবন কিভাবে শুরু হয়েছিল? এখন কোথায় কর্মরত আছেন?

অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম : ১৯৮৯ সালের ২রা সেপ্টেম্বর যশোরের ভবদহ কলেজে যোগদানের মাধ্যমে আমার কর্মজীবন শুরু হয়। কলেজটা ছিল আমাদের পার্শ্ববর্তী উপযেলায়। বাড়ী থেকে কলেজ দুরে হওয়ায় বাইসাইকেল যোগে সেখানে যেতে হত। বাড়ী থেকে কলেজ ছিল পূর্ব দিকে। আর মণিরামপুর ও আশে-পাশের শাখাগুলো ছিল পশ্চিম-উত্তর দিকে। অর্থাৎ কলেজের প্রায় উল্টা দিকে। কলেজের আন্দোলন করতে সাংগঠনিক কাজে একটা প্রতিকূল অবস্থা তৈরী হয়। কিন্তু প্রায় ছয় বছর পর ১৯৯৫ সালের ১০ই এপ্রিল বর্তমান প্রতিষ্ঠান হাজী আব্দুল মোতালেব মহিলা কলেজে যোগদান করায় আমার জন্য সাংগঠনিক কাজে সময় দেয়া অনেক সহজ হয়ে যায়। তখন থেকে অদ্যবধি আমি অত্র প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছি।

তাওহীদের ডাক : আপনি কীভাবে যুবসংঘের সাথে জড়িত হ’লেন?

অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম : ১৯৭৮ সালের দিকে আমি প্রচলিত একটি ইসলামী সংগঠনের সাথে যুক্ত হই। তাদের সাংগঠনিক পরিবেশ আমার কাছে খুব ভাল লেগেছিল। কিন্তু সমস্যা ছিল তারা অন্ধভাবে একটি মাযহাব অনুসরণ করাকে অপরিহার্য মনে করত। এজন্য তাদের সঙ্গে আমার প্রায়শই মতদ্বৈততা দেখা দিত। আমি যেহেতু আহলেহাদীছ সেজন্য এর বিরুদ্ধে যথারীতি সোচ্চার ছিলাম। তারা আমাকে বিভিন্নভাবে বুঝানোর চেষ্টা করত। কিছু আমার মন সেটা মানতে পারত না। তবুও অল্প সময়ের মধ্যে পড়াশোনা করে তাদের ক্যাডারভুক্ত কর্মী ও দায়িত্বশীল হয়ে গেলাম। মনের

মাঝে একটা খটকা নিয়েই তাদের সাথে চলতে হ'ত। এমন সময় শুনলাম ১৯৭৮ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী ঢাকার ৭৮নং উত্তর যাত্রাবাড়ীতে এক যুব সম্মেলনের মাধ্যমে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' গঠিত হয়েছে। কথাটা শুনেই খুশিতে মনের ভিতর একটা আন্দোলন তৈরী হ'ল। ১৯৭৯ সালের প্রথম দিকেই যশোরে 'যুবসংঘ'-এর শাখা গঠন করা শুরু করি। প্রথম শাখা গঠন করা হ'ল মণিরামপুর উপযেলার মুজগুন্নিতে। এভাবে আমার যুবসংঘের সাথে সাংগঠনিক জীবন শুরু হয়।

তাওহীদের ডাক : 'যুবসংঘ'-এর সাথে সাংগঠনিক জীবনের শুরুটা আপনার কেমন ছিল?

অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম : ১৯৭৯ সালে যখন শুনলাম 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' নামে আমাদের একটা সংগঠন গঠিত হয়েছে ঠিক তখন থেকেই আমাদের এলাকায় শাখা গঠন করা শুরু করে দিয়েছিলাম। প্রায় ১৬টা শাখা গঠনের পর শাখা দায়িত্বশীলদের নিয়ে কেশবপুরে একটা বৈঠক হ'ল। সেই বৈঠকে সিদ্ধান্ত হ'ল আমরা এখন থেকে কেশবপুর-মণিরামপুরে যুবসংঘ-এর সাংগঠনিক দাওয়াতী কাজ পরিচালনা করব। উক্ত বৈঠকেই যেলা কমিটি গঠন করা হ'ল। সবাই আমাকে সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করলেন।

তাওহীদের ডাক : মুহতারাম আমীরে জামা'আতের সাথে আপনার প্রথম সাক্ষাৎ হয় কিভাবে?

অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম : কেন্দ্রের সঙ্গে তখনও আমাদের কোন যোগাযোগ হয়নি। শুনেছিলাম কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক কমিটি গঠন হয়েছে। আহ্বায়ক হলেন মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব। তাঁর বাড়ী সাতক্ষীরা যেলায়। তাঁকে দেখা, কথা বলা ও সাংগঠনিক বিষয়ে আলোচনা করার জন্য উদগ্রীব হয়ে পড়লাম। অবশেষে ১৯৮০-৮১ সালের দিকে খুলনায় এক প্রোগ্রামে দেখা হ'ল। সাংগঠনিক বিষয়ে অনেক কিছু আলোচনা হ'ল। আরও প্রত্যন্ত অঞ্চলে সংগঠন পৌঁছে দেবার জন্য দৃঢ় প্রত্যয় হ'ল। তারপর সবচেয়ে বড় বিষয় হ'ল গ্রামাঞ্চলে মুরব্বী ও যুবকদের পক্ষ থেকে 'যুবসংঘ'-এর প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন পেতে থাকলাম।

এরপর আমীরে জামা'আতকে আমাদের সাংগঠনিক যেলায় প্রশিক্ষণের দাওয়াত দিলে তিনি সানন্দে গ্রহণ করলেন। কেশবপুর বাজারের পাশে এক মসজিদে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হ'ল। অনেক শাখা হ'তে অসংখ্য যুবক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে। সেই দিনের প্রধান প্রশিক্ষক আমীরে জামা'আত যেভাবে প্রশিক্ষণ দিলেন তাতে যুবকদের উৎসাহ-উদ্দীপনা বহু গুণে বৃদ্ধি পেল। কারণ দীর্ঘদিন যাবত আহলেহাদীছ গ্রামগুলোতে কোন সফর হয়নি। কোন রকম তাবলীগ ও তারবিয়াতের ব্যবস্থা করা হয়নি। এমনকি যুবকদের মধ্যে আহলেহাদীছ সংগঠনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, কর্মসূচী ও কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে নূন্যতম ধারণা ছিলনা। বলতে গেলে যাদের যৎসামান্য সাংগঠনিক জ্ঞান ছিল, তারা নিজ ঘরের পরিবর্তে অন্যের ঘরে আলো জ্বালাচ্ছিল।

তাওহীদের ডাক : 'জমঈয়তে আহলেহাদীস' 'যুবসংঘ'-এর সাথে 'সম্পর্কহীনতা' ঘোষণার পর সাংগঠনিক পরিস্থিতি কেমন ছিল?

অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম : ১৯৮৯ সালের ২১শে জুলাই যখন 'জমঈয়তে আহলেহাদীস' 'যুবসংঘ'-এর সাথে 'সম্পর্কহীনতা' ঘোষণা করে, তখন প্রথম দিকে সাংগঠনিক পরিস্থিতি প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল। কারণ 'জমঈয়তে আহলেহাদীস' 'যুবসংঘ'-কে বিভক্ত করার জন্য বেশ আগে থেকেই বিভিন্ন রকম কুটকৌশলী পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এতে তারা কিছুটা সফলও হয়। তারা দায়িত্বশীল পর্যায়ের দু'জনকে নিয়ে ১৯৮৯ সালের ২৮শে নভেম্বর 'শুব্বানে আহলেহাদীস' গঠনের মাধ্যমে যুবকদেরকে বিভক্ত করেন। সবচেয়ে বড় কথা তারা 'যুবসংঘ'-কে খতম করার জন্য চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের যে জাল বিস্তার করেছিল, সেটা আজ অবধি ভাবতেও অবাক লাগে। এ প্রসঙ্গে দু'একটা ঘটনা না বললেই নয়। 'যুবসংঘ'-এর বিভিন্ন এলাকা ও যেলার দায়িত্বশীল-কর্মীদের উপরে ঐ সময়ে চলেছে অবর্ণনীয় অত্যাচার ও নির্যাতন। যেমন :

(১) কুমিল্লাতে কেন্দ্রীয় নেতাদের সামনেই ৬ জন 'যুবসংঘ'-এর কর্মীকে অত্যন্ত নির্দয় ও নির্মমভাবে বেধড়ক পিটানো হয়। (২) ফায়যুল ইসলাম নামে 'যুবসংঘ'-এর এক কর্মীকে সাইকেল চাপা দেয়। যার ফলে তার মলদ্বার দিয়ে রক্ত প্রবাহিত হয়। সে ২৬ ঘণ্টা হাসপাতালে অজ্ঞান ছিল। (৩) যশোর যেলার কেশবপুর মসজিদ লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত প্রায় ১৫,০০০ হাযার টাকার বই ও দু'খানা সাইকেল তারা লুট করে। সেখানে তারা আমাদের ইফতার মাহফিলের গরু ছিনতাই করে নিয়ে যায়। এমনকি ইফতার মাহফিলের দিনে তারা আমাদেরকে মসজিদ থেকে বের করে দিলে আমাদেরকে রাস্তায় বসে ইফতার করতে হয়েছে। (৪) রাজশাহী রাণীবাজার মাদ্রাসা মার্কেট থেকে আমাদের কেন্দ্রীয় অফিস উৎখাতের জন্য বিভিন্ন ধরনের হিংসাত্মক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল। কেন্দ্রীয় অফিসের দু'টি সাইনবোর্ড খুলে নেওয়া হয়। বৈদ্যুতিক লাইন কেটে দেয়। ট্যাপ থেকে পানি নিতেও তারা নিষেধ করে। প্রচণ্ড গরমে অসীম ধৈর্য ধরে সব কিছু হযম করে সেসময় আন্দোলন চালিয়ে যেতে হয়েছে। কোন রকম চক্রান্ত ও চাপের কাছে 'যুবসংঘ' নতি স্বীকার করেনি। আল্লাহ্র সন্তুষ্টি যাদের লক্ষ্য মানুষের অসন্তুষ্টিতে তাদের কী আসে যায়। সুতরাং সাংগঠনিক পরিবেশ পরিস্থিতি যাই থাক, কাজ থেমে থাকেনি।-ফালিল্লাহিল হামদ!

তাওহীদের ডাক : তৎকালীন সময়ে আপনি 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীল হিসাবে 'জমঈয়ত' ও 'যুবসংঘ'-এর মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টির কোন কোন কারণ দেখেছেন?

অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম : আমি কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীল হিসাবে এ বিষয়গুলো খুব কাছ থেকেই লক্ষ্য করেছি। এর মধ্যে আমার কাছে আদর্শিক দূরত্বটাকেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মনে করি। যেমন : **(১) আদর্শিক চেতনা বিলুপ্ত হওয়া :** 'বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলেহাদীস'-এর গঠনতন্ত্রের ৮নং

ধারায় মুহাম্মাদী জামা'আতের প্রবেশ ও আহলেহাদীছ আন্দোলনে যোগদান করার যোগ্যতা শিরোনাম দিয়ে (গ) দফায় বলা হয়েছে, যে সকল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের আক্বীদা আদর্শ, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, কর্মপন্থা ও নেতৃত্ব আহলেহাদীছ আন্দোলন হইতে ভিন্ন, তাহার কোন সদস্য বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলেহাদীছের শ্রেণিভুক্ত হইতে পারিবেন না *(বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলেহাদীস: লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও গঠনতন্ত্র; ৯৮, নওয়াবপুর রোড, ঢাকা-১, তৃতীয় সংস্করণ:১৯৮০, পৃ:৭)*। কিন্তু কেন্দ্র থেকে শুরু করে করে মাঠ পর্যায় পর্যন্ত কোথাও এই নীতি বাস্তবায়িত হ'ত না, এখনও হয় না। ফলে জমঈয়ত পরিণত হয়েছিল একটি বংশীয় আহলেহাদীছদের সংগঠন, যাতে আমীন বলা আর রফউল ইয়াদাইন ছাড়া আহলেহাদীছদের আর সকল বৈশিষ্ট্য প্রায় বিলুপ্তই হয়ে পড়ছিল। এভাবে জমঈয়ত তাদের গঠনতান্ত্রিক আদর্শ থেকেই বহু দূরে সরে পড়েছিল। কিন্তু একটি আদর্শিক সংগঠন হিসাবে সচেতন যুবকদের মেধা ও ইখলাছকে সাথী করে 'যুবসংঘ' শুরু থেকেই তার আদর্শিক চেতনায় মযবুত ছিল। কখনই তারা বাতিলের সাথে আপোষ করাকে সুদৃষ্টিতে দেখেনি। ফলে জমঈয়ত নেতৃবৃন্দের রোষানলে তারা পড়ে যান।

(২) ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী সংগঠনের সঙ্গে থাকা : 'জমঈয়ত'-এর অনেক নেতা-কর্মী ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী সংগঠনের সাথে যুক্ত ছিলেন। রাজনৈতিক কারণে তারা এটাকে ছোট-খাট জিনিস মনে করতেন। অথচ প্রকৃত আহলেহাদীছের চরিত্র কখনই ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের সাথে একাত্ম হতে পারে না। বরং তাদের সুদৃঢ় অবস্থান হ'ল কিতাব ও সুন্নাতের সর্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার পক্ষে।

(৩) তাক্বলীদে শাখছী বা অন্ধ ব্যক্তি পূজার সাথে আপোষকামিতা : এই চরিত্র 'জমঈয়ত'-এর ভিতরে পাওয়া যায়। যার প্রমাণ তারা এখনো বিভিন্ন মাসআলা-মাসায়েলের ক্ষেত্রে স্পষ্ট ছহীহ হাদীছ পেয়েও নিজে তার উপরে আমল করে না। এমনকি করতেও দেয় না। যুবসংঘ-এর বহু কর্মী এমন আছেন যাদেরকে কেবলমাত্র ছালাতে সম্মিলিত মুনাজাত না করার অপরাধে মসজিদ ও মাদ্রাসা থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

তাওহীদের ডাক : 'জমঈয়ত'-এর সাথে 'যুবসংঘ'-এর এই আদর্শিক দূরত্ব কমাতে আপনাদের কী ভূমিকা ছিল?

অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম : প্রায় ১২ বছরের প্রতিষ্ঠিত 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-কে পৃথক করে 'জমঈয়ত' যে ফাটল সৃষ্টি করেছিল সেটা নিরসন করার জন্য অনেক প্রচেষ্টা চালানো হয়েছিল। আমি নিজে কয়েকবার অনেক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলাম। একটি পদক্ষেপের কথা এখানে উল্লেখ করছি। ১৯৮৯ সালের ১৯শে নভেম্বর। সম্পর্কচ্ছিন্নতা ঘোষণার প্রায় চার মাস পরের ঘটনা। ঐদিন আমার নিকট স্মরণীয় একটি দিন। এর দু'দিন আগে আমরা কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের পাঁচজন দায়িত্বশীল সিদ্ধান্ত নিলাম 'জমঈয়ত' সভাপতির সাথে দেখা করার। রাজশাহী হ'তে ঢাকা যাওয়ার পথে কুয়াশা কারণে ফেরী বন্ধ থাকায় অবর্ণনীয় কষ্টের সম্মুখীন হলাম।। অবশেষে পরদিন মাগরিবের সময় গন্তব্য পৌঁছলাম। 'জমঈয়ত' সভাপতি ড. আব্দুল বারী স্যার তখন ইউ.জি.সি চেয়ারম্যান। উনার অফিসেই বসার ব্যবস্থা হ'ল। মনে করেছিলাম উনার সঙ্গে যখন বসতে পেরেছি তখন সমস্যার একটা সমাধান হবে। কিন্তু কি আশ্চর্য! তাঁর অনাকাঙ্খিত অহমিকার প্রদর্শনীর কাছে সবকিছু বাতিল হয়ে গেল। আমি বিনয়ের সাথে একটা কথা জিজ্ঞেস করলে তিনি তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন এবং বললেন, এই শ্রীমান! খুব বেড়ে গেছে। 'জমঈয়ত' সভাপতিকে অনুরোধ করলাম, স্যার, আপনি আমাদের প্রধান উপদেষ্টা। আপনি যা বলবেন তাই মেনে নিব। আপনি নতুন করে 'শুব্বান' গঠন করবেন না! তিনি 'জমঈয়ত'-এর দোহাই দিয়ে বললেন, এগুলো 'জমঈয়ত'-এর ব্যাপার। আমরা বারবার অনুরোধ করলাম যেন আমাদের ভিতর কোন বিশৃংখলা সৃষ্টি না হয়। সেখানে প্রফেসর আযহার উদ্দীন ছাহেবসহ আরো কয়েকজন দায়িত্বশীল নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। তারাও আমাদের অনুভূতি বুঝতে পেরে আমাদের সঙ্গে একমত হয়ে কথা বলছিলেন। সন্ধ্যা ৭.৪৫ মিনিট হ'তে ৯.৪৫ মিনিট প্রায় দু'ঘন্টা আলোচনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হ'ল। সবচেয়ে বড় ব্যাপার হ'ল 'যুবসংঘ'-এর দোষ কী? কী তাদের অপরাধ? সে ব্যাপারে কিছুই বলা হ'ল না। কোন ব্যক্তি অপরাধ করলে তার বিচার হ'তে পারে। কিন্তু তাই বলে একটা নির্ভেজাল তাওহীদের আন্দোলনকে স্রেফ যিদ এবং অহমিকার কারণে পর্যুদস্ত করতে হবে, ধ্বংস করতে হবে- এটা কোন ধরনের মানসিকতা! আমরা সেদিন ভীষণ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে ব্যর্থ হয়ে ফেরৎ এসেছিলাম।

তাওহীদের ডাক : আপনি কখন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি হয়েছিলেন? আপনার সভাপতি থাকাকালীন সাংগঠনিক প্রতিকূলতা কেমন ছিল?

অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম : আমি ১৯৯৩-৯৫ সেশনে 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ছিলাম। এ সময় সাংগঠনিক অনেক প্রতিকূলতা লক্ষ্য করেছি। প্রত্যেক যেলায় গেলে একটি প্রশ্ন করা হ'ত, সংগঠন কেন বিভক্ত হ'ল। আর এর জন্য আমাদেরকে দায়ী করা হ'ত। যখন তাদেরকে প্রকৃত বিষয় তুলে ধরা হ'ত তখন তারা বুঝতেন। এই পরিস্থিতিটা খুবই প্রতিকূল ছিল। যদিও এর মধ্য দিয়ে সংগঠন এগিয়ে গেছে। কখনই ময়দান থেকে পিছু হটেনি। যার সবচেয়ে বড় নির্দশন হিসাবে ২৩শে সেপ্টেম্বর'৯৪ শুক্রবার আমাদের মুরব্বী সংগঠন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও শিশু সংগঠন 'সোনামণি' প্রতিষ্ঠা লাভ করে। যে সংগঠনদ্বয় মাঠে ময়দানে তখন থেকেই তাদের কর্মতৎপরতা আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছে।

তাওহীদের ডাক : ১৯৮৪-৯৫ দীর্ঘ ১২ বছর 'যুবসংঘ'-এর সাংগঠনিক জীবনে আপনি কোন সময়ে সবচেয়ে বেশী প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলেন? যদি তা বিস্তারিত আমাদের জানাতেন।

অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম : সাংগঠনিক জীবনের সমস্তটাই আমার কাছে প্রতিকূল পরিস্থিতি মনে হয়েছে। শুরু থেকেই

'জমঈয়ত' এক অজানা কারণে 'যুবসংঘ'-এর প্রতি একটা বাঁকা দৃষ্টি রেখে আসছিল। যেমন- ১৯৮৪ সালের ৪ঠা মে রাজশাহী রাণীবাজার মাদ্রাসা মার্কেটে কেন্দ্রীয় কার্যালয় স্থানান্তরিত করা হয়। এর আগে ১৯৮১ সালের ১লা নভেম্বর 'জমঈয়ত'-এর কেন্দ্রীয় ওয়ার্কিং কমিটির সভায় 'যুবসংঘ'-কে 'জমঈয়ত'-এর অঙ্গ সংগঠন হিসাবে স্বীকৃতি দানের জন্য 'যুবসংঘ'-এর পক্ষ হ'তে আনুষ্ঠানিকভাবে লিখিত আবেদন পেশ করা হয়। আবেদনের পক্ষে জোরালো বক্তব্য রাখেন মাওলানা আব্দুস সামাদ (কুমিল্লা), মাওলনা আব্দুল্লাহ ইবনে ফযল (জামালপুর), অধ্যাপক আব্দুল গণী (জামালপুর) প্রমুখ। কিন্তু সব চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। বিশেষ করে ১৯৮৪ সালের ৩১শে আগস্ট শুক্রবার, কেন্দ্রীয় এডহক কমিটি বাতিল করে দু'বছরের জন্য মজলিসে শূরা ও কর্মপরিষদ গঠিত হ'ল। তখন যেলাসমূহ গঠন প্রক্রিয়া শুরু হয়। বিভিন্ন যেলায় যুবকদের ভিতরে উৎসাহ-উদ্দীপনা ও মুরব্বীদের সহযোগিতা পাওয়া যায়। সবাই খুশিতে বাগবাগ হয়ে উঠল। কিন্তু একটি মহলকে সব সময় বিভিন্ন কূটতর্কের ভঙ্গিতে প্রশ্ন করতে দেখা গেল। ভালভাবে প্রশ্নের উত্তর দিলেও তাদের মনঃপূত হয় না। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বিভিন্নভাবে প্রশ্ন আরো জটিল করে তোলার চেষ্টা করে।

১৯৮৫ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী, ১লা ও ২রা মার্চ মোট ৩দিন ব্যাপী 'জমঈয়ত'-এর ৫ম জাতীয় কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হ'ল ঢাকার ৭৮, উত্তর যাত্রাবাড়ী জমঈয়ত মিলনায়তন প্রাঙ্গনে। পবিত্র কাবা ও মসজিদে নববীর সম্মানিত ইমামগণ, 'রাবেতায়ে আলম ইসলামী'-এর সেক্রেটারী জেনারেল, ইসলামী সম্মেলন সংস্থার (ওআইসি)-এর সহকারী সেক্রেটারী, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ও মক্কার উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলরসহ সঊদী আরব, কুয়েত, পাকিস্তান হ'তে প্রায় ২৬জন সম্মানিত মেহমান উক্ত সম্মেলনে এসেছিলেন। সম্মেলনে আলোড়ন সৃষ্টিকারী বক্তা হলেন 'পাকিস্তান জমঈয়তে আহলেহাদীছ'-এর সেক্রেটারী জেনারেল আল্লামা ইহসান ইলাহী যহীর। তিনি উর্দুতে বক্তৃতা করলেন। বাংলায় অনুবাদ করলেন আমার শ্রদ্ধেয় স্যার ড. মুহাম্মাদ মুজিবুর রহমান। জনাব যহীর বক্তৃতার এক পর্যায়ে দুঃখ করে বললেন, আমি কয়েকটা ভাষায় বক্তৃতা করতে পারি। তবে আপনাদের ভাষা জানিনা। বিধায় আমার মাতৃভাষায় বক্তৃতা করতে হচ্ছে। যদি আগামীতে আবার আসার সৌভাগ্য হয়, তবে আপনাদের ভাষায় বক্তৃতা করব ইনশাআল্লাহ!

'যুবসংঘ'-এর কর্মীরা উনার বক্তৃতায় উৎসাহিত হ'ল। 'যুবসংঘ'-এর সম্মেলনে তাঁকে আনার জন্য সবাই মত ব্যক্ত করল। 'জমঈয়ত'-এর কাছে অনুমতি চাওয়া হ'ল। কিন্তু অনুমতি পাওয়া গেল না। অবশেষে ১৯৮৭ সালে লাহোর আহলেহাদীছ ইয়ুথ কনফারেন্সে টাইম বোমা বিস্ফোরণে তিনিসহ ১১জন আলেম নিহত হন *(ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেঊন)*।

শুধু এতটুকু নয়। জমঈয়ত কনফারেন্স-এর এক পর্যায়ে দেখা গেল আমাদের একটি ব্যানার ময়দানে নেই। তাদেরই একজন ব্যানারটা নিয়ে গেছে। অনেক দেন-দরবার করে পাওয়া গেল। তবে বুঝা গেল তারা 'যুবসংঘ'-এর উপর সন্তুষ্ট নয়। শুরু হ'ল নির্যাতন। বিভিন্ন চক্রান্তের মাধ্যমে সংগঠনকে স্থবির ও বাধাগ্রস্ত করার পাঁয়তারা চলল। যুবসংঘ-এর সুনাম ও আদর্শিক দৃঢ়তাকে 'জমঈয়ত' সবসময় সন্দেহের চোখে দেখেছে। ফলে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর ভাগ্যে তাই হ'ল, যা যে কোন আদর্শিক সংগঠনকে বরণ করতে হয়। কিন্তু তাতে কী! যাদের একমাত্র লক্ষ্য আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন, দুনিয়াবী চক্রান্তে তাদের কী আসে যায়। ফলে হাযারো বাধার মধ্যেও সংগঠনের অগ্রযাত্রা থেমে থাকেনি। *ফালিল্লাহিল হামদ।*

তাওহীদের ডাক : আপনি 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন। নানা বাধার মধ্যেও এমন কোন বিষয় আছে যেটা আপনাকে নিরন্তর প্রেরণা জোগায়?

অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম : 'আন্দোলন'-এর দাওয়াতী প্লাটফর্মে অনেক বিষয় রয়েছে যা সত্যিই আমাকে নিরন্তর উৎসাহ উদ্দীপনা জাগায়। শত নির্যাতন ও বাধার মুখেও যখন নিম্নের হাদীছটি পড়লাম তখন 'আন্দোলন'-এর বিষয়ে আরো দৃঢ় স্পৃহা জাগ্রত হ'ল। হযরত ছুহায়েব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, মুমিনের ব্যাপারটি বড়ই বিস্ময়কর! তার সমস্ত বিষয়টিই কল্যাণকর। মুমিন ব্যতীত আর কারো জন্য এরূপ নেই। যখন তাকে কল্যাণ স্পর্শ করে তখন সে শুকরিয়া আদায় করে। ফলে এটা তার জন্য কল্যাণকর হয়। আর যখন তাকে অকল্যাণ স্পর্শ করে, তখন সে ধৈর্য ধারণ করে। ফলে এটাও তার জন্য কল্যাণকর হয়' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫২৯৭)*।

অত্র হাদীছ দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, মুমিনের সব বিষয় কল্যাণকর। নবী রাসূলগণ শত অত্যাচার-নির্যাতনের মুখেও ধৈর্য ধরেছেন। ছাহাবীরা অসীম ধৈর্য ধরে দ্বীনের দাওয়াত দিয়েছেন। উত্তপ্ত পাথর বুকে চাপালেও ঈমান বিসর্জন দেননি। নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও আহাদ! আহাদ! শব্দ উচ্চারণ করেছেন। তবুও বাতিলের সঙ্গে কোন আপোষ করেননি। আর এ কারণে আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের পরীক্ষার মাধ্যমে সম্মানিত করেছেন। এ বিষয় চিন্তা করে দাওয়াতী ময়দানে আমার কর্মস্পৃহা আরও বেড়ে যায়।

তাওহীদের ডাক : আমীরে জামা'আতের সাথে আপনার উল্লেখযোগ্য কোন স্মৃতির কথা যদি বলতেন!

অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম : আমীরে জামা'আতের সাথে আমার অনেক উল্লেখযোগ্য স্মৃতি রয়েছে। কিছু স্মৃতির কথা না বললেই নয়।

(১) আমি ১৯৭৯ সালে শুধু 'যুবসংঘ'-এর নাম শুনেই কেশবপুর মনিরামপুর শাখা গঠনের কাজ শুরু করি। তখন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, কর্মসূচী, কর্মপদ্ধতি কিছুই জানিনা। আহ্বায়কের নাম শুনেছি। কিন্তু তার সঙ্গে কোন পরিচয় নেই। সেই মাহেন্দ্রক্ষণ উপস্থিত হ'ল ১৯৮০ সালে খুলনায় এক বৈঠকে। আমীরে জামা'আত সংগঠনের সার্বিক দিক

উপস্থাপন করলেন। আমি আগে জানতাম না যে, আহলেহাদীছ কেবল একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যধারী জনগোষ্ঠীর নাম নয় বরং একটি সংস্কার আন্দোলনের নাম। স্যারের আলোচনায় আমার কাছে সেটা স্পষ্ট হয়ে গেল।

(২) আমরা ১৯৮০ সালে কেশবপুর মণিরামপুর সাংগঠনিক যেলা গঠন করি। এরপর যুবকদের জন্য একটা প্রশিক্ষণের আয়োজন করি। দায়িত্বশীল ও কর্মীদের কাজ বুঝিয়ে দেওয়া দরকার। সুতরাং প্রশিক্ষণে আমীরে জামা'আতকে আনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলাম। স্যার দাওয়াত গ্রহণ করলেন। কেশবপুর বায়শা (নূরপুর) আহলহাদীছ জামে মসজিদে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হ'ল। সেদিন আমীরে জামা'আত যে দিক-নির্দেশনামূলক গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন তা আজও আমার মনের মুকুরে স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করে রেখেছে। আমাদের এলাকার যুবকদের মধ্যে তখন থেকে উদ্দীপনা এবং কর্মচাঞ্চল্য বেড়ে গেল।

(৩) ১৯৮৩ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছি। আমীরে জামা'আত শহীদ শামসুজ্জোহা হলের হাউজ টিউটর। স্যারের রুমেই আমার থাকার জায়গা হ'ল। মাঝে মাঝে রুমে বৈঠকের আয়োজন করা হ'ত। আমাদের আশেপাশের হলগুলো থেকে অনেকেই বৈঠকে অংশগ্রহণ করতেন। একদিনের কথা স্মৃতির পাতায় বার বার ভেসে উঠে। আমাদের পাশের হল নবাব আব্দুল লতীফ। ঐ হলে থাকতেন ড. আব্দুল বারী স্যারের ছোট ছেলে হাবীব। তাকে বৈঠকে দাওয়াত দিলাম। বৈঠকে এসে আমীরে জামা'আতের আলোচনা শুনে তিনি মুগ্ধ হলেন। চলে যাওয়ার সময় বললেন- এ রকম প্রোগ্রামই হওয়া উচিত।

(৪) ১৯৮৫ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর হ'তে ২৪শে ডিসেম্বর পর্যন্ত নাটোর, বগুড়া, গাইবান্ধা, জয়পুরহাট, রংপুর, দিনাজপুর প্রভৃতি যেলায় সফরে ছিলাম। স্যার আমাকে বললেন, জুমারবাড়ী (গাইবান্ধা) আমার প্রোগ্রাম আছে ঐদিন তুমি ওখানে আসবে। আমীরে জামা'আতের কথা অনুযায়ী ঐ দিন জুমারবাড়ী উপস্থিত হলাম। অনেক জায়গা থেকে লোক সমবেত হয়েছে। আমরা যে রুমে ছিলাম তার এক পাশে আমীরে জামা'আত বিশ্রাম নিচ্ছেন। অন্য পাশে মাওলানা আব্দুল কাদের, অধ্যাপক শুজাউল হক (উনি মুস্তাফাবিয়া আলিয়া মাদ্রাসার প্রভাষক ছিলেন) এবং আমি বসেছিলাম।

আমরা 'আন্দোলন'-এর নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি। তখন একজন যুবক আমাদের লক্ষ্য করে বিভিন্ন প্রশ্ন করছিল। শুজাউল ছাহেব এবং আমি তার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করছি। কিন্তু যুবক প্রশ্নের পর প্রশ্ন করেই চলেছে। প্রশ্নের ধরন ছিল এমন যে, আপনারা কিভাবে রাষ্ট্র চালাবেন? কিভাবে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করবেন? ইত্যাদি। তার প্রশ্ন করাটা অনেকটা অশালীন কায়দায় ছিল। কিন্তু আমরা ধৈর্য সহকারে প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করছিলাম। যতই উত্তর দেই ততই যুবক উত্তেজিত হয়ে আরো প্রশ্ন উত্থাপন করে। ঐ যুবক ছিল মাওলানা আব্দুল কাদের ছাহেবের ছাত্র। উনি গম্ভীর কণ্ঠ বললেন, 'হে যুবক, আমি কি তোমার উস্তাদ নই? যুবক বলল, হ্যাঁ উস্তাদজী। তিনি বললেন, তুমি এখন যে ক্লাসে পড় তা পাস করে যে ক্লাসে ভর্তি হবে, সে ক্লাসে উনি হবেন তোমার শিক্ষক। অর্থাৎ শুজাউল হক ছাহেবের কথা বললেন। মাওলানা আব্দুল কাদের বললেন, যে সংগঠন তোমাকে এই বেয়াদবি করা শিখিয়েছে, সে সংগঠন আগে পরিত্যাগ কর।

একটু পর মুহতারাম আমীরে জামা'আত বিশ্রাম থেকে উঠে বললেন, আজ এর উপরেই বক্তৃতা হবে। সত্যিই সেই দিনের সেই সারগর্ভ ও তেজোদৃপ্ত বক্তৃতা আজও আমার কানে বাজে এবং চির অম্লান হয়ে রয়েছে।

(৫) মুহতারাম আমীরে জামা'আতের সঙ্গে পাবনার শালগাড়িয়ায় প্রোগামে গিয়ে রবীউল ছাহেবের বাড়ীতে উঠেছি। তাঁর সঙ্গে অনেক আলোচনা হ'ল। প্রোগ্রাম শেষ করে গাড়ীতে উঠেছি। গাড়ীতে ভীষণ জোরে গানের শব্দে বসা মুশকিল। আমীরে জামা'আত আমাকে বললেন, বন্ধ করতে বল। আমি দু'এক বার ড্রাইভারের উদ্দেশ্যে গান বন্ধ করার কথা বললাম। ড্রাইভার গানের শব্দে আমার কথা শুনতে পেল না। আমার মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। আমি আমার সর্বশক্তি দিয়ে বললাম, হে ড্রাইভার! গান বন্ধ কর! গাড়ীর সমস্ত লোক আমার দিকে তাকাল। ড্রাইভার আমার জলদ গম্ভীর আওয়ায শুনে গান বন্ধ করে দিল।

মুহতারাম আমীরে জামা'আতের সাথে এ রকম আমার যত স্মৃতি আছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু স্মৃতির কথা বলতে গেলেও শেষ করা মুশকিল। শুধু এতটুকু বলব, উনি আমার কুরআন ও ছহীহ হাদীছের সঠিক পথের পরিচালক। যুগে যুগে আল্লাহ যে সমস্ত সমাজ সংস্কারকদের প্রেরণ করেন উনি তাদের অন্যতম। আল্লাহ আমাকে এবং আমাদের সকল সাথী ভাইদেরকে তাঁর দ্বীনের মুখলিছ খাদেম হিসাবে কবুল করুন এবং জান্নাতুল ফিরদাউস দান করুন।- আমীন!

তাওহীদের ডাক : ২০০৫ সালে সংগঠনের উপর যে বিপর্যয় নেমে এসেছিল সেই সময়ের কথা যদি কিছু বলতেন?

অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম : ২০০৫ সালে সংগঠনের উপর একটা কঠিন পরীক্ষা নেমে এসেছিল। তাবলীগী ইজতেমার সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে। এমন সময় আমীরে জামা'আত সহ কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করা হ'ল। এটা সংগঠনের জন্য চরম বিপর্যয় তাতে সন্দেহ নেই। তবে এর মাধ্যমে সংগঠনের কর্মীদের ঈমানের পরীক্ষাও হয়েছে। আমরাসহ দেশবাসী জানত বাংলা ভাই কে? শায়খ আব্দুর রহমান কে? তবুও আমাদেরকে গ্রেফতার করে নির্যাতন করা হ'ল। জঙ্গীবাদের সাথে আমাদের কোন সংশ্লিষ্টতার কোন প্রশ্নই ওঠে না। মুহতারাম আমীরে জামা'আত বহু পূর্ব থেকে এদের ব্যাপারে সতর্ক করে আসছেন। বিভিন্ন স্থানে তাঁর সুস্পষ্ট ভাষণ ও আমাদের সাংগঠনিক বিবৃতি এর বাস্তব প্রমাণ। অথচ ঘুরেফিরে আমাদের উপরই নির্যাতনের স্টীম রোলার চালানো হ'ল। মুহাতারাম আমীরে জামা'আতকে জঘন্যতম ১০টি মামলা দেওয়া হ'ল। সামান্য বিবেকবান মানুষও এটা

বরদাশত করতে পারবে না। আমাদের দায়িত্বশীল ও কর্মীদের কারাগারে অমানবিক নির্যাতন করা হ'ল। যাদের গ্রেফতার করতে ব্যর্থ হ'ল তাদের বাড়ীঘরে তল্লাশী করা ছাড়াও কর্মস্থলে হানা দিয়ে নাজেহাল করা হ'ল। মিথ্যার উপর ভিত্তি করে কত নির্যাতনই না চালানো হ'ল। এতদসত্ত্বেও আন্দোলন বাঁধভাঙ্গা জোয়ারের মত এগিয়ে চলেছে। চক্রান্তকারীদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে যারা জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে জড়িত তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হয়েছে।

আমেরিকায় প্রেরিত এক গোপন রিপোর্টে তৎকালীন বাংলাদেশ সরকারের বক্তব্য উদ্ধৃত হয়েছে যে, the BDGM is committed to building a strong legal case against Ghalib and the others to ensure long-term convictions". We want him at least 14 years to let this movement die down. 'গালিব ও অন্যদের বিরুদ্ধের দীর্ঘ মেয়াদী কারাবাস নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশ সরকার শক্তিশালী আইনী মামলা তৈরী করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ। (তারা বলেন,) আমরা চাই তাকে কমপক্ষে ১৪ বছর জেলে রাখতে, যাতে এই আন্দোলন নিঃশেষ হয়ে যায়'। কিন্তু আল্লাহ তা হতে দেন নি। বরং চক্রান্তকারীদের সব ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করেছেন এবং আমাদের হেফাজত করেছেন। ২০.০২.২০০৮ বুধবার হাই কোর্ট স্পষ্টই জানিয়ে দেয় যে, There is no material no record to show that Ahlehadis movement is militant Islamic organization connected with the J.M.B. 'সাক্ষ্য প্রমাণে এমন কোন উপাদান নেই যা প্রমাণ বহন করে যে, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' জেএমবির সাথে সম্পৃক্ত একটি জঙ্গী সংগঠন'।

তাওহীদের ডাক : আপনি 'যুবসংঘ'-এর দীর্ঘদিনের কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীল এবং বর্তমানে আন্দোলনের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক। এই দীর্ঘ সাংগঠনিক সম্পাদকের অভিজ্ঞতার আলোকে 'যুবসংঘ'-এর কর্মীদেরকে উজ্জীবিত করতে কোন বিষয়গুলো অগ্রাধিকার দেয়াকে আপনি গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন?

অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম : আমি মনে করি 'যুবসংঘ'-এর কর্মীদের সবার আগে নিজেকে গঠন করতে হবে। আমি যদি নির্ভেজাল না হই তবে আমার দাওয়াতে কেউ পরিবর্তন হবে না। এজন্য অন্ততপক্ষে কয়েকটা গুণাবলী অর্জন করতে হবে।

১. ইখলাছ : নিজের ভিতর খুলূছিয়াত থাকতে হবে। নিয়তের পরিশুদ্ধিতা ছাড়া কোন আমল কবুল হবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'নিশ্চয়ই সমস্ত আমল নিয়তের উপর নির্ভরশীল' (বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হাদীছ হা/১)। নিয়তের বিশুদ্ধতা ছাড়া আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করা সম্ভব নয়।

২. ইলম : ইলম অর্জন করতে হবে। হেরা গুহায় অবতীর্ণ প্রথম আয়াতেই ইলম অর্জনের প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। আল্লাহ পাক বলেন, 'পড় তুমি তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন' *(আলাক্ব ৯৬/১)*। সুতরাং ইলম অর্জন ব্যতীত সঠিক রাস্তায় চলা আদৌ সম্ভব নয়।

৩. আমল : আমল ব্যতীত ইলম অর্জন করে লাভ নেই। প্রকৃত ফায়েদা লাভ করতে হ'লে অবশ্যই আমল করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'অথচ তাদেরকে এছাড়া কোন নির্দেশ দেয়া হয়নি যে, তারা খালেছ অন্তরে একনিষ্ঠভাবে কেবলমাত্র আল্লাহ্র ইবাদত করবে এবং ছালাত কায়েম করবে ও যাকাত আদায় করবে। আর এটাই হ'ল সরল দ্বীন' *(বাইয়েনাহ ৯৮/৫)*।

৪. আমীরের প্রতি আনুগত্য : নেতাবা আমীরের প্রতি আনুগত্য ব্যতীত কোন ইসলামী সমাজ গঠন সম্ভব নয়। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করল, সে আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য করল। আর যে আমার অবাধ্যতা করল, সে আল্লাহ তা'আলার অবাধ্যতা করল। আর যে আমীরের (নেতার) আনুগত্য করল, সে আমারই আনুগত্য করল। যে আমীরের অবাধ্যতা করল, সে আমারই অবাধ্যতা করল' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৬১)*।

৫. দায়িত্ববোধ : দায়িত্ববোধ ব্যতীত কর্ম সম্পাদন করা যায় না। আল্লাহ বলেন, 'আর তোমরা অঙ্গীকার পূর্ণ কর। নিশ্চয়ই অঙ্গীকার সম্পর্কে তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে' *(বনু ইস্রাঈল ১৭/৩৪)*। দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে গুরুত্ব দিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'মনে রেখ তোমরা প্রত্যেকে দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকেই স্ব স্ব দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৮৫)*। সুতরাং এই বিষয়গুলো গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে চললে বলিষ্ঠ কর্মী হওয়া সম্ভব বলে আমি মনে করি ইনশাআল্লাহ।

তাওহীদের ডাক : আপনার জীবনের বিশেষ কোন স্মরণীয় স্মৃতি যদি উল্লেখ করতেন?

অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম : সাংগঠনিক জীবনে অনেক ঘটনাই স্মরণীয় স্মৃতি হয়ে আছে। তবে দু'টি ঘটনা সব সময় মনের ভিতর নাড়া দেয়।

(১) যশোর যেলার অন্তগর্ত কেশরপুর উপযেলা সদরের আহলেহাদীছ জামে মসজিদে আমরা নিয়মিত বৈঠক করতাম। ১৯৮৯ সালের ২১শে জুলাই 'জমঈয়ত' কর্তৃক 'যুবসংঘ'-এর সাথে 'সম্পর্কহীনতা' ঘোষণার পর দেশের সর্বত্র একটা ত্রাসের রাজত্ব কায়েম হ'ল। তার সূত্র ধরে আমাদের বৈঠকের দিন মসজিদে তালা দিয়ে রাখল। চাবির খোঁজ একজনের কাছে পেলাম কিন্তু তিনি চাবি দিলেন না। আমরা মসজিদের সামনে দাঁড়িয়ে থাকলাম। একটু পরে মসজিদের জমিদাতা চাচা এসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমরা দাঁড়িয়ে আছ কেন? আমরা বললাম, অমুকের কাছে চাবি আছে কিন্তু তিনি চাবি দিলেন না। তখন তিনি মসজিদের একটা কপাট মযবুত না থাকায় সেটা একটা লাঠি দিয়ে খুলে দিলেন। আমরা মসজিদের ভিতরে বৈঠক শুরু করলাম। তারপর যেটা হ'ল সেটা ছিল ভয়াবহ কায়দায় নির্যাতন।

তারা মসজিদে আগমন করে বলল, আমাদের মসজিদে ১টা দেয়াল ঘড়ি কেন? অনেকগুলো ছিল। তোমরা চুরি করেছ? ঘড়ি এনে দাও! 'জমঈয়ত' তোমাদের বহিষ্কার করেছে। তাই তোমরা এই মসজিদে আসবে না। তখন একজন বলল, ওরা কি নামায পড়তে পারবে? একজন বলল, নামায পড়তে পারবে। কিন্তু মসজিদে অপেক্ষা করতে পারবে না! ইত্যাদি ইত্যাদি। যে আচরণ সেদিন তারা করেছিল তা ভাষায় ব্যক্ত করার মত নয়।

(২) এই সময়ে আমার গ্রামের একটি ঘটনা। আমাকে কি করে গ্রাম থেকে বের করা যায় সেই প্রচেষ্টা শুরু হ'ল। কে রাতের অন্ধকারে একজনকে ইট মারল। আসামী করা হ'ল আমাকে। বিচার করার জন্য খুলনায় বসবাসরত আমাদের গ্রামের একজন ধনী ব্যক্তিকে আনা হ'ল। তার উপরে কথা বলার মতো ঐ সময়ে গ্রামের কেউ ছিল না। তিনি যা বলবেন তাই আমাকে মেনে নিতে হবে। যদি তার কথার প্রতিবাদ করি তবে সঙ্গে সঙ্গে আমাকে গ্রাম থেকে বের করে দেওয়া হবে। আমার এক হিতাকাঙ্খী গোপন সিদ্ধান্ত আমাকে জানালো এবং আমাকে কিছু না বলার জন্য বলা হ'ল। ছোট ছোট ছেলেদের কাছে বাঁশের লাঠি দেয়া হ'ল এবং বলা হ'ল 'আমরা যখন হুমকি দিব তখন তোরা মারা শুরু করবি'। যাহোক, তারা অনেক অশ্লীল, অশ্রাব্য গালিগালাজ করলেন, আমি নীরবতা পালন করলাম। আল্লাহই হেফাযত করলেন। এ সমস্ত ঘটনা সবসময় স্মৃতিতে ভাসে। মনে মনে চিন্তা করি নিরপরাধ মানুষদের উপর যারা অত্যাচার চালায় তার কোন প্রকৃতির মুসলমান!

তাওহীদের ডাক : যুবকদের উদ্দেশ্যে আপনার আর কোন নছীহত আছে কি?

অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম : যুবকদের উদ্দেশ্যে আমার নছীহত হ'ল-তাদেরকে সর্বপ্রথম তাওহীদ বুঝতে হবে। তারপর শিরক, বিদ'আত এবং প্রচলিত রাজনীতি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা অর্জন করতে হবে। নির্ভেজাল তাওহীদের প্রচার ও প্রসারে একজন নিবেদিত যোগ্য কর্মীর ভূমিকায় কাজ করতে হবে। সব সময় মনে রাখতে হবে আমরা একমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য কাজ করি। আমরা জান্নাত পেতে চাই। আমীরে জামা'আতের প্রতি আনুগত্যের মাধ্যমে সংগঠনের কাজ আন্তরিকতার সাথে পালন করতে হবে। 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' একটি নির্ভেজাল তাওহীদী সংগঠন। একমাত্র পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনুসরণে জীবন গঠনই এ সংগঠনের লক্ষ্য। এজন্য সিলেবাস অধ্যয়ন করে পরীক্ষা দিয়ে উপযুক্ত কর্মীর মানে উন্নীত হ'তে হবে। সাংগঠনিক জীবনে পরীক্ষা আসলে সেটা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে মোকাবিলা করতে হবে। 'ইহতেসাব' সংরক্ষণের মাধ্যমে নিজেকে পরিশুদ্ধ রাখতে হবে। আল্লাহ পাক যুবকদের এ নছীহতগুলো পালনের তাওফীক দান করুন।-আমীন!

তাওহীদের ডাক : 'তাওহীদের ডাক' পত্রিকার পাঠকদের উদ্দেশ্যে যদি কিছু বলতেন।

অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম : দ্বি মাসিক 'তাওহীদের ডাক' হ'ল 'যুবসংঘ'-এর মুখপাত্র। পত্রিকাটি খুবই যুগোপযোগী এবং গবেষণাধর্মী। এই পত্রিকার পাঠকদের ভালভাবে পাঠে মনোযোগী হ'তে বলব। প্রকাশিত সকল প্রবন্ধ এবং লেখাগুলো পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মানদণ্ডে রচিত। মুরব্বীদের সাক্ষাৎকার পত্রিকাটিকে আরও প্রাণবন্ত করেছে। এর ফলে তাঁদের জীবনের বিভিন্ন দিক বিশেষ করে সাংগঠনিক নানা প্রতিকূলতা জেনে যুবকেরা উজ্জীবিত হবে। পত্রিকাটি মাসিক হিসাবে বের করলে আরও ভাল হবে। এটি প্রচার ও প্রসারে যুবকদের ব্যাপক ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। পাঠকদের অনুরোধ করব তারাও যেন এটির প্রচার ও প্রসারে ভূমিকা রাখেন। পরিশেষে 'তাওহীদের ডাক' পত্রিকার উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি ও মঙ্গল কামনা করছি।

তাওহীদের ডাক : আপনার মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম : জাযাকুমুল্লাহ খায়রান! মহান আল্লাহ্র অশেষ মেহেরবানীতে আমরা আমীরে জামা'আতের নেতৃত্বে একটি নির্ভেজাল তাওহীদের ঝাণ্ডাবাহী 'আন্দোলন'-এর প্লাটফর্মে পরিচালিত হচ্ছি। যে আন্দোলনের একমাত্র মানদণ্ড কুরআন ও ছহীহ হাদীছের সার্বভৌম অধিকার প্রতিষ্ঠা। সমাজে খাঁটি ইসলাম প্রতিষ্ঠাই যার একমাত্র লক্ষ্য। এজন্য আমাদের স্লোগান 'আসুন! পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ি!' 'তাওহীদের ডাক' পত্রিকার সকল দায়িত্বশীল ও শুভাকাঙ্খীদের আমার পক্ষ থেকে আন্তরিক মোবারকবাদ ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। পরিশেষে মহান আল্লাহ পাক আমাদের সকল প্রচেষ্টা কবুল করুন এবং সকলকে জান্নাতুল ফিরদাউস যাওয়ার তৌফিক দান করুন।-আমীন!

At-Tahreek TV

অহির আলোয় উদ্ভাসিত জীবনের জন্য

অনলাইন ভিত্তিক টেলিভিশন চ্যানেল 'আত-তাহরীক টিভি' পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছভিত্তিক দ্বীনি অনুষ্ঠানমালা প্রচার করে যাচ্ছে। আমাদের নিয়মিত আয়োজন দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, প্রশ্নোত্তর পর্ব, নবীদের কাহিনী, হাদীছের গল্প, ছিরাতে মুস্তাক্বীমের পথে সহ অন্যান্য বিষয়ভিত্তিক আলোচনা সমূহ দেখার জন্য সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকুন।

Youtube লিংক :
www.youtube.com/attahreektv

Facebook লিংক :
www.facebook.com/attahreektv

সার্বিক যোগাযোগ :
আত-তাহরীক টিভি, নওদাপাড়া (আমচত্বর), রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৪০৪-৫৩৬৭৫৪।
ইমেইল : attahreektv@gmail.com

গুনাহে পতিত মুমিনের অবস্থা কেমন হওয়া উচিৎ

-আব্দুর রহীম

ভূমিকা : গুনাহ থেকে মুক্ত থাকা মুমিনের অপরিহার্য কর্তব্য। তবে মুমিন প্রকাশ্যে বা গোপনে কোন গুনাহে লিপ্ত হয়ে পড়লে অনুতপ্ত হয়ে তা স্বীকার করবে এবং কালবিলম্ব না করে আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ 'প্রত্যেক আদম সন্তান ভুলকারী, আর ভুলকারীর মধ্যে উত্তম সে যে তওবা করে'।[১] আল্লাহ তা'আলা বান্দার অনুতপ্ত হওয়া এবং ক্ষমা প্রার্থনা করাকে পছন্দ করেন। আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা প্রার্থনা করাকে এতটাই পছন্দ করেন যে, লোকেরা যদি কোন পাপই না করত তাহ'লে তিনি আরেকটি জাতি সৃষ্টি করতেন যারা পাপ করত ও পাপে অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করত। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'সেই মহান সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ! যদি তোমরা পাপ না কর, তাহ'লে আল্লাহ তোমাদেরকে অপসারিত করবেন এবং এমন জাতির আবির্ভাব ঘটাবেন যারা পাপ করবে, অতঃপর আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা চাইবে। আর তিনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন'।[২]

সমাজে কিছু মানুষ আছে যারা অপরাধ করে কিন্তু তা স্বীকার করে না, অনুতপ্ত হয় না বা অনুশোচনাও করে না। এই প্রকৃতির লোকেরাই মূলতঃ দুর্ভাগা। অথচ আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাশীল। তার কাছে ক্ষমা চাইলে তিনি ক্ষমা করেন যদিও তার গুনাহ পাহাড়সম হয়। সুতরাং মুমিনের উচিত প্রথমতঃ গুনাহ থেকে বিরত থাকা। দ্বিতীয়তঃ গুনাহ হয়ে গেলে অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা চাওয়া। আলোচ্য প্রবন্ধে গুনাহে পতিত মুমিনের করণীয় সম্পর্কে আলোকপাত করা হ'ল-

১. নিজের কৃত পাপ স্বীকার করা : মানুষ ভুলের উর্ধ্বে নয়। তবে ভুল হয়ে গেলে হঠকারিতা না করে মুমিন অনুশোচনা করবে এবং উক্ত পাপ যেন তার মাধ্যমে আর না হয় সে ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হবে। যেমন আল্লাহ বলেন, وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ 'আর কিছু লোক রয়েছে, যারা তাদের অপরাধসমূহ স্বীকার করেছে। তারা তাদের কর্মে ভাল ও মন্দ মিশ্রিত করেছে। অবশ্যই আল্লাহ তাদের তওবা কবুল করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল ও অসীম দয়ালু' *(তওবা ৯/১০২)*।

রাসূল (ছাঃ) আয়েশা (রাঃ)-কে বলেন, আর যদি তুমি কোন গুনাহে জড়িয়ে থাক, তাহ'লে আল্লাহ্র নিকট তওবা ও ইসতিগফার কর। কেননা 'বান্দা নিজের পাপ স্বীকার করে তওবা করলে তার আল্লাহ তওবা কবুল করেন'।[৩]

অন্য হাদীছে এসেছে, আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, قَالَ لِى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَا عَائِشَةُ إِنْ كُنْتِ أَلْمَمْتِ بِذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرِى اللَّهَ فَإِنَّ التَّوْبَةَ مِنَ الذَّنْبِ النَّدَمُ وَالاِسْتِغْفَارُ– 'রাসূল (ছাঃ) আমাকে বলেন, হে আয়েশা! যদি তুমি কোন গুনাহে জড়িয়ে থাক, তাহ'লে আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। কেননা গুনাহ থেকে তওবা হ'ল অনুশোচনা করা ও ক্ষমা প্রার্থনা করা'।[৪]

আবু উমামা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ صَاحِبَ الشِّمَالِ لَيَرْفَعُ الْقَلَمَ سِتَّ سَاعَاتٍ عَنِ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ الْمُخْطِئِ أَوِ الْمُسِيءِ، فَإِنْ نَدِمَ وَاسْتَغْفَرَ اللهَ مِنْهَا أَلْقَاهَا، وَإِلا كُتِبَتْ وَاحِدَةً– 'নিশ্চয় বামের ফেরেশতা পাপী বা অপরাধী মুসলিমের উপর থেকে ছয় ঘন্টা কলম তুলে রাখেন। অতঃপর সে যদি পাপে অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহ্র কাছে ক্ষমাপ্রার্থী হয়, তাহ'লে তা উপেক্ষা করেন। নচেৎ একটি পাপ লেখা হয়'।[৫]

আরেকটি হাদীছে এসেছে, আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَخْطَأَ خَطِيئَةً نُكِتَتْ فِي قَلْبِهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ فَإِذَا هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ سُقِلَ قَلْبُهُ وَإِنْ عَادَ زِيدَ فِيهَا حَتَّى تَعْلُوَ قَلْبَهُ وَهُوَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَ اللهُ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ– 'মুমিন যখন কোন পাপ করে, তখন তার হৃদয়ে একটি কালো দাগ পড়ে যায়। অতঃপর সে যদি তওবা করে, পাপ থেকে বিরত হয় এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে, তাহ'লে তার হৃদয় পরিষ্কার হয়ে যায়। আর যদি আরও বেশী পাপ করে, তাহ'লে সেই দাগ তার হৃদয়কে গ্রাস করে নেয়। এই হ'ল সেই জং, যার কথা আল্লাহ তাঁর কিতাবে উল্লেখ করেছেন'।[৬]

নিজের পাপ স্বীকারের কিছু নমুনা :

ক. হযরত আদম (আঃ) : হযরত আদম ও হাওয়া (আঃ) জান্নাতে থাকা অবস্থায় আল্লাহ্র বিধান অমান্য করে নিষিদ্ধ

১. *তিরমিযী হা/২৪৯৯; ছহীহুত তারগীব হা/৩১৩৯।*
২. *মুসলিম হা/২৭৪৯; মিশকাত হা/২৩২৮।*
৩. *বুখারী হা/২৬৬১; ছহীহাহ হা/২৫০৭।*
৪. *আহমাদ হা/২৬৩২২; ছহীহাহ হা/১২০৮।*
৫. *তাবারাণী হা/৭৭৬৫; ছহীহাহ হা/১২০৯; ছহীহুল জামে' হা/২০৯৭।*
৬. *তিরমিযী হা/৩৩৩৪; ইবনু হিব্বান হা/২৭৮৭, সনদ ছহীহ।*

www.tawheederdak.com

গাছের ফল খেয়ে নেন। যখন তাদের শরীর থেকে জান্নাতের পোষাক খুলে পড়ে তখন তারা অনুতপ্ত হৃদয়ে নিজেদের পাপকে যুলুম মনে করে আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে বলেন, رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ– 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আমাদের নিজেদের উপর যুলুম করেছি। এক্ষণে যদি আপনি আমাদের ক্ষমা না করেন ও দয়া না করেন, তাহ'লে আমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব' *(আ'রাফ ৭/২৩)*।

খ. হযরত ইউনুস (আঃ) : হযরত ইউনুস (আঃ) আল্লাহ্র অনুমতি না নিয়ে তার জাতিকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে রেখে এলাকা ছেড়ে চলে যান এবং বিপদে পতিত হন। অন্যদিকে তার জাতির লোকেরা আল্লাহ্র শাস্তির ভয়ে পাহাড়ের চূড়ায় গিয়ে আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে। অন্য দিকে ইউনুস (আঃ)-কে সাগরের বুকে মাছ খেয়ে ফেললে তিনি নিজের ভুল বুঝতে পারেন এবং অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে বলেন, لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ '(হে আল্লাহ!) তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তুমি পবিত্র। আমি সীমালংঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত'। যখন তিনি নিজের অপরাধ স্বীকার করলেন তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে নাজাত দিলেন। আল্লাহ বলেন, فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ অতঃপর আমরা তার আহ্বানে সাড়া দিলাম এবং তাকে দুশ্চিন্তা হ'তে মুক্ত করলাম। আর এভাবেই আমরা বিশ্বাসীদের মুক্তি দিয়ে থাকি' *(আম্বিয়া ২১/৮৮)*।

গ. হযরত মূসা (আঃ) : হযরত মূসা (আঃ) যুবক বয়সে জনৈক কিবতীকে ঘুষি দ্বারা আঘাত করলে সে তাতেই মারা যায়। তিনি তাকে সতর্ক করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু অনিচ্ছা সত্ত্বেও মানব হত্যার মত পাপ করে ফেলে। এজন্য অনুতপ্ত হয়ে মূসা (আঃ) আল্লাহ্র নিকট দো'আ করলেন, رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ 'হে আমার পালনকর্তা! আমি আমার নিজের উপর যুলুম করেছি। অতএব তুমি আমাকে ক্ষমা কর! ফলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করলেন। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল ও দয়াবান' *(কাছাছ ২৮/১৬)*।

ঘ. বনু ইস্রাঈলের জনৈক ব্যক্তির উদাহরণ : জনৈক ব্যক্তি ১০০ জনকে হত্যা করার পর নিজ পাপের জন্য অনুশোচনা করে ও ক্ষমা প্রার্থনা করে। জনৈক আলেম তার পাপ স্বীকার করা দেখে তার নিজ এলাকা ত্যাগ করে সৎকর্মশীল লোকেরা বসবাস করে এমন এলাকায় চলে যাওয়ার পরামর্শ দেয়। পথিমধ্যে সে মারা যায় এবং সৎকর্মশীল লোকদের এলাকা থেকে অনেক দূরেই সে ছিল। কিন্তু তার অনুশোচনার কারণে আল্লাহ তা'আলা ঐ দেশকে (যেখান থেকে সে আসছিল তাকে) আদেশ করলেন যে, তুমি দূরে সরে যাও এবং এই সৎকর্মশীলদের দেশকে আদেশ করলেন যে, তুমি নিকটবর্তী হয়ে যাও। অতঃপর বললেন, তোমরা এ দু'য়ের দূরত্ব মাপ। সুতরাং তাকে সৎকর্মশীলদের দেশের দিকে এক বিঘত বেশী নিকটবর্তী পেলেন। যার ফলে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হ'ল'।[৭]

ঙ. হযরত আবুবকর (রাঃ) : আবুবকর (রাঃ) যখন রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট থেকে দো'আ শিখতে চাইলেন তখন তিনি এমন একটি দো'আ শিখিয়ে দিলেন যাতে রয়েছে নিজে অনুতপ্ত হওয়ার কথা, রয়েছে নিজের প্রতি চরম যুলুম করার কথা। যেমন হাদীছে এসেছে, আবুবকর (রাঃ) বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাকে এমন একটি দো'আ বলে দিন যা আমি ছালাতে (তাশাহুদের পর) পড়ব। উত্তরে নবী করীম (ছাঃ) বললেন, এ দো'আ পড়বে, اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ 'হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আমি আমার নফসের উপর অনেক যুলুম করেছি। তুমি ছাড়া গুনাহ মাফ করার কেউ নেই। অতএব আমাকে তোমার পক্ষ থেকে মাফ করে দাও। আমার ওপর রহম কর। তুমিই ক্ষমাকারী ও রহমতকারী'।[৮]

চ. হযরত উমর (রাঃ) : রাসূল (ছাঃ) ৬ষ্ঠ হিজরীতে ১৪শত ছাহাবী নিয়ে ওমরা পালনের উদ্দেশ্যে মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হ'লেন। কিন্তু হুদায়বিয়া নামক স্থানে যেতে না যেতেই মক্কার কাফেরদের পক্ষ থেকে বাধা চলে আসে। বিভিন্ন ঘটনা প্রবাহের পর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, এবার হজ্জ না করেই ফিরে যেতে হবে। রাসূল (ছাঃ) সেখানেই মাথা মুণ্ডন ও কুরবানী করার নির্দেশ দেন। কোন ছাহাবী তা মেনে নিতে পারছিলেন না। বিশেষ করে ওমর (রাঃ) হতাশ হয়ে পড়েন এবং রাসূল (ছাঃ) কে বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! أَلَسْنَا عَلَى الْحَقِّ وَهُمْ عَلَى الْبَاطِلِ 'আমরা কি হক্ব-এর উপরে নই এবং তারা বাতিলের উপরে?' রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, হ্যাঁ। ওমর বললেন, أَلَيْسَ قَتْلَانَا فِي الْجَنَّةِ وَقَتْلَاهُمْ فِي النَّارِ؟ 'আমাদের নিহতরা কি জান্নাতী নয় এবং তাদের নিহতরা জাহান্নামী?' রাসূল (ছাঃ) বললেন, হ্যাঁ। ওমর বললেন, 'তাহ'লে কেন আমরা দ্বীনের ব্যাপারে ছাড় দেব এবং ফিরে যাব? অথচ আল্লাহ পাক এখনো আমাদের ও তাদের মাঝে কোনরূপ ফায়ছালা করেননি?' জবাবে রাসূল (ছাঃ) বললেন, يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، إِنِّي رَسُولُ اللهِ، وَلَنْ يُضَيِّعَنِي اللهُ أَبَدًا 'হে ইবনুল খাত্ত্বাব! আমি আল্লাহ্র রাসূল। কখনোই আল্লাহ আমাকে ধ্বংস করবেন না।

৭. *বুখারী হা/৩৪৭০; মুসলিম হা/২৭৬৬।*
৮. *বুখারী হা/৮৩৪; মুসলিম হা/২৭০৫।*

অন্য বর্ণনায় এসেছে তিনি বলেন, إِنِّي رَسُولُ اللهِ، وَلَسْتُ أَعْصِي رَبِّي، وَهُوَ نَاصِرِي 'আমি আল্লাহ্র রাসূল। আমি আমার প্রতিপালকের অবাধ্যতা করি না। তিনিই আমার সাহায্যকারী। তখন ওমর (রাঃ) বললেন, أَوَ لَيْسَ كُنْتَ تُحَدِّثُنَا أَنَّا سَنَأْتِي الْبَيْتَ، فَنَطُوفُ بِهِ؟ 'আপনি কি আমাদের বলেননি যে, সত্ত্বর আমরা আল্লাহ্র ঘরে গমন করব ও তাওয়াফ করব? জবাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, হ্যাঁ। তবে আমি কি তোমাকে বলেছিলাম যে, আমরা এ বছরই সেটা করব? ওমর বললেন, না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, فَإِنَّكَ تَأْتِيهِ، فَتَطُوفُ بِهِ 'তাহ'লে অবশ্যই তুমি আল্লাহ্র ঘরে আসবে ও তাওয়াফ করবে।

অতঃপর ওমর (রাঃ) রাগতঃভাবে বেরিয়ে আবুবকর (রাঃ)-এর কাছে গেলেন ও একইরূপ অভিযোগ করলেন। তিনিও তাকে রাসূল (ছাঃ)-এর ন্যায় জবাব দিলেন এবং বললেন, إِنَّهُ رَسُولُ اللهِ، وَلَنْ يُضَيِّعَهُ اللهُ أَبَدًا নিশ্চয়ই তিনি আল্লাহ্র রাসূল এবং কখনোই আল্লাহ তাকে ধ্বংস করবেন না। তিনি আরও বলেন, أَيُّهَا الرَّجُلُ إِنَّهُ رَسُولُ اللهِ، وَلَيْسَ يَعْصِي رَبَّهُ، وَهُوَ نَاصِرُهُ، فَاسْتَمْسِكْ بِغَرْزِهِ، حَتَّى تَمُوتَ، فَوَاللهِ إِنَّهُ عَلَى الْحَقِّ– 'হে লোক! নিশ্চয়ই তিনি আল্লাহ্র রাসূল। তিনি তার প্রতিপালকের অবাধ্যতা করেন না। তিনিই তাকে সাহায্যকারী। অতএব তুমি আমৃত্যু তার পথ দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে থাক। আল্লাহ্র কসম! তিনি অবশ্যই হক্ব-এর উপরে আছেন'।[৯]

কয়েক ঘন্টা পরে সূরা ফাতহের ১-৩ আয়াত নাযিল হ'লে রাসূল (ছাঃ) ওমরের কাছে লোক পাঠিয়ে আয়াতটি শুনিয়ে দিলেন। তখন ওমর এসে বললেন, يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَوَ فَتْحٌ هُوَ؟ 'হে আল্লাহ্র রাসূল! এটা কি বিজয় হ'ল? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, হ্যাঁ। তখন তিনি খুশী হলেন ও ফিরে গেলেন'।[১০]

ওমর (রাঃ) তার ঐদিনের বাড়াবাড়ির কারণে দারুণভাবে লজ্জিত হন। তিনি বলেন, مَا زِلْتُ أَصُومُ وَأَتَصَدَّقُ وَأُصَلِّي وَأَعْتِقُ مِنَ الَّذِي صَنَعْتُ مَخَافَةَ كَلاَمِي الَّذِي تَكَلَّمْتُ بِهِ يَوْمَئِذٍ حَتَّى رَجَوْتُ أَنْ يَكُونَ خَيْرًا 'আমি এজন্য অনেক সৎকর্ম করেছি। সর্বদা ছাদাক্বা করেছি, ছিয়াম রেখেছি, নফল ছালাত আদায় করেছি, দাস-দাসী মুক্ত করেছি। শুধু ঐদিন ঐ কথাগুলো বলার গুনাহের ভয়ে। এখন আমি মঙ্গলের আশা করছি'।[১১]

ছ. হযরত আবু মাসঊদ আনছারী (রাঃ) : তিনি একদিন তার দাসকে মেরেছিলেন। অন্যায়ভাবে দাসকে আঘাত করার বিষয়টিকে তিনি পাপ মনে করলেন এবং তাতে অনুতপ্ত হয়ে সেই দাসকে মুক্ত করে দেন। যেমন হাদীছে এসেছে- আবু মাসঊদ আল আনছারী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, كُنْتُ أَضْرِبُ غُلَامًا لِي، فَسَمِعْتُ مِنْ خَلْفِي صَوْتًا: اعْلَمْ، أَبَا مَسْعُودٍ، لَلَّهُ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ، فَالْتَفَتُّ فَإِذَا هُوَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، هُوَ حُرٌّ لِوَجْهِ اللهِ، فَقَالَ: «أَمَا لَوْ لَمْ تَفْعَلْ لَلَفَحَتْكَ النَّارُ، أَوْ لَمَسَّتْكَ النَّارُ– 'আমি স্বীয় দাসকে প্রহাররত অবস্থায় আমার পেছন হ'তে উচ্চস্বরে একটি আওয়াজ শুনলাম, হে আবু মাসঊদ! সাবধান! তুমি তোমার দাসের ওপর যতটুকু ক্ষমতা রাখ আল্লাহ তদপেক্ষা তোমার ওপর অধিক ক্ষমতার অধিকারী। অতঃপর আমি পিছন ফিরে দেখি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) (এ কথাটি) বলছেন। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! তাকে আল্লাহ্র ওয়াস্তে মুক্ত করে দিলাম। তখন তিনি বললেন, তুমি যদি এটা না করতে তবে জাহান্নামের আগুন তোমাকে ঝলসিয়ে দিত'।[১২]

জ. হযরত আবু লুবাবা আনছারী (রাঃ) : অবরুদ্ধ বনু কুরায়যা গোত্র আত্মসমর্পণের পূর্বে পরামর্শের উদ্দেশ্যে ছাহাবী আবু লুবাবা বিন আব্দুল মুনযির (রাঃ)-কে তাদের নিকটে প্রেরণের জন্য রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে প্রস্তাব পাঠায়। কেননা আবু লুবাবার বাগ-বাগিচা, সন্তান-সন্ততি এবং গোত্রীয় লোকেরা ঐ অঞ্চলের বাসিন্দা হওয়ায় তার সাথে তাদের সখ্যতা ছিল। অতঃপর আবু লুবাবা সেখানে উপস্থিত হ'লে পুরুষেরা ব্যাকুল হয়ে ছুটে আসে। নারী ও শিশুরা করুণ কণ্ঠে ক্রন্দন করতে থাকে। এতে তার মধ্যে ভাবাবেগের সৃষ্টি হয়।

অতঃপর ইহূদীরা বলল, হে আবু লুবাবা! আপনি কি যুক্তিযুক্ত মনে করছেন যে, বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য আমরা মুহাম্মাদের নিকটে অস্ত্র সমর্পণ করি। আবু লুবাবা বললেন, হ্যাঁ। বলেই তিনি নিজের কণ্ঠনালীর দিকে ইঙ্গিত করলেন। যার অর্থ ছিল হত্যা। কিন্তু এতে তিনি উপলব্ধি করলেন যে, এ কাজটি খেয়ানত হ'ল। তিনি ফিরে এসে রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে না গিয়ে সরাসরি মসজিদে নববীতে গিয়ে খুঁটির সাথে নিজেকে বেঁধে ফেলেন ও শপথ করেন যে, রাসূল (ছাঃ) নিজ হাতে তার বন্ধন না খোলা পর্যন্ত নিজেকে মুক্ত করবেন না এবং আগামীতে কখনো বনু কুরায়যার মাটিতে পা দেবেন না।

৯. ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৪৮৭২, সনদ ছহীহ।
১০. বুখারী হা/৪৮৪৪; মুসলিম হা/১৭৮৫; ইবনু আবী শায়বাহ হা/৩৭৯১৪।
১১. আহমাদ হা/১৮৯৩০।
১২. মুসলিম হা/১৬৫৯; মিশকাত হা/৩৩৫৩।

ওদিকে তার বিলম্বের কারণ সন্ধান করে রাসূল (ছাঃ) যখন প্রকৃত বিষয় জানতে পারলেন, তখন তিনি বললেন, যদি সে আমার কাছে আসত, তাহ'লে আমি তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতাম। কিন্তু যেহেতু সে নিজেই একাজ করেছে, সেহেতু আল্লাহ তার তওবা কবুল না করা পর্যন্ত আমি তাকে বন্ধনমুক্ত করতে পারব না। আবু লুবাবা এভাবে ছয় দিন মসজিদের খুঁটির সাথে বাঁধা থাকেন। ছালাতের সময় তার স্ত্রী এসে বাঁধন খুলে দিতেন। পরে আবার নিজেকে বেঁধে নিতেন। এই সময় একদিন প্রত্যুষে তার তওবা কবুল হওয়া সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ)-এর উপরে অহি নাযিল হয়। তিনি তখন উম্মে সালামাহর ঘরে অবস্থান করছিলেন। আবু লুবাবা বলেন, এ সময় উম্মে সালামা নিজ কক্ষের দরজায় দাঁড়িয়ে আমাকে ডাক দিয়ে বললেন,يَا اَبَا لُبَابَةَ! اَبْشِرْ فَقَدْ تَابَ اللهُ عَلَيْكَ 'হে আবু লুবাবা, সুসংবাদ গ্রহণ কর! আল্লাহ তোমার তওবা কবুল করেছেন। একথা শুনে ছাহাবীগণ ছুটে এসে আমার বাঁধন খুলতে চাইল। কিন্তু আমি অস্বীকার করি। পরে রাসূল (ছাঃ) ফজর ছালাতের জন্য বের হয়ে এসে আমার বাঁধন খুলে দেন'।[১৩] ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, আবু লুবাবার তওবার ব্যাপারে কুরআনের দু'টি আয়াত নাযিল হয়। একটি সূরা আনফালের ২৭ আয়াত ও সূরা তওবার ১০২ আয়াত'।[১৪]

জ. হযরত কা'ব বিন মালেক (রাঃ) : তাবূক যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু হ'লে কা'ব বিন মালেক (রাঃ)ও পূর্ণ প্রস্তুতি নেন। রাসূল (ছাঃ) যোদ্ধাদের সাথে নিয়ে রওয়ানা হ'লেন। কা'ব বিন মালেক যুবক ছিলেন। তিনি মনে করলেন আগামী দিন বের হ'লেও তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে যোগদান করতে পারবেন। কিন্তু অলসতাবশতঃ তিনি শেষ পর্যন্ত যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করলেন না। রাসূল (ছাঃ) বিজয়ী বেশে ফিরে আসলে পশ্চাৎগামী দুর্বল মুসলমানরা বিভিন্ন ওযর পেশ করে ছাড় নিয়ে নিলেন। কিন্তু কা'ব বিন মালেকসহ তিনজন ছাহাবী নিজের পাপের কথা স্বীকার করলেন এবং অনুতপ্ত হ'লেন। কা'ব বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর পিছনে থেকে যাওয়া লোকদের মধ্য থেকে আমাদের তিনজনের সাথে কথা বলা সকল মুসলমানের জন্য নিষেধ করে দিলেন। কাজেই লোকেরা আমাদেরকে এড়িয়ে চলতে লাগল। তাদের অবস্থা এত পরিবর্তন হয়ে গেল যে, তারা যেন আমাদেরকে চিনেইনা।

এ অবস্থায় আমরা পঞ্চাশটি রাত কাটালাম। আমার অন্য ভাই দু'জন ঘরের মধ্যে বসে গেলেন এবং ক্রন্দন শুরু করলেন। আমি যেহেতু গোত্রের মধ্যে সবচেয়ে যুবক ও শক্তিশালী ছিলাম, তাই আমি ঘর থেকে বের হতাম এবং মুসলমানদের সাথে ছালাতে যোগ দিতাম এবং বাজারে ঘুরাফেরা করতাম। রাসূল (ছাঃ) যখন ছালাতের পর লোকদেরকে নিয়ে বসতেন, তখনও আমি তার কাছে গিয়ে সালাম দিতাম। আমি মনে মনে ভাবতাম, আমার সালামের জবাবে তার ঠোঁট নড়লো কি না? অতঃপর আমি তার কাছে দাঁড়িয়ে ছালাত পড়তাম এবং বাঁকা দৃষ্টিতে লুকিয়ে লুকিয়ে তাকে দেখতাম। আমি লক্ষ্য করতাম যে, আমি যখন ছালাতে মশগুল থাকি, তখন তিনি আমার দিকে তাকিয়ে থাকেন। আবার আমি যখন তার দিকে চাইতাম, তখন তিনি মুখ ফিরিয়ে নিতেন।

এভাবে দীর্ঘ দিন পর্যন্ত লোকদের বিমুখতা যখন আমাকে দিশেহারা করে দিল, তখন একদিন আমার চাচাত ভাই আবু কাতাদার বাগানের দেয়াল টপকে তার কাছে আসলাম। সে ছিল আমার কাছে সবচেয়ে বেশী প্রিয়। আমি তাকে সালাম দিলাম। কিন্তু আল্লাহ্র কসম! সে আমার সালামের জবাব দিলনা। আমি বললাম, হে আবু ক্বাতাদা! আল্লাহ্র কসম দিয়ে আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করছি, তুমি কি জানো না আমি আল্লাহ ও তার রাসূলকে ভালবাসি? সে চুপ করে থাকল। আমি আবার আল্লাহ্র নামে কসম খেয়ে তাকে এ প্রশ্ন করলাম। সে এবারও চুপ থাকল। আমি তাকে তৃতীয়বার একই প্রশ্ন করলাম। এবার সে জবাব দিল, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। এ কথা শুনে আমার দু'চোখ থেকে ঝরঝর করে পানি পড়তে লাগল। আমি দেয়াল টপকে চলে আসলাম।

একদিন আমি মদীনার বাজারে হাঁটছিলাম। এসময় সিরিয়ার একজন খৃষ্টান ব্যবসায়ী মদীনার বাজারে খাদ্যশস্য বিক্রি করতে এসেছিল। সে বলতে লাগল-কে আমাকে কা'ব বিন মালেকের ঠিকানা বলে দিতে পারে? লোকেরা আমার দিকে ইশারা করে তাকে বলে দিতে লাগল। সে আমার কাছে এসে গাস্সানের বাদশার একটি চিঠি আমার হাতে দিল। চিঠিতে বাদশা লিখছেন, আমি জানতে পেরেছি যে, আপনার নেতা আপনার উপর নির্যাতন চালাচ্ছেন। অথচ আল্লাহ আপনাকে লাঞ্ছনা ও অবমাননাকর অবস্থায় রাখেননি। আপনি আমাদের কাছে চলে আসুন। আমরা আপনাকে মর্যাদা ও আরামের সাথে রাখব। পত্রটি পড়ে আমি বললাম, এটাও আর একটা পরীক্ষা। পত্রটি নিয়ে আমি চুলার নিকট গেলাম এবং তা পুড়িয়ে ফেললাম।

এভাবে পঞ্চাশ দিনের মধ্যে চল্লিশ দিন অতিবাহিত হয়ে গেল। এমন সময় রাসূল (ছাঃ)-এর একজন দূত আমার কাছে এসে বললেন, আল্লাহ্র রাসূল তোমাকে তোমার স্ত্রী থেকে আলাদা থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। আমি বললাম, তালাক দিব? না অন্য কিছু করব? তিনি বললেন, না; বরং তার থেকে আলাদা থাক এবং তার কাছে যেও না। আর আমার অন্য দু'জন সাথীর কাছেও অনুরূপ বার্তা পাঠালেন। আমি আমার স্ত্রীকে বললাম, তুমি নিজের আত্মীয়দের কাছে চলে যাও। আল্লাহ আমার ব্যাপারে কোন ফায়ছালা না দেয়া পর্যন্ত তাদের কাছে অবস্থান করতে থাক। কা'ব বিন মালেক বলেন, হেলাল বিন উমাইয়ার স্ত্রী রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! হেলাল ইবনে উমাইয়া অতি বৃদ্ধ হয়ে পড়েছে। তার কোন খাদেম নেই। আমি যদি তার খেদমত করে দেই, তাতে কোন অসুবিধা আছে কি? জবাবে তিনি বললেন, কোন ক্ষতি নেই। তবে সে যেন

---

১৩. ইবনু হিশাম ২/২৩৭; বায়হাক্বী হা/১৩৩০৭; আল-বিদায়াহ ৪/১১৯ সনদ মুরসাল; তাহকীক ইবনু হিশাম ক্রমিক ১৩৮১।
১৪. তাফসীরে ইবনু কাছীর ৩/১২১, ৪/৩৬-৩৭।

www.tawheederdak.com

তোমার কাছে না আসে। হেলাল বিন উমাইয়ার স্ত্রী বললেন, আল্লাহ্র কসম! তার মধ্যে এ ধরণের কোন আকাঙ্খা নেই। আল্লাহ্র কসম! যেদিন থেকে এ ঘটনা ঘটেছে সেদিন থেকে সে কেঁদে চলছে এবং আজও সে কাঁদছে।

কা'ব বললেন, আমার পরিবারের কেউ কেউ আমাকে বলল, রাসূল (ছাঃ) হেলাল বিন উমাইয়ার স্ত্রীকে তার স্বামীর খেদমত করার জন্য যেমন অনুমতি দিয়েছেন তেমন তুমিও তোমার স্ত্রীর ব্যাপারে একটা অনুমতি নিয়ে আসতে পার। আমি বললাম, আল্লাহ্র কসম! আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে অনুমতি আনতে যাব না। আমি জানি না রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে এ ব্যাপারে অনুমতি চাইতে গেলে কী বলবেন। আর আমি তো একজন যুবক।

এরপর আমি দশ রাত কাটালাম। রাসূল (ছাঃ) আমাদের সাথে কথা বলা নিষিদ্ধ করার পর থেকে এ পর্যন্ত আমাদের পঞ্চাশ দিন পূর্ণ হয়ে গেল। পঞ্চাশ রাত পূর্ণ হওয়ার পর ফজরের ছালাত পড়লাম। ছালাত শেষে আমি আমাদের ঘরের সামনে বসেছিলাম। এ সময় আমার অবস্থা সে রকমই ছিল যেমন আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে বর্ণনা করেছেন। আমার জীবন আমার নিকট যন্ত্রনাদায়ক হয়ে গেল। পৃথিবী বিশাল হওয়া সত্ত্বেও তা আমার নিকট অত্যন্ত সংকীর্ণ মনে হচ্ছিল। তখন আমি একটা আওয়াজ শুনলাম। সালা পাহাড়ের উপর থেকে কে একজন চিৎকার করে বলল, হে কা'ব বিন মালেক! সুসংবাদ গ্রহণ কর। কা'ব বলেন, এ কথা শুনে আমি সিজদায় পড়ে গেলাম। আমি বুঝতে পারলাম যে, আমার কষ্ট কেটে গেছে।

ফজরের ছালাতের পর রাসূল (ছাঃ) আমাদের তওবা কবুল হওয়ার ঘোষণা দিয়েছিলেন। লোকেরা আমাদের কাছে এসে সুসংবাদ দিতে লাগল। আমার অপর দু'জন সাথীর কাছে গিয়েও সুসংবাদ ও মুবারকবাদ দিতে লাগল। একজন তো ঘোড়ায় চড়ে এক দৌড়ে আমার কাছে আসলেন। আসলাম গোত্রের এক ব্যক্তি দৌড়িয়ে পাহাড়ে উঠলেন। তার কথা অশ্বারোহীর চেয়েও দ্রুততর হ'ল। আমি যেই সুসংবাদ গ্রহণকারীর আওয়াজ শুনেছিলাম, তিনি যখন আমার কাছে আসলেন তখন আমি এতো খুশী হলাম যে, আমার পোষাক জোড়া খুলে তাকে পরিয়ে দিলাম। আল্লাহ্র কসম! তখন আমার কাছে ঐ কাপড় জোড়া ছাড়া আমার কোন কাপড় ছিল না। তারপর আমি এক জোড়া কাপড় ধার করে নিলাম এবং পরিধান করে রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করতে বের হ'লাম। চলার পথে লোকেরা দলে দলে আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে লাগল। তওবা কবুল হওয়ার কারণে আমাকে মুবারকবাদ জানাতে লাগল। তারা বলতে লাগল, আল্লাহ তোমার তওবা কবুল করেছেন এবং তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। এজন্য তোমাকে মুবারকবাদ।

কা'ব বলেন, আমি যখন মসজিদে গেলাম, তখন দেখলাম, রাসূল (ছাঃ) বসে আছেন। লোকেরা চার পাশ থেকে তাকে ঘিরে বসে আছে। এ সময় তালহা বিন উবায়দুল্লাহ আমার দিকে দৌড়ে এসে আমার সাথে মুছাফাহা করলেন এবং আমাকে মুবারকবাদ জানালেন। আল্লাহ্র কসম! মুহাজিরদের মধ্য হ'তে তিনি ব্যতীত অন্য কেউ আমার নিকট এসে মুবারকবাদ দেননি। তালহার এই আচরণ আমি কখনই ভুলতে পারব না। কা'ব বলেন, তারপর আমি রাসূল (ছাঃ)-কে সালাম দিলাম। তখন তার চেহারা খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। তিনি বললেন, হে কা'ব! তুমি সুসংবাদ গ্রহণ কর। আজকের দিনটি তোমার জন্য মুবারক হৌক, যা তোমার জন্মের পর থেকে আজ পর্যন্ত অতিক্রান্ত দিনগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ভাল। কা'ব বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! এ ক্ষমা কি আপনার পক্ষ হ'তে? না আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে? তিনি বললেন, না; বরং তা আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে। আর রাসূল (ছাঃ) যখন খুশী হতেন তখন তার চেহারা মুবারক চাঁদের মত উজ্জ্বল হয়ে উঠত। আর আমরা চেহারা দেখে তার খুশী বুঝতে পারতাম। আমি তার সামনে বসে বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার তওবা কবুলের শুকরিয়া স্বরূপ আমি আমার সমস্ত সম্পদ আল্লাহ ও তার রাসূলের পথে ছাদাক্বা করতে চাই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, সম্পদের কিছু নিজের জন্য রেখে দাও। তাতে তোমার ভাল হবে। আমি বললাম, তাহ'লে আমি শুধু খায়বারের অংশটুকু আমার জন্য রাখলাম'।[১৫]

ঝ. জুহায়না নারীর অনুশোচনা : জুহায়না গোত্রের একজন নারী আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর খিদমতে হাযির হ'ল। সে অবৈধ মিলনে গর্ভবতী ছিল। সে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি দণ্ডনীয় অপরাধ করে ফেলেছি তাই আপনি আমাকে শাস্তি দিন! সুতরাং আল্লাহ্র নবী (ছাঃ) তার আত্মীয়কে ডেকে বললেন, তুমি একে নিজের কাছে যত্ন সহকারে রাখ এবং সন্তান প্রসবের পর একে আমার নিকট নিয়ে এসো। সুতরাং সে তাই করল (অর্থাৎ, প্রসবের পর তাকে রাসূল (ছাঃ) এর কাছে নিয়ে এল)। আল্লাহ্র নবী (ছাঃ) তার কাপড় তার (শরীরের) উপর মযবুত করে বেঁধে দেওয়ার আদেশ দিলেন। অতঃপর তাকে পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেলার আদেশ দিলেন। অতঃপর তিনি তার জানাযার ছালাত পড়লেন। ওমর (রাঃ) তাকে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি এই মেয়ের জানাযার ছালাত পড়লেন, অথচ সে ব্যভিচার করেছিল? তিনি বললেন, (ওমর! তুমি জান না যে,) এই স্ত্রী লোকটি এমন বিশুদ্ধ তওবা করেছে, যদি তা মদীনার ৭০টি লোকের মধ্যে বন্টন করা হ'ত তা তাদের জন্য যথেষ্ট হত। এর চেয়ে কী তুমি কোন উত্তম কাজ পেয়েছ যে, সে আল্লাহ্র জন্য নিজের প্রাণকে কুরবান করে দিল'?[১৬]

(ক্রমশঃ)

[লেখক : গবেষণা সহকারী, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ]

---

১৫. বুখারী হা/৪৪১৮; তিরমিযী হা/৩১০২।
১৬. মুসলিম হা/১৬৯৬; ছহীহুল জামে' হা/৫১২৮।

মুসলিম সমাজে প্রচলিত হিন্দুয়ানী প্রবাদ-প্রবচন

- মুহাম্মাদ আব্দুর রউফ

(৭ম কিস্তি)

(৭৩) খাণ্ডবদাহন : মহাভারত অনুসারে, সে যুগের হস্তিনাপুর রাজ্য কৌরব ও পাণ্ডবদের মধ্যে ভাগ করে দেয়া হয়। এতে পাণ্ডবরা যমুনা তীরে অবস্থিত খাণ্ডববনের অংশীদার হয়। অতঃপর অর্জুন কৃষ্ণের সহযোগিতায় খাণ্ডব বনসহ বনের সমস্ত প্রাণীকে আগুনে পুড়িয়ে রাজ্য স্থাপন করে। এ কাহিনী অনুযায়ী অন্যায়ভাবে ধ্বংসাত্মক কোন কাজ করলে সেটাকে খাণ্ডবদাহনের সাথে তুলনা করা হয়। যেমন 'তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা' কবিতায় কবি শামসুর রহমান পাকিস্তানী শত্রুদের দ্বারা বাংলাদেশকে জ্বালিয়ে ছারখার করার বিষয়টিকে খাণ্ডবদাহনের সাথে তুলনা করেছেন'।[১]

(৭৪) গন্ধমাদন বয়ে আনা : গন্ধমাদন একটি ঔষধি পর্বতের পৌরাণিক নাম। রামায়ণের বর্ণনা মতে, গন্ধমাদন পর্বত হিমালয় পর্বতের একটি অংশ। এটি ঋষভ পর্বত ও কৈলাস পর্বতের মাঝামাঝি স্থানে অবস্থিত। এ পর্বতের উদ্ভিদ থেকে নির্গত গন্ধ সারা অঞ্চলকে সুবাসিত করে রাখে বলে একে গন্ধমাদন পর্বত বলা হয়। এই পর্বতের শীর্ষদেশে চার প্রকার মহৌষধ উৎপন্ন হ'ত। সেগুলো হ'ল, ১. মৃতসঞ্জীবনী (যা মৃতপ্রায়কে পুনঃজীবন দান করে) ২. বিশল্যকরণী (যা শরীর থেকে ক্লেদ, কালিমা, বিষ দূর করে) ৩. সুবর্ণকরণী (যা দেহকে স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ও লাবণ্যময় করে) ও ৪. সন্ধানকরণী (যা ভগ্ন অস্থিকে সংযুক্ত করে)। রাম-রাবণের যুদ্ধের সময় হনুমান দু'বার এই পর্বতে ঔষধ আনতে যায়। ঘটনাচক্রে দ্বিতীয়বার রাবণের শক্তিশেলের আঘাতে লক্ষ্মণ সংজ্ঞা হারালে তাঁর পুনরুজ্জীবনের জন্য হনুমান ঔষধ আনতে যায়। কিন্তু সেবার সঠিক ঔষধ চিনতে না পেরে সম্পূর্ণ পর্বতশৃঙ্গ তুলে নিয়ে আসে'।[২] ঘটনার এ অংশ থেকেই আলোচ্য প্রবাদের সূত্রপাত। কাউকে কোন জিনিস আনতে দিলে যদি একাধিক জিনিস টেনে আনে তখন সে ভাবার্থে গন্ধমাদন বয়ে আনা প্রবাদ দ্বারা প্রকাশ করা হয়। অনেক সময় অবাস্তব বিষয়ে অবতারণা বোঝাতেও প্রবাদটির প্রয়োগ দেখা যায়।

(৭৫) বিদুরের খুদ : বিদুর মহাভারতের কেন্দ্রীয় চরিত্র এবং হস্তিনাপুর রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান, জ্ঞানী এবং সূক্ষ্ম কূটনৈতিক জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। মহাভারতের মহাযুদ্ধের পূর্বে শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদের পক্ষে কৌরবদের সঙ্গে সন্ধি করতে আসে। সেসময় কৃষ্ণকে আপ্যায়নের জন্য কৌরবদের যুবরাজ দুর্যোধন বিলাসবহুল আয়োজন করে। কিন্তু স্বার্থসিদ্ধির সে আয়োজনে কোন ভক্তিভাব না থাকায় কৃষ্ণ প্রাসাদ ছেড়ে প্রধানমন্ত্রী বিদুরের ছোট্ট কুটীরে আসেন। উল্লেখ্য যে, বিদুর প্রধানমন্ত্রী হ'লেও গরীবী হালাতে অত্যন্ত সাধারণ জীবনযাপন করতেন। সেদিন তাঁর বাড়ীতে কৃষ্ণকে আপ্যায়নের জন্য সামান্য চালের খুদের অতিরিক্ত কিছুই ছিল না। তিনি তা দিয়েই ভক্তিভরে কৃষ্ণকে আপ্যায়ন করেন। এই ঘটনা থেকেই লোকমুখে কালক্রমে বিদুরের খুদ প্রবাদটির প্রচলন ঘটে। যার ভাবার্থ হ'ল, শ্রদ্ধার সামান্য উপহার।

(৭৬) যোগ ব্যায়াম : যোগ ব্যায়াম কোন প্রবাদ-প্রবচনের অংশ নয় বরং মুসলিম সমাজে প্রচলিত একটি হিন্দুয়ানী দর্শন। এ দর্শন সম্পর্কে আমাদের বিস্তারিত জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। যোগ শব্দটির একাধিক অর্থ রয়েছে। এটি সংস্কৃত 'যুজ' ধাতু থেকে উৎপন্ন, যার অর্থ নিয়ন্ত্রণ করা, যুক্ত করা বা ঐক্যবদ্ধ করা'।[৩] যোগের আরেকটি জনপ্রিয় অর্থ সাধনা করা'।[৪] হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মে যোগ এক প্রকার শরীরচর্চার অনুষঙ্গ। তবে এটাকে কেবল শরীরচর্চার অংশ জ্ঞান করা হয় না। বরং এটি কঠোর মানসিক শৃঙ্খলা ও সাধনার মাধ্যমে ব্রহ্ম তথা দেবতার সান্নিধ্য প্রাপ্তির প্রাচীন দার্শনিক নিয়ম। বিশ্বাস করা হয় যে, যোগের সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছালে অলৌকিক শক্তির অধিকারী হওয়া যায়। খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে পতঞ্জলি যোগসূত্র নামক বই রচনা করে এই দর্শন প্রবর্তন করেন। পতঞ্জলি যোগসূত্রে পাঁচটি পাদ রয়েছে, যার মাধ্যমে কিভাবে একজন মানুষ সিদ্ধি লাভ করবে তা বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে'।[৫] যোগ ব্যায়াম এ দর্শনের একটি অংশ মাত্র। মূলত যোগ দুই ভাগে বিভক্ত। হঠযোগ এবং রাজযোগ। হঠযোগের উদ্দেশ্য হচ্ছে শরীরকে নিয়ন্ত্রিত করে ব্যায়ামের মাধ্যমে সুস্থ-সবল হওয়া। সাধারণ মানুষ যোগ বলতে হঠযোগের ব্যায়াম আসনগুলোকেই বুঝে থাকে। অপরদিকে রাজযোগের উদ্দেশ্য হচ্ছে জীবাত্মাকে পরমাত্মার সাথে যুক্ত করা। আর পরমাত্মার সাথে যুক্ত হওয়াই হচ্ছে জীবের মুক্তি বা মোক্ষলাভ। যোগ ব্যায়ামের নামে হিন্দু ধর্মীয় এ বিশ্বাস ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেয়ার সূক্ষ্ম পরিকল্পনা নিয়ে, ভারত জাতিসংঘের মাধ্যমে ২০১৪ সালের ১১ই ডিসেম্বরে ২১শে জুনকে আন্তর্জাতিক যোগ ব্যায়াম দিবস ঘোষণা

---

১. *তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা,*
তোমাকে পাওয়ার জন্যে
আর কতবার ভাসতে হবে রক্তগঙ্গায়?
আর কতবার দেখতে হবে খাণ্ডবদাহন?

২. *রাজশেখর বসু, রামায়ণ, ১৩তম মুদ্রণ : বাংলা ১৪১৮ সন, যুদ্ধকাণ্ড, পৃ. ৩৫৪-৫৫, ৩৭১।*

৩. *https://bn.wikipedia.org/s/27oo*

৪. *আধুনিক বাংলা অভিধান, বাংলা একাডেমী, পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ : এপ্রিল ২০১৬, পৃ. ১১৫৩।*

৫. *মুহাম্মাদ হাবিবুর রহমান, যার যা ধর্ম : বাংলা ভাষায় প্রথম ধর্ম অভিধান, প্রথমা প্রকাশন (পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত প্রথম প্রথমা সংস্করণ : ফেব্রুয়ারি ২০১৪), পৃ. ২৯৫।*

করিয়ে নেয়। ২০১৫ সালের ২১শে জুন প্রথমবারের মত পালিত হয় এ দিবস। খোদ ভারতের প্রধানমন্ত্রী প্রথম বছরই নয়াদিল্লির রাজপথে ৪০ হাযার মানুষের অংশগ্রহণে গণযোগাসনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। ২০১৬ সালে যোগ দিবসের কর্মসূচী পালনের জন্য ভারতের সকল স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্দেশ জারী করা হয়েছিল। বাংলাদেশেও ভারতীয় দূতাবাসের সহযোগিতায় ২০১৫ সাল থেকে প্রতি বছর যোগ দিবস পালন করা হচ্ছে। ২০১৮ সালে যোগ দিবসে বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়ামে ১০ হাযার মানুষ অংশ নেয় যোগ ব্যায়াম চর্চায়'।[৬] যোগ ব্যায়াম শুরু করতে হয় 'ওম' ধ্বনি উচ্চারণ করে এবং শেষ করতে হয় 'ওম শান্তি' বলে। হিন্দু পুরাণে 'ওম' ধ্বনিকে জগতের আদি পবিত্র ধ্বনি এবং সব মন্ত্রের আদি মন্ত্র বলা হয়। এছাড়াও প্রভাতে প্রথম কিরণ পড়লেই সূর্যকে নমস্কার করে যোগ ব্যায়াম শুরু করা হয়। যা স্পষ্টরূপে সূর্য পূঁজার শামিল। শরীরচর্চার নামে চমকপ্রদ কথায় অতি সুকৌশলে বাংলার মুসলিমদের আক্বীদায় শিরকী ও কুফরীতন্ত্র ঢুকানো হচ্ছে। মানুষ নিজের অজান্তেই ঈমান হারানোর পথে ঝুঁকে পড়ছে। মাঝখান থেকে হিন্দুয়ানী সংস্কৃতি ও দর্শন মুসলিমদের ব্যবহারিক জীবনে প্রভাব বিস্তার করছে। আল্লাহ আমাদেরকে শরীরচর্চার নামে নব্য এ ধোঁকা থেকে হেফাযত করুন-আমীন!

(৭৭) সিদ্ধি লাভ : সিদ্ধি শব্দটি সংস্কৃত ভাষা হ'তে আগত। যার শাব্দিক অর্থ অর্জন করা, সাফল্য লাভ করা, সন্তুষ্টি, উৎকর্ষ ইত্যাদি। আক্ষরিক অর্থ প্রয়োজনের অনুকূল হওয়ায় শব্দটি বাংলা সাহিত্যে অবলীলায় ব্যবহৃত হচ্ছে। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না এর ভাবার্থ ইসলামী আক্বীদা-বিশ্বাসের বিপরীত। সংস্কৃত ভাষার অংশ হওয়ায় শব্দটির সাথে হিন্দুয়ানী বিশ্বাস নিহিত রয়েছে। হিন্দু শাস্ত্র যোগতত্ত্ব উপনিষদে আট ধরনের সিদ্ধির কথা বলা হয়েছে। সেগুলো হ'ল, আলোক জ্ঞান, আলোক দৃষ্টি, দূরবর্তী স্থানে দ্রুত গমন, অতি প্রাকৃত কণ্ঠশক্তি, যেকোন আকার ধারণ, ইচ্ছানুযায়ী দৃষ্টির অন্তরালে যাওয়া। ব্যাসের যোগশাস্ত্রের টীকায় উল্লেখ করা হয়েছে, সিদ্ধি হচ্ছে পরমাণুর চেয়ে ক্ষুদ্র হওয়া অতিশয় সূক্ষ্ম, অতিশয় বৃহৎ, চন্দ্রকে স্পর্শ করার অতিপ্রাকৃত ক্ষমতা, অদম্য ইচ্ছা, যাবতীয় বস্তুর উপর নিয়ন্ত্রণ, সকল আকারের প্রতি আধিপত্য লাভ, যোগীর ইচ্ছানুযায়ী যেকোন বস্তু যেকোন স্থানে স্থাপন'।[৭] যোগ শাস্ত্রের কঠোর তপস্যা দ্বারা এ সমস্ত অকল্পনীয় ক্ষমতা লাভ করা যায় বলে হিন্দুরা বিশ্বাস করে। সেজন্য তাদের যোগী-ঋষিরা সিদ্ধি লাভ করলে নিজের ইচ্ছানুযায়ী পৃথিবীর যেকোন প্রান্তে যেতে পারেন, যেকোন রূপ ধারণ করতে পারেন এবং অনেক দৈবিক ক্ষমতার অধিকারী হন। দুর্ভাগ্যবশত ইসলাম ধর্মে পীরতন্ত্রের বাকা বিল্লাহ ও ফানা ফিল্লাহর মত ছূফী তরীকায় যোগ দর্শনের সিদ্ধি লাভের এ মতবাদের অনুপ্রবেশ ঘটে। যোগ দর্শনে সিদ্ধি লাভ করলে যেমন ব্যক্তি স্রষ্টার সাথে একাকার হয়ে অনেক অলৌকিক ক্ষমতার মালিক হন। ঠিক তদ্রূপ ছূফী তরীকার সর্বোচ্চ স্তর ফানা ফিল্লাহ হয়ে গেলে ব্যক্তি আর স্রষ্টার মাঝে কোন তফাৎ থাকে না। সে স্রষ্টায় বিলীন হয়ে যায়। সে অনেক কারামতের মালিক হয়। নাঊযুবিল্লাহ! সেজন্য পীরপন্থীদের অনেকেই কারামতের নাম করে বক্তব্য দেন যে, অমুক আকাবীর মৃত্যুর পরেও আফ্রিকার জঙ্গলে কুতুবদের সাথে মিটিং করেন, কেউ দুনিয়ায় ভক্তদেরকে জান্নাত লিখে দেন, কেউ আবার ভক্তের ডাকে কঠিন বিপদে সাহায্য করতে চলে যান! কার্যত যোগশাস্ত্রের বিশ্বাসকে নব্যসাজে রূপায়ণ করে পীরপন্থীদের এ সকল শিরকী আক্বীদা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

(৭৮) রক্তবীজের ঝাড় : রক্তবীজ হিন্দু পুরাণে বর্ণিত অসুর শুম্ভাসুর ও নিশুম্ভাসুরের সেনানায়ক ছিল। এই দানব শিবের কাছ থেকে বরপ্রাপ্ত ছিল। তার রক্ত মাটিতে পড়লেই তার অনুরূপ নতুন এক রক্তবীজ সৃষ্টি হ'ত। পুরাণ কাহিনী অনুসারে, যখন শুম্ভাসুর ও নিশুম্ভাসুর দেবতাদের স্বর্গচ্যুত করে তখন তারা আদি দেবী মহামায়ার সাহায্যে 'কৌষিকী' নামক এক দেবীর উদ্ভব ঘটান। দেবী 'কৌষিকী' দেবতাদের সাহায্যার্থে অসুর দমনের জন্য রণক্ষেত্রে গমন করেন। রক্তবীজ ও দেবী কৌষিকীর মধ্যে তুমুল যুদ্ধ হয়। দেবীর প্রহারে রক্তবীজের মস্তক ছেদ হয়। কিন্তু তার রক্তধারা ভূমিতল স্পর্শ করার সাথে সাথেই সহস্র রক্তবীজাসুরের সৃষ্টি হয়। বারংবার আঘাতে যতই রক্তপাত হ'তে থাকে রক্তবীজ অসুরের সংখ্যা ততই অযুত লক্ষাধিক বেড়ে যায়। এই সমস্যা থেকে মুক্তির জন্য দেবী কৌষিকী দেবী কালিকাকে আহ্বান করেন। কালিকাকে আদেশ করে বলেন, আমি রক্তবীজকে প্রহার করা মাত্রই তুমি জিহ্বা প্রসারিত করে রক্তবীজের রক্ত পান করবে। ফলে রক্ত মাটিতে পড়বে না এবং নতুন কোন দানবও সৃষ্টি হবে না। এভাবে পর্যায়ক্রমে সকল রক্তবীজকে হত্যা করা হয়।[৮]

পৌরাণিক এই ঘটনা থেকে কালক্রমে 'রক্তবীজের ঝাড়' বাক্যটি প্রবাদের তালিকায় স্থান পায়। যেহেতু রক্তবীজকে কিছুতেই ধ্বংস করা যাচ্ছিল না, সেহেতু এই প্রবাদের অর্থ করা হয়েছে যে বংশ বা দলের লোকদের কোনভাবেই বিনষ্ট করা যায় না।

(৭৯) ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে : লোকমুখে বহুল প্রচলিত এই প্রবাদটির অর্থ- অভ্যাস কখনো পরিবর্তন হয় না। অনেকের মতে, দেবতাদের ঋষি নারদের সাথে এই প্রবাদ সম্পর্কযুক্ত। নারদ ব্রহ্মার মানসপুত্র ছিলেন। তার জন্ম বৃত্তান্ত সম্বন্ধে পুরাণে ভিন্ন ভিন্ন বক্তব্য পাওয়া যায়। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ মতে, সৃষ্টির প্রারম্ভে ব্রহ্মা সৃষ্টিজগৎ

৬. *নয়া দিগন্ত, ২৫শে জুন ২০১৮, যোগ কি শুধু ব্যায়ামেই সীমাবদ্ধ থাকবে, পৃ. ১১।*
৭. *মুহাম্মাদ হাবিবুর রহমান, যার যা ধর্ম : বাংলা ভাষায় প্রথম ধর্ম অভিধান, পৃ. ৩৩৪।*
৮. *মার্কণ্ডেয় পুরাণ, বঙ্গানুবাদ সম্পাদনা : আচার্য পঞ্চানন তর্করত্ন, (নবভারত পাবলিশার্স, ৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯, প্রথম সংস্করণ, আষাঢ় ১৩৬৬ সন), ৮৮তম অধ্যায়, পৃ. ৩৫২-৫৪।*

www.tawheederdak.com

পরিচালনার জন্য মানবজাতির আদিপিতা হিসাবে সাতজন ঋষি সৃষ্টি করেন। দেবর্ষি নারদ এই সপ্ত ঋষির অন্যতম একজন। ব্রহ্মা তাকে সৃষ্টি পরিচালনার ভার গ্রহণ করতে বলেন। কিন্তু ঈশ্বরের আরাধনায় বিঘ্ন সৃষ্টির আশঙ্কায় তিনি তাতে রাজি না হওয়ায়, ব্রহ্মার অভিশাপে নারদকে একবার গন্ধর্ব[৯] ও একবার মানব সমাজে জন্মগ্রহণ করতে হয়েছিল।[১০] নারদ বিষ্ণুর একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। তিনি একাগ্রচিত্তে বিষ্ণুর আরাধনা করতে ভালবাসতেন। এছাড়াও নিজের ইচ্ছায় স্বর্গ ও মর্তে যত্রতত্র গমন করতে পারতেন এবং সকল জায়গায় তার অবাধ বিচরণ ছিল। প্রয়োজনবোধে তিনি সৃষ্টি ও স্রষ্টার সকল ব্যাপারেই হস্তক্ষেপ করতেন।[১১]

দেবতা, মানুষ কিংবা অসুর সমাজের বিভিন্ন তথ্য আদান-প্রদান করাই তার কাজ ছিল। তিনি কোন কথা গোপন রাখতে পারতেন না। দেবতা, দানব ও মানবের মনে সন্দেহ উৎপন্ন করার কাজে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। একজনের কথা অন্যজনের কাছে ফাঁস করে সন্দেহ সৃষ্টির কারণে অনেক সময় দেবতা ও অসুরদের মধ্যে কলহ বেধে যেত। অসুরেরা স্বর্গ দখল করলে তিনি অসুরদের কাছে গিয়ে এমন ভান করতেন যেন মনে হ'ত তিনি তাদেরই অনুসারী। তাদের দুর্বল দিকগুলো দেবতাদের বলতেন। আবার দেবতাদের দুর্বলতার খবর অসুরদের বলে দিতেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি কোন পক্ষের হয়ে কাজ করতেন সেটা অস্পষ্টই থাকত। বলা হয়ে থাকে, ঢেঁকি নারদের বাহন ছিল। তিনি ঢেঁকিযোগেই সমস্ত জায়গায় বিবাদ সৃষ্টি করতেন। সেজন্য কেউ কেউ তাকে 'কলহসংগঠক' হিসাবেও আখ্যা দিয়েছেন। মূলত এখান থেকেই 'নারদের ঢেঁকি ও ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে' শিরোনামে দু'টি প্রবাদের উৎপত্তি ঘটেছে। নারদকে কলহসংগঠক হিসাবে আখ্যায়িত করার কারণে নারদের ঢেঁকি অর্থ বিবাদের বিষয় বোঝাই। অপরদিকে ঢেঁকি দিয়ে যেহেতু ধান ভানা ছাড়া অন্য কোন কাজ হয় না এবং নারদের ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও বিবাদ সৃষ্টি করার ভূমিকাই পালন করে। সেকারণে ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে প্রবাদ দ্বারা অভ্যাস কখনো পরিবর্তন হয় না বোঝানো হয়। পৌরাণিক গ্রন্থে নারদের জীবনীর বিস্তর বিবরণ পাওয়া গেলেও ঢেঁকি তার বাহন এ সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায় না। হ'তে পারে লোকমুখে প্রচলন থাকার কারণে ঋষি নারদের সাথে প্রবাদটি সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

(৮০) ধুন্ধুমার কাণ্ড : বাংলায় ধুন্ধুমার কাণ্ড প্রবাদটির অর্থ মহা কোলাহল, গোলমাল, বিষম কাণ্ড, তুমুল হট্টগোল, ইত্যাদি। পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে, মরুপ্রদেশে উজ্জ্বালক নামে বালুকাপূর্ণ সমুদ্রতীরে উতঙ্ক নামক এক ঋষি বসবাস করতেন। সেখানে রাক্ষস মধুকৈটভের পুত্র ধুন্ধু বালুর নিচে মাটি অভ্যন্তরে বসবাস করত। ধুন্ধু ব্রহ্মার আরাধনা করে মানুষ ছাড়া অন্য কোন জীব তাকে হত্যা করতে পারবে না এমন বর লাভ করে। বর পেয়ে সে পৃথিবী ও অন্তরীক্ষের সমস্ত স্থানে প্রচণ্ড অত্যাচার করতে থাকে। উতঙ্ক ঋষির আশ্রমের কাছে বালুর নিচে ঘুমন্ত এই দানব যখন বছরান্তে একবার নিঃশ্বাস ফেলে তখন সপ্তাহকালব্যাপী ভূমিকম্প হয়, সূর্যের কক্ষপথ পর্যন্ত ধূলা উড়ে, স্ফুলিংঙ্গ, অগ্নিশিখা এবং ধোঁয়া নির্গত হয়। ঋষি উতঙ্কের তপস্যাতেও সে বিঘ্ন ঘটায়। ফলে ঋষি তৎকালীন অযোধ্যার রাজা কুবলাশ্বকে ধুন্ধুকে হত্যার জন্য অনুরোধ করেন। উতঙ্ক তার একুশ হাযার পুত্র ও সৈন্য নিয়ে ধুন্ধুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যায়। এক সপ্তাহ বালুকাময় সমুদ্র তীর খনন করার পর ধুন্ধুকে নিদ্রাবস্থায় পাওয়া যায়। ধুন্ধু জাগ্রত হয়ে স্বীয় মুখের অগ্নি স্ফুলিংঙ্গের সাহায্যে রাজার সকল পুত্রকে ভস্ম করে দেয়। পরবর্তীতে কুবলাশ্ব যাদু বিদ্যার (যোগমায়া) মাধ্যমে ধুন্ধুর মুখের আগুন নিভিয়ে ব্রহ্মার অস্ত্রের সাহায্যে তাকে হত্যা করে। সেই থেকে রাজা কুবলাশ্বকে 'ধুন্ধুমার' বলা হয়।[১২] এ দানবের অত্যাচারকাণ্ড এবং তাকে হত্যা করার জন্য যে মহা কর্মকাণ্ডের আয়োজন করা হয়, তা-ই মূলত 'ধুন্ধুমার কাণ্ড' প্রবাদরূপে বাক্যভঙ্গিতে উঠে এসেছে।

(৮১) ত্রিশঙ্কু অবস্থা : ত্রিশঙ্কু অবস্থা প্রবচনটির অর্থ কোন কিছুর মাঝামাঝি আটকে থাকা অর্থাৎ উভয়সংকট। প্রবচনটি রামায়ণের একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে বাংলা সাহিত্যে প্রবেশ করেছে। প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ বংশ হিসাবে বিবেচিত সূর্যবংশের এক রাজার নাম ছিল ত্রিশঙ্কু। রাজা জীবিতাবস্থায় স্বর্গে যেতে চেয়েছিলেন। তিনি স্বীয় বংশীয় গুরু ঋষি বশিষ্ঠের কাছে তার মনের ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। কিন্তু ঋষি বশিষ্ঠ অপারগতা প্রকাশ করলেন। এরপর রাজা ত্রিশঙ্কু বশিষ্ঠের শত পুত্রের কাছে যজ্ঞের মাধ্যমে তাকে স্বর্গে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ করেন। তারাও ত্রিশঙ্কুর নিবেদন প্রত্যাখ্যান করেন। অতঃপর তিনি সিদ্ধান্তে অটল থেকে অপর এক বিখ্যাত ঋষি বিশ্বামিত্রের কাছে নিজের ইচ্ছার কথা জানান। বিশ্বামিত্র রাজাকে স্বর্গে পৌঁছানোর আশ্বাস দিলেন এবং যজ্ঞ শুরু করলেন। বহুকাল অতিক্রান্ত হয়ে গেল কিন্তু যজ্ঞের কোন ফল পাওয়া গেল না। অবশেষে বিশ্বামিত্র নিজের সাধনার শক্তি প্রয়োগ করে রাজাকে স্বর্গে পাঠালেন। কিন্তু স্বর্গের দেবতারা তাকে গ্রহণ করল না। কারণ জীবিত মানুষ স্বর্গে থাকতে পারে না। দেবতারা তাকে পৃথিবীর পথে পাঠিয়ে দিলেন। এদিকে পৃথিবী থেকে বিশ্বামিত্র ত্রিশঙ্কুকে পুনরায় স্বর্গ পানে ঠেলে দেন। উভয়পক্ষের ঠেলাঠেলিতে ত্রিশঙ্কু আকাশের মাঝখানে ঝুলতে থাকে। বিশ্বামিত্রের তেজও কম নয়। তিনি দেবতাদের নতুন নক্ষত্রজগৎ, নতুন দেবতা ও তাদের রাজা

---

৯. গন্ধর্ব হ'ল দেবতাদের সভার অভিনয় শিল্পী। তারা নৃত্য ও সঙ্গীত পরিবেশন করে থাকেন বলে পুরাণে বর্ণিত হয়েছে।

১০. বিস্তারিত : ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, অনুবাদ : শ্রী সুবোধচন্দ্র মজুমদার, (দেব সাহিত্য কুটীর, ২২৫ বি, ঝামাপুকুর লেন, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ ১৩৬০ বঙ্গাব্দ), ব্রহ্মখণ্ড, ১৮-২১তম অধ্যায়, পৃ. ৪৬-৫০।

১১. সুবল চন্দ্র মিত্র, সরল বাঙ্গলা অভিধান, অষ্টম সংস্করণ : জুলাই ১৯৮৪, পৃ.৭৬০।

১২. মহাভারত, অনুবাদ : রাজশেখর বসু; ১৩তম মুদ্রণ : বাংলা ১৪১৮, বনপর্ব, পৃ. ২২৫-২৬।

www.tawheederdak.com

ইন্দ্র সৃষ্টির হুমকি দেন। ভয়ে এতে দেবতারা বিশ্বামিত্রের কথা মেনে নেন। অতঃপর বিশ্বামিত্র আকাশপথে নতুন নক্ষত্রমণ্ডল সৃষ্টি করলেন। ত্রিশঙ্কু সেখানে জ্যোতির্ময় নক্ষত্ররূপে বসবাস করতে থাকল।[১৩] এ ঘটনাকে মূল উপজীব্য করে কোন ব্যক্তি দু'পক্ষের বাদানুবাদের মাঝখানে সমস্যায় পড়লে, সে অবস্থা ভাবার্থে বোঝানোর জন্য 'ত্রিশঙ্কু অবস্থা' প্রবচন প্রয়োগ করা হয়।

(৮২) হরিহর আত্মা : হরি এবং হর শব্দের মিশ্রণে হরিহর শব্দ গঠন হয়েছে। হিন্দু শাস্ত্রমতে ধ্বংসকর্তা দেবতা শিবকে হর এবং পালনকর্তা দেবতা বিষ্ণুকে হরি বলা হয়। হরিহর এই দেবতাদ্বয়ের মূর্তির মিশ্ররূপ।[১৪] অর্থাৎ এই মূর্তির অর্ধেক অংশ দেখতে শিবের মত এবং বাকি অর্ধেক বিষ্ণুর মত। হরি এবং হর উভয় দেবতাকে সর্বোচ্চ ঈশ্বর মানা হয়। তবে হিন্দুদের কোন কোন সম্প্রদায় শিবকে সর্ব শক্তির উৎস মনে করে। আবার কেউ কেউ বিষ্ণুকে সর্বময় শক্তির আধার হিসাবে পূজা করে। পুরাণে যেমন এই দুই দেবতার শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে ভক্তদের মধ্যে মতবিরোধের বর্ণনা পাওয়া যায়, তেমন দুই দেবতার মধ্যেও শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে লড়াই করতে দেখা যায়। শিবের বৈশিষ্ট্য ধ্বংস করা আর বিষ্ণুর বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করা। দু'জন দুই মেরুর হ'লেও দু'জনের মিলিত শক্তি ছাড়া জগতে কিছুই হয়না বলে ধারণা করা হয়। এ কারণে এই দুই দেবতার মধ্যে বিরোধ থাকলেও তারা আবার পরস্পরের আরাধ্য ও ভক্ত। তাদের মিলিত শক্তিরূপই হ'ল হরিহর মূর্তি। এক্ষণে বাংলা ভাষায় 'হরিহর আত্মা' প্রবচন দ্বারা অন্ত রঙ্গ বন্ধুত্ব বোঝানো হয়। মূলত শিব-বিষ্ণুর অভিন্ন সত্ত্বার মিলিত মূর্তির বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণের ধারণা থেকে এই প্রবাদের জন্ম। অর্থাৎ দুই অভিন্ন হৃদয়ের মানুষ বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হ'লে তাদের হরিহর আত্মা প্রবচনের মাধ্যমে সংজ্ঞায়িত করা হয়। এই প্রবচনের সমার্থক শব্দ মানিকজোড়। সুতরাং এমন আক্বীদা বিধ্বংসী প্রবচন বর্জন পূর্বক আমাদের মানিকজোড়ের ব্যবহার করা উচিত।

(৮৩) বিধিবাম : বিধি ও বাম শব্দদ্বয় ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে। বিধি শব্দের একটি অর্থ হ'ল বিধানদাতা, সৃষ্টিকর্তা এবং বাম শব্দের অর্থ বাঁদিক, দক্ষিণের বিপরীত দিক, শিবের দিক, প্রতিকুল ইত্যাদি।[১৫] অপরদিকে বিধিবাম শব্দের আক্ষরিক অর্থ স্বয়ং বিধাতা বা সৃষ্টিকর্তার বিপরীতমুখী অবস্থান। কোন ব্যক্তির ইচ্ছার বিরুদ্ধে অকস্মাৎ কোন কাজ সংগঠিত হ'লে সেটাকে বিধিবাম বলা হয়। এই প্রবচনটির পেছনের গল্পের কোন নির্ভরযোগ্য সূত্র পাওয়া যায় না। প্রচলিত পৌরাণিক কাহিনী অনুযায়ী, এটি প্রজাপতি দক্ষের যজ্ঞ অনুষ্ঠানের সাথে সম্পর্কযুক্ত বলে ধারণা করা হয়। পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার পুত্র দক্ষের কন্যা সীতাকে বিবাহ করেছিলেন দেবতা শিব। দক্ষ শিবকে দেবতা হিসাবে মান্য করত না। একদিন দক্ষ বিরাট এক যজ্ঞের আয়োজন করে। তাতে সকল দেবতাকে নিমন্ত্রণ করা হ'লেও অপমান করার জন্য দক্ষ শিবকে আমন্ত্রণ করেনি। সে যজ্ঞানুষ্ঠানে শিব ব্যতীত সকল দেবতা উপস্থিত ছিল। যজ্ঞের দিন সীতা দক্ষের বাড়িতে আসতে চাইলে শিব নিষেধ করে। তথাপি সে শিবের নিষেধ অমান্য করে যজ্ঞানুষ্ঠানে আসে। তখন দক্ষ সীতার উপস্থিতিতে শিবকে কটুবাক্যে অপমান করে। স্বামীর অপমান সহ্য করতে না পেরে সীতা যজ্ঞের আগুনে ঝাপ দিয়ে আত্মহত্যা করে। এ ঘটনা শিব প্রত্যক্ষ করে যজ্ঞ পণ্ড করার জন্য বীর ভদ্র ও ভদ্র কালীকে দক্ষের বাড়িতে পাঠায়। তারা সমস্ত দেবতা ও দক্ষের সেনার সাথে যুদ্ধ করে বিজয়ী হয় ও যজ্ঞ পণ্ড করে দেয়।[১৬] পুরাকালে বামপথকে শিবপন্থীদের পথ তথা কল্যাণের পথ বলা হত। বলা হয়ে থাকে, দক্ষ যজ্ঞের পরে ভারতবাসী সকলেই বাম পথ পরিত্যাগ করে দক্ষিণ পথ তথা ডান পথে চলতে থাকে। কেননা দক্ষের যজ্ঞের খারাপ উদ্দেশ্য ও যজ্ঞ পরবর্তী ঘটনা সম্পর্কে সকল দেবতা পূর্ব থেকেই অবহিত ছিল। তবুও তারা এতে অংশগ্রহণ করে এবং দক্ষের অন্যায় আচরণকে নীরবে সমর্থন যোগায়। কল্যাণের পথে থেকেও স্বয়ং দেবতারাই অন্যায় করেছে। যে কারণে তাদের কল্যাণের পথ অর্থাৎ বাম পথকে মানুষ বর্জন করে। সেই থেকে 'বিধিবাম' শব্দ দ্বারা প্রতিকুল দিক বোঝানো হয় এবং বামপন্থী হয়ে যায় বিরোধীপক্ষ।

(৮৪) ময়ূর ছাড়া কার্তিক : কার্তিক পৌরাণিক দেবতাদের মধ্যে অন্যতম। মহাভারত, স্কন্দ পুরাণ ও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে কার্তিকের ভিন্ন ভিন্ন জন্মকথা বর্ণিত হয়েছে। তবে তিনি শিব ও পার্বতীর পুত্র হিসাবে বেশী পরিচিত। কার্তিক দেবতাদের সৈন্যদের প্রতাপী সেনাপতি ছিলেন। পুরাণ জুড়ে তার শৌর্য-বীর্যের নানান কাহিনী রয়েছে। ভারতের বিভিন্ন জায়গায় খুব আড়ম্বের সাথে কার্তিক পূজা করা হয়। কার্তিকের বাহন ছিল ময়ূর। পাখিদের মধ্যে ময়ূরের সৌন্দর্য তুলনাহীন। অনেক বাড়িতে শুধুমাত্র ময়ূরের পালক সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য শো-পিচ হিসাবে রাখা হয়। খোদ সেই ময়ূরই যদি কারও বাহন হয় তাহ'লে তার সৌন্দর্য নিশ্চয় ময়ূরের উপস্থিতির কারণে আরও বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু 'ময়ূর ছাড়া কার্তিক' প্রবাদ দ্বারা ময়ূরের উপস্থিতি ব্যতীত শুধু কার্তিকের অপার সৌন্দর্যের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ কার্তিক এতটাই সুন্দর যে, তার সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য ময়ূরের প্রয়োজন হয় না। অথচ বিভিন্ন পুরাণে কার্তিককে যোদ্ধা হিসাবে উপস্থাপন করা হ'লেও তার সৌন্দর্যের কথা আসে নি। হিন্দু লোকসমাজে প্রচলিত আছে কার্তিক খুবই সুদর্শন পুরুষ ছিলেন। সেকারণে ময়ূরের উপমা প্রয়োগ করে 'ময়ূর ছাড়া কার্তিক' বলতে রূপবান পুরুষকে বোঝানো হয়। *(ক্রমশঃ)*

[লেখক : কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ]

---

১৩. রামায়ণ, অনুবাদ : রাজশেখর বসু; ১৩তম মুদ্রণ : বাংলা ১৪১৮, বালকাণ্ড, পৃ. ৪৬-৪৯।

১৪. সুবল চন্দ্র মিত্র, সরল বাঙ্গলা অভিধান, পৃ. ১৩৪৮।

১৫. আধুনিক বাংলা অভিধান, বাংলা একাডেমি, পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ : এপ্রিল ২০১৬, পৃ. ৯৪৮ ও ৯৭২।

১৬. মহাভারত, অনুবাদ : রাজশেখর বসু; ১৩তম মুদ্রণ : বাংলা ১৪১৮, পৃ. ৫৮৫-৮৬।

www.tawheederdak.com

যবানের পাপ ও পুণ্য

-ফায়ছাল মাহমূদ

ভূমিকা : মহান আল্লাহ তা'আলা আদম সন্তানকে যত নে'মত দ্বারা সম্মানিত করেছেন তন্মধ্যে বাকশক্তি বা যবান অতীব গুরুত্বপূর্ণ। যবান এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে, এর সদ্ব্যবহারে পুণ্য অর্জন হয়, যা আমাদের জান্নাতে যাওয়ার পথ সুগম করে। আর অসদ্ব্যবহারে জাহান্নামের পথ প্রশস্ত হয়। সেজন্য আমাদের যবানের বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে। আলোচ্য প্রবন্ধে যবানের পাপ-পুণ্য বিষয়ে আলোচনার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

যবান হেফাযতের কারণ : আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা আমাদের প্রতিটি কর্মের ভাল-মন্দের হিসাব সংরক্ষণ করেন। এমনকি আমাদের বলা প্রতিটি শব্দও সংরক্ষণ করা হয়। সুতরাং আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার নিকট যেন আমাদের যবানের কৈফিয়ত দেওয়া না লাগে সেভাবে যবানের হেফাযত করতে হবে। কেননা পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেছেন, إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ– 'যখন দু'জন ফেরেশতা ডানে ও বামে বসে তার আমলনামা লিপিবদ্ধ করে। সে যে কথাই উচ্চারণ করে, তা গ্রহণ করার জন্য তার কাছে সদা প্রস্তুত প্রহরী রয়েছে' *(কাহাফ ৫০/১৭-১৮)*।

যবান হেফাযতের প্রয়োজনীয়তা : যারা যবানের হেফাযত করে, তাদের দ্বারা অনর্থক কথা ও কাজ সংঘটিত হয় না। ফলে সে ইসলামে সর্বোত্তম ব্যক্তিতে পরিণত হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مِنْ حُسْنِ إِسْلاَمِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لاَ يَعْنِيْهِ 'কোন ব্যক্তির ইসলামের অন্যতম সৌন্দর্য হ'ল অনর্থক আচরণ পরিত্যাগ করা'।[১]

আর মুমিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হ'ল যবান সংযত রাখা। মহান আল্লাহ বলেন, وَإِذَا مَرُّوْا بِاللَّغْوِ مَرُّوْا كِرَامًا 'যখন তারা অসার ক্রিয়াকলাপের সম্মুখীন হয়, তখন তারা সম্মান বাঁচিয়ে তা অতিক্রম করে' *(ফুরক্বান ২৫/৭১)*। ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন,

عُمْدَةُ الدِّينِ عِنْدَنَا كَلِمَاتٌ + أَرْبَعٌ قَالَهُنَّ خَيْرُ الْبَرِيَّةْ

اتَّقِ السَّيِّئَاتِ، وَازْهَدْ، وَدَعْ مَا + لَيْسَ يَعْنِيكَ، وَاعْمَلَنَّ بِنِيَّةْ

'আমাদের নিকট দ্বীনের উত্তম কথা হ'ল চারটি। যা বলেছেন সৃষ্টির সেরা ব্যক্তি অর্থাৎ রাসূল (ছাঃ) : (১) মন্দ থেকে বেঁচে থাক (২) দুনিয়াত্যাগী হও (৩) অনর্থক বিষয় পরিহার কর এবং (৪) সৎকল্পের সাথে কাজ কর'।[২]

কথাবার্তায় যবানকে সংযত ও নিয়ন্ত্রণ করা যরূরী। কেননা অসংলগ্ন কথাবার্তার কারণে পরকালে শাস্তি পেতে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, لَا يَسْتَقِيْمُ إِيْمَانُ عَبْدٍ حَتَّى يَسْتَقِيْمَ قَلْبُهُ، وَلَا يَسْتَقِيْمُ قَلْبُهُ حَتَّى يَسْتَقِيْمَ لِسَانُهُ– 'কোন বান্দার ঈমান ততক্ষণ পর্যন্ত সঠিক হবে না যতক্ষণ না তার অন্তর সঠিক হবে। আর অন্তর ঠিক হবে না যতক্ষণ না তার জিহ্বা ঠিক হবে'।[৩] অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِذَا أَصْبَحَ ابْنُ آدَمَ فَإِنَّ الْأَعْضَاءَ كُلَّهَا تُكَفِّرُ اللِّسَانَ فَتَقُولُ اتَّقِ اللهَ فِينَا فَإِنَّمَا نَحْنُ بِكَ فَإِنْ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا وَإِنْ اعْوَجَجْتَ اعْوَجَجْنَا– 'মানুষ সকালে ঘুম হ'তে উঠার সময় তার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিনীতভাবে জিহ্বাকে বলে, তুমি আমাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাকে ভয় কর। আমরা তো তোমার সাথে সম্পৃক্ত। তুমি যদি সোজা পথে দৃঢ় থাক তাহ'লে আমরাও দৃঢ় থাকতে পারি। আর তুমি যদি বাঁকা পথে যাও তাহ'লে আমরাও বাঁকা পথে যেতে বাধ্য'।[৪]

আব্দুল্লাহ বিন বুস্র (রাঃ) বলেন, 'জনৈক ব্যক্তি এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! ইসলামের বিধি-বিধান অনেক। আপনি আমাকে সংক্ষেপে কিছু বলে দিন। যা আমি সবসময় ধরে রাখতে পারি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, لاَ يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللهِ 'তোমার জিহ্বা যেন সর্বদা আল্লাহ্র যিকরে সিক্ত থাকে'।[৫] সুতরাং যবানের হেফাযত যতবেশী হবে পুণ্য অর্জন ততবেশী হবে।

যবানের হেফাযতে জান্নাত প্রাপ্তি : কোন ব্যক্তি যদি যথাযথভাবে যবানের হেফাযত করতে পারে তাহ'লে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ يَضْمَنْ لِى مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ 'যে ব্যক্তি আমার কাছে তার দু'চোয়ালের মধ্যস্থিত বস্তুর এবং তার দু' পায়ের মধ্যস্থিত বস্তুর যামিন হবে, আমি তার জন্য জান্নাতের যামিন হব'।[৬]

যবানের পাপ সমূহ :

১. মিথ্যা বলা : মিথ্যা বলার পরিণতি সম্পর্কে হাদীছে এসেছে, বাহয ইবনু হাকীম (রহঃ) তার বাবা ও দাদার সূত্রে বর্ণনা করেন, তার দাদা বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে

১. *ইবনু মাজাহ হা/৩৯৭৬; মিশকাত হা/৪৮৩৯।*
২. *মিরক্বাত ভূমিকা অংশ পৃ.২৪।*
৩. *আহমাদ হা/১৩০৪৮; ছহীহুত তারগীব হা/২৫৫৪।*
৪. *তিরমিযী হা/২৪০৭, মিশকাত হা/৪৮৩৮; সনদ হাসান।*
৫. *তিরমিযী হা/৩৩৭৫; ইবনু মাজাহ হা/৩৭৯৩; মিশকাত হা/২২৭৯।*
৬. *বুখারী হা/৬৪৭৪; মিশকাত হা/৪৮১২।*

বলতে শুনেছি, وَيْلٌ لِلَّذِى يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ– ‘সেই লোক ধ্বংস হোক যে মানুষকে হাসানোর উদ্দেশ্যে মিথ্যা কথা বলে। সে নিপাত যাক, সে নিপাত যাক’।[৭] তাই মিথ্যা বলে যবানের পাপ বৃদ্ধি করা অনুচিত।

২. গীবত করা : কথাবার্তায় গীবত ও চোগলখুরী বর্জন করা যরূরী। গীবতের ভয়াবহতা সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ ‘আর তোমরা ছিদ্রান্বেষণ কর না এবং একে অপরের পিছনে গীবত কর না। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পছন্দ করে? বস্তুতঃ তোমরা সেটি অপছন্দ করে থাক। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বাধিক তওবা কবুলকারী ও পরম দয়ালু’ *(হুজুরাত ৪৯/১২)*।

৩. চোগলখোরী করা : চোগলখোরী সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ، هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ ‘আর তুমি তার আনুগত্য করবে না যে অধিক শপথ করে, যে লাঞ্ছিত। যে পশ্চাতে নিন্দা করে ও একের কথা অপরের নিকট লাগিয়ে বেড়ায়’ *(ক্বলম ৬৮/১০-১১)*।

হাদীছে এসেছে, হুযায়ফা (রাঃ)-এর নিকট খবর পৌঁছাল যে, أَنَّ رَجُلاً يَنُمُّ الْحَدِيثَ فَقَالَ حُذَيْفَةُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَّامٌ ‘এক ব্যক্তি চোগলখোরী করে বেড়ায়। তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, চোগলখোর জান্নাতে প্রবেশ করবে না’।[৮]

৪. গালিগালাজ করা : মানুষকে গালি দেওয়াকে ফাসেক্বী বলা হয়েছে। এটা কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। রাসূল (ছাঃ) বলেন, سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ ‘মুসলিমকে গালি দেয়া ফাসেক্বী এবং তার সাথে লড়াই করা কুফরী’।[৯]

মুসলমানকে গালি দেয়া নিজেকে ধ্বংসে নিপতিত করার শামিল। রাসূল (ছাঃ) বলেন, سَابُّ الْمُؤْمِنِ كَالْمُشْرِفِ عَلَى الْهَلَكَةِ، ‘মুসলমানকে গালি দেয়া নিজেকে ধ্বংসের দিকে নিপতিত করার ন্যায়’।[১০] উভয় গালিদাতাকে রাসূল (ছাঃ) শয়তান বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেন, الْمُسْتَبَّانِ شَيْطَانَانِ يَتَكَاذَبَانِ وَيَتَهَاتَرَانِ، ‘উভয় গালমন্দকারী দুই শয়তান। এরা পরস্পরের উপর মিথ্যা দোষারোপ করে এবং অসত্য বলে’।[১১]

গালিদাতাদের মধ্যে যে প্রথমে শুরু করবে সব গুনাহ তার উপরে বর্তাবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, الْمُسْتَبَّانِ مَا قَالاَ فَعَلَى الْبَادِئِ مَا لَمْ يَعْتَدِ الْمَظْلُومُ، ‘পরস্পর গালিগালাজকারীর মধ্যে যে প্রথমে আরম্ভ করে উভয়ের দোষ তার উপর বর্তাবে, যতক্ষণ না অপরজন সীমালঙ্ঘন করে’।[১২]

এমনকি গালিদাতা পরকালে নিঃস্ব হবে এবং নেকী দিয়ে তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমরা কি জান, নিঃস্ব কে? তারা বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদের মধ্যে নিঃস্ব হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যার দিরহামও (নগদ অর্থ) নেই, কোন সম্পদও নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আমার উম্মতের মধ্যে সেই ব্যক্তি হচ্ছে নিঃস্ব, যে ক্বিয়ামত দিবসে ছালাত, ছিয়াম, যাকাতসহ বহু আমল নিয়ে উপস্থিত হবে এবং এর সাথে সে কাউকে গালি দিয়েছে, কাউকে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে, কারও সম্পদ আত্মসাৎ করেছে, কারও রক্ত প্রবাহিত (হত্যা) করেছে, কাউকে মারধর করেছে ইত্যাদি অপরাধও নিয়ে আসবে। সে তখন বসবে এবং তার নেক আমল হ’তে এ ব্যক্তি কিছু নিয়ে যাবে ও ব্যক্তি কিছু নিয়ে যাবে। এভাবে সম্পূর্ণ বদলা (বিনিময়) নেয়ার আগেই তার সৎআমল নিঃশেষ হয়ে গেলে তাদের গুনাহসমূহ তার উপর চাপিয়ে দেয়া হবে, তারপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে’।[১৩] সুতরাং মুসলমানকে গালি দিয়ে তাকে কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে, যাতে পরকালে ভয়াবহ পরিণতির সম্মুখীন হ’তে না হয়।

৫. উপহাস করা : বিকলাঙ্গ কোন মানুষকে অথবা অসম্পূর্ণ কাজের জন্য কাউকে উপহাস করা উচিত নয়। এতে মানুষ অত্যন্ত কষ্ট পায়। যা আল্লাহ সুবহানাহু তা‘আলা নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُوْنُوْا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ– ‘হে বিশ্বাসীগণ! কোন সম্প্রদায় যেন কোন সম্প্রদায়কে উপহাস না করে। হ’তে পারে তারা তাদের চাইতে উত্তম। আর নারীরা যেন নারীদের উপহাস না করে। হ’তে পারে তারা তাদের চাইতে উত্তম’ *(হুজুরাত ৪৯/১১)*।

৬. অভিশাপ ও অপবাদ দেওয়া : কোন মানুষকে অভিসম্পাত করা উচিত নয়। কেননা এটা মানুষকে অত্যন্ত কষ্ট দেয়। অভিসম্পাত করা মুমিনের বৈশিষ্ট্যও নয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ، ‘ঈমানদারকে লা‘নত করা,

---

৭. *আবূদাঊদ হা/৪৯৯০; তিরমিযী হা/২৩১৫; মিশকাত হা/৪৮৩৪।*
৮. *মুসলিম হা/১৬৮/১০৫, ছহীহ আত-তারগীব হা/২৮২১।*
৯. *বুখারী হা/৪৮, ৬০৪৪, ৭০৭৬; মুসলিম হা/৬৪; মিশকাত হা/৪৮১৪।*
১০. *বাযযার, ছহীহুল জামে‘ হা/৩৫৮৬; ছহীহুত তারগীব হা/২৭৮০।*
১১. *আহমাদ হা/১৭৫২২; আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৪২৭; ছহীহুল জামে‘ হা/৬৬৯৬।*
১২. *মুসলিম হা/২৫৮৭; আবূদাঊদ হা/৪৮৯৪; মিশকাত হা/৪৮১৮।*
১৩. *মুসলিম হা/২৫৮১; তিরমিযী হা/২৪১৮; মিশকাত হা/৫১২৭।*

তাকে হত্যা করার সমতুল্য'।[১৪] তিনি আরও বলেন, لاَ يَنْبَغِى لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَكُوْنَ لَعَّانًا 'মুমিন ব্যক্তি কখনো অভিশাপকারী হ'তে পারে না'।[১৫] আরেকটি হাদীছে মুমিনের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلاَ اللَّعَّانِ وَلاَ الْفَاحِشِ وَلاَ الْبَذِىءِ، 'মুমিন কখনো দোষারোপকারী হ'তে পারে না, অভিসম্পাতকারী হ'তে পারে না। সে অশ্লীল কাজ করে না এবং কটুভাষীও হয় না'।[১৬]

অভিশাপ করার পার্থিব পরিণতি সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا لَعَنَ شَيْئًا صَعِدَتِ اللَّعْنَةُ إِلَى السَّمَاءِ فَتُغْلَقُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ دُوْنَهَا ثُمَّ تَهْبِطُ إِلَى الأَرْضِ فَتُغْلَقُ أَبْوَابُهَا دُوْنَهَا ثُمَّ تَأْخُذُ يَمِيْنًا وَشِمَالاً فَإِذَا لَمْ تَجِدْ مَسَاغًا رَجَعَتْ إِلَى الَّذِى لُعِنَ فَإِنْ كَانَ لِذَلِكَ أَهْلاً وَإِلاَّ رَجَعَتْ إِلَى قَائِلِهَا– 'যখন কোন বান্দা কোন ব্যক্তিকে অভিশাপ দেয়, তখন ঐ অভিশাপ আকাশের দিকে উঠতে থাকে। অতঃপর আকাশের দরজা বন্ধ করে দেয়া হয়। তখন তা পুনরায় দুনিয়ায় প্রত্যার্বতনের জন্য রওয়ানা হয়। কিন্তু দুনিয়াতে আসার পথও বন্ধ করে দেওয়া হয়। তখন সে ডানে বামে যাওয়ার চেষ্টা করে। অবশেষে অন্য কোন পথ না পেয়ে যাকে অভিশাপ করা হয়েছে, তার নিকটে ফিরে আসে। অতঃপর সে যদি ঐ অভিশাপের যোগ্য হয়, তাহ'লে তার উপর ঐ অভিশাপ পতিত হয়। অন্যথা অভিশাপকারীর উপরেই তা পতিত হয়'।[১৭]

অভিশাপ করার পরকালীন পরিণতি সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, لاَ يَكُونُ اللَّعَّانُونَ شُفَعَاءَ وَلاَ شُهَدَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 'অভিসম্পাতকারীরা (ক্বিয়ামতে) সুপারিশকারী হ'তে পারবে না এবং সাক্ষীদাতাও হ'তে পারবে না'।[১৮] সুতরাং কাউকে অভিশাপ দেয়া থেকে বিরত থাকতে হবে।

৭. তর্ক-বির্তক ও বাচালতা : তর্ক-বিতর্ক, ঝগড়া বা বাক-বিতণ্ডা কখনো ভাল ফল বয়ে আনে না। কাজেই অপ্রয়োজনে এসব থেকে দূরে থাকা উচিত। রাসূল (ছাঃ) বলেন, أَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِى رَبَضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا وَبِبَيْتٍ فِى وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا وَبِبَيْتٍ فِى أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ– 'আমি সেই ব্যক্তির জন্য জান্নাতের পার্শ্বদেশে এক গৃহের যামিন হচ্ছি, যে ব্যক্তি সত্যাশ্রয়ী হওয়া সত্ত্বেও তর্ক-বিতর্ক বর্জন করে। সেই ব্যক্তির জন্য জান্নাতের মধ্যদেশে এক গৃহের যামিন হচ্ছি, যে ব্যক্তি উপহাসছলেও মিথ্যা বলে না। আর সেই ব্যক্তির জন্য জান্নাতের উর্ধ্বদেশে এক গৃহের যামিন হচ্ছি, যে ব্যক্তি তার চরিত্রকে সুন্দর করে'।[১৯]

অন্যত্র তিনি বলেন, مَا ضَلَّ قَوْمٌ بَعْدَ هُدًى كَانُوْا عَلَيْهِ إِلَّا أُوتُوْا الْجَدَلَ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ–بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُوْنَ 'হেদায়াত লাভের পর কোন জাতি গোমরাহ হয়নি, যারা ঝগড়ায় লিপ্ত হয়নি। অতঃপর তিনি পাঠ করেন 'বরং তারা হ'ল ঝগড়াকারী সম্প্রদায়' *(যুখরুফ ৪৩/৫৮)*।

৮. অনর্থক ও অপ্রয়োজনীয়তা কথা বলা : অনর্থক ও অপ্রয়োজনীয় কথা পরিহার করতে হবে। কেননা এতে কোন উপকারিতা নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ 'মানুষের জন্য ইসলামের সৌন্দর্য হচ্ছে তার অনর্থক কথাবার্তা পরিহার করা'।[২০] এছাড়া মানুষের ব্যক্ত করা কথাবার্তার কারণে তাকে শাস্তি পেতে হ'তে পারে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللهِ، لَا يَرَى بِهَا بَأْسًا، فَيَهْوِيْ بِهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا– 'মানুষ আল্লাহ্র অসন্তুষ্টিমূলক কথা বলে এবং তাকে দূষণীয় মনে করে না। অথচ এই কথার দরুন সত্তর বছর ধরে সে জাহান্নামে পতিত হ'তে থাকবে'।[২১] যবানের অপব্যবহার মানুষকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে। দীর্ঘ এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, হযরত মু'আয (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, وَهَلْ نُؤَاخَذُ بِمَا تَكَلَّمْتُ بِهِ أَلْسِنَتُنَا؟ 'কথার কারণেও কি আমাদের পাকড়াও করা হবে? তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মু'আয (রাঃ)-এর উরুতে মৃদু আঘাত করে বললেন- يَا مُعَاذُ ثَكِلَتْكَ هَلْ يُكَبُّ النَّاسَ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ فَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ .فِي جَهَنَّمَ إِلَّا مَا نَطَقَتْ بِهِ أَلْسِنَتُهُمْ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُتْ عَنْ شَرٍّ، قُولُوا خَيْرًا تَغْنَمُوا وَاسْكُتُوا عَنْ شَرٍّ تَسْلَمُوا– 'হে মু'আয! তোমার মা তোমাকে হারিয়ে ফেলুক! আরে, মানুষকে তো তার যবানের কথাই উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে। যে আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাসী সে যেন ভাল কথা বলে বা অন্তত মন্দ কথা থেকে বিরত থাকে। তোমরা ভাল কথা বল, লাভবান হবে। মন্দকাজ থেকে বিরত থাক, নিরাপদ থাকবে'।[২২]

---

১৪. বুখারী হা/৬১০৫; ৬৬৫২; মুসলিম হা/১১০।
১৫. তিরমিযী হা/২০১৯; মিশকাত হা/৪৮৪৮; ছহীহাহ হা/২৬৩৬।
১৬. তিরমিযী হা/১৯৭৭; মিশকাত হা/৩৬; ছহীহুল জামে' হা/৫৩৮১।
১৭. আবূদাঊদ হা/৪৯০৫; ছহীহুল জামে' হা/১৬৭২।
১৮. মুসলিম হা/২৫৯৮; আবূদাঊদ হা/৪৯০৭।
১৯. আবূদাঊদ হা/৪৮০০; তিরমিযী হা/১৯৯৩; ছহীহাহ হা/২৭৩।
২০. ইবনু মাজাহ হা/৩৯৭৬, তিরমিযী হা/২৩১৭; মিশকাত হা/৪৮৩৯।
২১. তিরমিযী হা/২৩১৪; ইবনু মাজাহ হা/৩৯৭০; মিশকাত হা/৪৮৩৩।
২২. মুসতাদরাকে হাকেম, হা/৭৭৭৪।

যবানের পুণ্য

১. সত্য বলা : রাসূল (ছাঃ) বলেন, عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّهُ مَعَ الْبِرِّ وَهُمَا فِى الْجَنَّةِ وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّهُ مَعَ الْفُجُوْرِ وَهُمَا فِى النَّارِ 'তোমরা সত্য গ্রহণ কর। সত্য নেকীর সাথে রয়েছে। আর উভয়টি জান্নাতে যাবে। আর মিথ্যা থেকে বেঁচে থাক। মিথ্যা পাপের সাথে রয়েছে। উভয়ই জাহান্নামে যাবে'।[২৩] অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِيْ إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِيْ إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدِّيْقًا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِيْ إِلَى الْفُجُوْرِ وَإِنَّ الْفُجُوْرَ يَهْدِيْ إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا– 'তোমাদের উপরে আবশ্যিক হ'ল সত্য কথা বলা। কেননা সততা কল্যাণের পথ দেখায় এবং কল্যাণ জান্নাতের পথ দেখায়। যে ব্যক্তি সর্বদা সত্যের উপর দৃঢ় থাকে তাকে আল্লাহ্র খাতায় সত্যনিষ্ঠ বলে লিখে নেয়া হয়। আর তোমরা মিথ্যা বলা থেকে বেঁচে থাক। কেননা মিথ্যা পাপের দিকে পথ দেখায় এবং পাপ জাহান্নামের পথ দেখায়। যে ব্যক্তি সদা মিথ্যা কথা বলে এবং মিথ্যায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ে তাকে আল্লাহ্র খাতায় মিথ্যুক বলে লিখে নেয়া হয়'।[২৪]

সত্য বললে আল্লাহ ও রাসূলের ভালবাসা লাভ করা যায়। আব্দুর রহমান ইবনু হারিছ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, 'আমরা একদা নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকটে ছিলাম। তিনি ওযূর পানি নিয়ে ডাকলেন। তিনি তাতে হাত ডুবালেন এবং ওযূ করলেন। আমরা তাকে অনুসরণ করলাম এবং তার নিকট হ'তে অঞ্জলী ভরে ওযূর পানি নিলাম। তিনি বললেন, তোমরা এ কাজ করতে উৎসাহিত হ'লে কেন? আমরা বললাম, এটা হ'ল আল্লাহ ও তার রাসূলের ভালবাসা। তিনি আরও বললেন, فَإِنْ أَحْبَبْتُمْ أَنْ يُحِبَّكُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُوْلُهُ، فَأَدُّوْا إِذَا ائْتُمِنْتُمْ، وَاصْدُقُوْا إِذَا حَدَّثْتُمْ، وَأَحْسِنُوْا جِوَارَ مَنْ جَاوَرَكُمْ 'তোমরা যদি চাও যে, আল্লাহ ও তার রাসূল তোমাদেরকে ভালবাসবেন তাহ'লে তোমাদের নিকট আমানত রাখা হ'লে, তা প্রদান করবে এবং কথা বললে, সত্য বলবে। আর তোমাদের প্রতিবেশীর সাথে ভাল আচরণ করবে'।[২৫]

২. হাসিমুখে সাক্ষাৎ করা ও কথা বলা : মানুষকে আনন্দিত করার একটি বিশেষ উপায় হ'ল ছোট-বড় নির্বিশেষে সবার সাথে সর্বদা হাসি মুখে কথা বলা। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ، وَإِنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ، وَأَنْ تُفْرِغَ مِنْ دَلْوِكَ فِي إِنَاءِ أَخِيكَ، 'প্রতিটি ভাল কাজই ছাদাক্বা স্বরূপ। তোমার ভাইয়ের সাথে হাসি মুখে সাক্ষাৎ করা এবং তোমার বালতির পানি দিয়ে তোমার ভাইয়ের পাত্র ভর্তি করে দেওয়াও নেক আমলের অন্তর্ভুক্ত'।[২৬] অন্যত্র তিনি বলেন, تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيْكَ لَكَ صَدَقَةٌ 'হাস্যোজ্জ্বল মুখ নিয়ে তোমার ভাইয়ের সামনে উপস্থিত হওয়া তোমার জন্য ছাদাক্বা স্বরূপ'।[২৭]

৩. আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্য ভাল ও কল্যাণকর কথা বলা : আমাদেরকে সর্বদা ভাল কথা বলতে হবে। যদি ভাল কথা বলার কিছু না থাকে তাহ'লে চুপ থাকতে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন উত্তম কথা বলে অথবা চুপ থাকে'।[২৮] আল্লাহ বলেন, لَا خَيْرَ فِيْ كَثِيْرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوْفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا- 'তাদের অধিকাংশ শলা-পরামর্শে কোন মঙ্গল নেই। কিন্তু যে পরামর্শে তারা মানুষকে ছাদাক্বা করার বা সৎকর্ম করার কিংবা লোকদের মধ্যে পরস্পরে সন্ধি করার উৎসাহ দেয় সেটা ব্যতীত। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে সেটা করে, সত্ত্বর আমরা তাকে মহা পুরস্কার দান করব' *(নিসা ৪/১১৪)*।

---

২৩. ইবনু হিব্বান, আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/৪১৮৬।
২৪. বুখারী, মুসলিম হা/২৬০৭; মিশকাত হা/৪৬২৪।
২৫. ত্বাবারাণী, আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/৪১৮০।
২৬. তিরমিযী হা/১৯৭০; মিশকাত হা/১৯১০, ছহীহ হাদীছ।।
২৭. তিরমিযী হা/১৯৫৬; ছহীহাহ হা/৫৭২; ছহীহুল জামে' হা/২৯০৮।
২৮. বুখারী হা/৬০১৮-১৯; মুসলিম হা/৪৭-৪৮; মিশকাত হা/৪২৪৩।

প্রয়োজনের অতিরিক্ত কথা বললে বেশী ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এ ভুল মানুষের জন্য মন্দ পরিণতি ডেকে আনতে পারে। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللهِ لاَ يُلْقِى لَهَا بَالاً، يَرْفَعُ اللهُ بِهَا دَرَجَاتٍ، وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللهِ لاَ يُلْقِى لَهَا بَالاً يَهْوِى بِهَا فِى جَهَنَّمَ– 'নিশ্চয়ই বান্দা কখনও আল্লাহ্র সন্তুষ্টির কোন কথা বলে অথচ সে কথা সম্পর্কে তার জ্ঞান নেই। কিন্তু এ কথার দ্বারা আল্লাহ তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন। আবার বান্দা কখনও আল্লাহ্র অসন্তুষ্টির কথা বলে ফেলে যার পরিণতি সম্পর্কে তার ধারণা নেই, অথচ সে কথার কারণে সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে'।[২৯]

৪. সর্বদা জিহ্বাকে যিকিরে ব্যস্ত রাখা : বান্দার হৃদয় থেকে যখন কোন পবিত্র বাক্য ও কথা উৎসারিত হয়, তখন আল্লাহ সেটা তার কাছে তুলে নেন। তিনি বলেন, إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ 'তার দিকেই আরোহন করে পবিত্র বাক্য। আর সৎকর্ম তাকে উচ্চ করে' *(ফাতির ৩৫/১০)*। ইমাম শাওকানী (রহঃ) বলেন, এখানে 'পবিত্র বাক্য' বলতে আল্লাহ্র যিকির, তাসবীহ-তাহমীদ, কুরআন তিলাওয়াত, সৎ কাজের আদেশ, অসৎ কাজের নিষেধ প্রভৃতিকে বুঝানো হয়েছে, যা নিয়ে ফেরেশতামণ্ডলী আকাশে আরোহণ করেন এবং আল্লাহ তার ছওয়াব প্রদান করেন'।[৩০]

৫. মিষ্টভাষী হওয়া : মিষ্টভাষী হওয়া মানুষের অন্যতম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। বিনয় মানুষকে উচ্চাসনে সমাসীন ও গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিত্বে পরিণত করতে সহায়তা করে। বিনয়ীকে মানুষ শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে। যে যত বেশী বিনয়ী ও নম্র হয় সে তত বেশী উন্নতি লাভ করতে পারে। এ পৃথিবীতে যারা আজীবন স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে মানুষের হৃদয়ের মণিকোঠায় আসন লাভ করে আছেন তাদের প্রত্যেকেই বিনয়ী ও নম্র ছিলেন।

আব্দুল্লাহ ইবনু মুবারক (রহঃ) বলেছেন, رَأْسُ التَّوَاضُعِ أَنْ تَضَعَ نَفْسَكَ عِنْدَ مَنْ هُوَ دُوْنَكَ فِيْ نِعْمَةِ الدُّنْيَا، حَتَّى تُعْلِمَهُ أَنْ لَيْسَ لَكَ بِدُنْيَاكَ عَلَيْهِ فَضْلٌ، وَأَنْ تَرْفَعَ نَفْسَكَ عَمَّنْ هُوَ فَوْقَكَ فِي نِعْمَةِ الدُّنْيَا، حَتَّى تُعْلِمَهُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ بِدُنْيَاهُ عَلَيْكَ فَضْلٌ–'বিনয় ও নম্রতার মূল হ'ল, তুমি তোমার দুনিয়ার নে'মতের ক্ষেত্রে নিজেকে তোমার নীচের স্তরের লোকদের সাথে রাখ, যাতে তুমি তাকে বুঝাতে পার যে, তোমার দুনিয়া নিয়ে তুমি তার চেয়ে মর্যাদাবান নও। আর নিজেকে উঁচু করে দেখাবে তোমার চেয়ে দুনিয়াবী নে'মত নিয়ে উঁচু ব্যক্তির নিকট, যাতে তুমি তাকে বুঝাতে পার যে, দুনিয়া নিয়ে সে তোমার উপর মর্যাদাবান নয়'।[৩১]

সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ) তার শিষ্যদের বলেন, أتدرون ما الرفق) قالوا: قل يا أبا محمد! قال: أن تضع الأمور في مواضعها: الشدة في موضعها، واللين في موضعه، والسيف في موضعه، والسوط في موضعه 'তোমরা কি জানো নম্রতা কী? তারা বলল, আপনি বলুন, হে আবু মুহাম্মাদ! তিনি বললেন, প্রত্যেক বিষয়কে যথাস্থানে রাখা। কঠোরতাকে স্ব-স্থানে, নম্রতাকে তার স্থানে, তরবারিকে যথাস্থানে, চাবুককে তার স্থানে রাখা'।[৩২]

উপসংহার : উপরোক্ত গুণাবলী অর্জনের মাধ্যমে সত্যিকার অর্থে একটি সুখী ও সমৃদ্ধ সমাজ বিনির্মাণ সম্ভব। পরিশেষে বলব, মার্জিত কথা, নম্র ও নিম্নস্বরে বলার চেষ্টা করতে হবে। সাথে সাথে অনর্থক ও অপ্রয়োজনীয় কথা পরিত্যাগ করতে হবে। যে কথার মধ্যে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি আছে এমন কথা বলতে হবে এবং যাতে আল্লাহ্র অসন্তুষ্টি রয়েছে তা পরিত্যাগ করতে হবে। আল্লাহ আমাদেরকে যবানের পাপ থেকে মুক্তি দিন এবং যবানের যথাযথ ব্যবহারের তাওফীক দান করুন।-আমীন!

[লেখক : ফায়ছাল মাহমূদ, কেন্দ্রীয় সমাজ কল্যাণ সম্পাদক, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ।]

---

২৯. *বুখারী হা/৬৪৭৮; মুসলিম হা/২৪৯৩; মিশকাত হা/৫৮১৫।*
৩০. *ফাৎহুল কাদীর ৪/৩৪১।*
৩১. *ইবনু আবিদ দুনিয়া, আত-তওয়াযু ওয়াল খামূল পৃ. ১৬৫।*
৩২. *ফায়যুল কাদীর ৪/৭৩ পৃ.।*

সদ্য প্রকাশিত ২টি বই

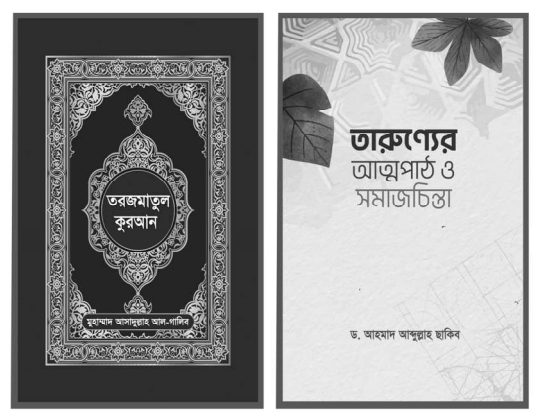

অর্ডার করুন : ০১৭৭০-৮০০৯০০, www.hadeethfoundationbd.com

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী, মোবাইল : ০১৭৭০-৮০০৯০০; ঢাকা অফিস : ২২০ বংশাল, মোবাইল : ০১৮৩৫-৪২৩৪১১

শায়খ ওবাইদ বিন আব্দুল্লাহ আল-জাবিরী (রহঃ)

-মীযানুর রহমান মাদানী

শায়খ ওবাইদ আল-জাবেরী (১৯৩৮-২০২২ খৃ.) সমসাময়িক যুগের খ্যাতিমান সালাফী বিদ্বান। তিনি একাধারে মুফাস্সির, মুহাদ্দিছ, ফক্বীহ ও উছূলবিদ। তিনি দাওয়াত ও দ্বীন শিক্ষা বিষয়ে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। সঊদী আরবের প্রখ্যাত আলেমগণের তালিকায় তাঁর নাম স্থান পেয়েছে। তিনি বিভিন্ন স্থানে অনেক ইলমী দাওরার আয়োজন, অংশগ্রহণ ও আলোচনা করতেন। এতে যুবকদের মাঝে তাঁর ইলম ও দাওয়াতের প্রভাব ছিল ব্যাপক। ফলশ্রুতিতে তরুণ প্রজন্ম ইসলামী আদর্শে জীবনযাপনের প্রতি উদ্বুদ্ধ হ'ত।

জন্ম : প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন ওবাইদ আল-জাবিরী ১৩৫৭ হিজরী মোতাবেক ১৯৩৮ সালে মদীনা মুনাওয়ারা থেকে প্রায় ১৪০ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত ওয়াদী আল-ফারঈ'র অন্তর্ভুক্ত আল-ফাক্বীর নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পূর্ণ নাম ওবাইদ বিন আব্দুল্লাহ বিন সুলাইমান আল-জাবিরী আল-হামাদানী।

শিক্ষা জীবন : তিনি ১৯৪৪ সালে সাত অথবা আট বছর বয়সে পিতার কর্মস্থল 'মুহাদ্দুযাহাব' নামক স্থানে চলে যান। সেখানে প্রাথমিক স্তরে তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত পড়ালেখা করেন। এরপর ১৩৭৬ হিজরী থেকে মদীনায় বসবাস শুরু করেন। পারিবারিক সমস্যার কারণে অল্প কিছু দিনের জন্য তাঁর পড়ালেখা বন্ধ রাখতে হয়। অতঃপর ১৩৮১ হিজরীতে 'দারুল হাদীছ আল-মাদানিয়্যা'তে ভর্তি হয়ে পুণরায় পড়ালেখা শুরু করেন। এরপর 'ইদারাতুল কুল্লিয়াহ ওয়াল-মা'আহিদের আওতাধীন 'আল-মা'হাদ আল-ইলমী'তে ভর্তি হয়ে পাঁচ বছর পড়ালেখা করেন। অতঃপর ১৩৮৮ হিজরীতে মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শরী'আ বিভাগে ভর্তি হন। উল্লেখ্য যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পূর্বেই তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। ১৯৭৩ সালে নিজ বিভাগে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে অনার্স সম্পন্ন করেন। অতঃপর একই বিশ্ববিদ্যালয়ের তাফসীর বিভাগ থেকে মাস্টার্স ডিগ্রী অর্জন করেন।

কর্ম জীবন : কর্মজীবনে তিনি ছিলেন ইমাম, শিক্ষক, দাঈ এবং বিদগ্ধ লেখক। তিনি মদীনায় 'মসজিদে সাব্ত' নামক মসজিদে ১৩৮৭ থেকে ১৩৯২ হিজরী সন পর্যন্ত ইমাম ছিলেন। এরপর ১৩৯২ থেকে ১৩৯৬ হিজরী পর্যন্ত জেদ্দায় ওমর বিন আব্দুল আযীয মাধ্যমিক মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করেন। ১৩৯৬ হিজরী সনের শেষ থেকে ১৪০৪ হিজরী পর্যন্ত মদীনা মুনাওয়ারায় 'মারকাযুদ দাওয়া ওয়াল-ইরশাদ' সেন্টারে দাঈ এবং অত্র মারকাযের ভাইস চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। এরপর ১৪০৭ হিজরী সন থেকে ১৪১৪ হিজরী পর্যন্ত প্রায় সাত বছর মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। উল্লেখ্য যে, শিক্ষকতাকালীন তিনি একই বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টার্সের ছাত্র ছিলেন। সবশেষে মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত সমাজ সেবামূলক প্রতিষ্ঠান 'মারকাযু খিদমাতিল মুজতামা'তে দায়িত্ব পালন শেষে ১৪১৭ হিজরীতে অবসর গ্রহণ করেন।

শিক্ষকমণ্ডলী : তিনি অনেকের কাছ থেকেই জ্ঞানতৃষ্ণা নিবারণ করেছেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'লেন, শায়খ সাইফুর রহমান বিন আহমাদ, আম্মার বিন আব্দুল্লাহ, শায়খ আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল আযীয আল-খুযাইরী, আওদাহ বিন ত্বালক্ব আল-আহমাদী, দাখীলুল্লাহ বিন খলীলুল্লাহ আল-খুলাইত্বী, মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ আল-আজলান, হামীদ আল-হাযিমী, প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ হাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ আল-আনছারী ও আল্লামা মুহাদ্দিছ আব্দুল মুহসিন আল-আব্বাদ প্রমুখ।

রচনাসমূহ : লেখনীর মাধ্যমে তিনি শারঈ ইলমের বিভিন্ন শাখায় গুরুত্বপূর্ণ ও প্রশংসনীয় অবদান রেখেছেন। বিশেষভাবে আক্বীদায় ছিল তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য। তাঁর লিখিত, সংকলিত ও ব্যাখ্যাকৃত গ্রন্থের সংখ্যা অনেক। যা জ্ঞান পিপাসুদের ইলমী তৃষ্ণা মিটানোর সহায়ক উৎস হিসাবে যুগ যুগ উপকারে আসবে-বিইযনিল্লাহ! তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল :

১. আল-বায়ান আল-মুফীদ শারহু কিতাবিত তাওহীদ।
২. ফাতহুল আলীয়্যিল আ'লা শারহুল ক্বাওয়াঈদ আল-মুছলা।
৩. আল-কুতূফ আল-জানিয়্যাহ শারহুল আক্বীদা আল-ওয়াসিত্বিয়্যা লিশাইখিল ইসলাম ইবনে তায়মিয়্যা।
৪. আল-বায়ান আত-তাফসীলী বিশারহি আক্বীদাতি আবী বকর আল-ইসমাঈলী।
৫. ইতহাফু উলিল বাছার বিত-তা'লীক্বি আলা রিসালাতিল্ আমরি বিল-মা'রূফি ওয়ান-নাহি আনিল মুনকার।
৬. আল-বায়ান আল-মারছা'আ শারহুল ক্বাওয়াঈদিল আরবা'আ।
৭. শারহু উছূলিস সুন্নাহ লিল-ইমাম আহামদ।
৮. শারহু উছূলিস সুন্নাহ লিল হুমাইদী।
৯. আল-ফাওয়ায়িদ আল-আক্বদিয়্যা ওয়াল ক্বাওয়াঈদ আল-মান হাজিয়্যা মিন তা'ছীলাতি উছূলিস সুন্নাহ।
১০. ইন'আমুল বারী শারহু কিতাবিল ই'তেছাম মিন ছহীহিল বুখারী।
১১. তাহযীরু উলিল আলবাব মিনাল মাক্বালাতিল মুখালিফা তিছ-ছওয়াব।
১২. রাদ্দুল আল্লামা ওবাইদ আল-জাবিরী আলা ক্বাওয়াঈদি আলী আল-হালাবী আল-জাদীদা।
১৩. যাদুল মুসলিম শারহু মুখতাছারি ছহীহ মুসলিম লিল-মুনযিরী।
১৪. আল-ক্বাওলুল মাদবাজ বিযিকরি ওছায়া ফিল-মানহাজ।
১৫. ইতহাফুল উকূল বিশারহিছ ছালাছাতিল উছূল।
১৬. আত-ত্বায়্যিব আল-জানী আলা শারহিস সুন্নাতি লিল-ইমাম আল-মুযানী।
১৭. ইমদাদুল ক্বারী বিশারহি কিতাবুত তাফসীর মিন ছহীহিল বুখারী।
১৮. ইমদাদু ছাদিক্বিল আমানী বিশারহি মুক্বাদ্দামাতে আবী যায়দ আল-ক্বায়রুওয়ানী।
১৯. তাবছীরুল খালাফ বিশারহিত তুহাফ ফী মাযহাবিস সালাফ লিশ-শাওকানী।
২০. তানবীহু যাবীল উকূলিস সালীমা ইলা ফাওয়ায়িদা মুসতানবিত্বা মিনাস সিত্তাতিল উছূলিল আযীমা।

২১. তানবীরুল মুবতাদী বিশারহি মানযুমাতিল ক্বাওয়াঈদ আল-ফিক্বহিয়্যাহ লি-ইবনে সা'দী।
২২. তাইসীরুল ইলাহ বিশারহি আদিল্লাতি শুরুত্বি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।
২৩. জিনায়াতুত তামায়্যুঈ আলাল-মানহাজিস সালাফী।
২৪. ফাতহুল কুদ্দূসিস সালাম বিশারহি নাওয়াক্বিযিল ইসলাম।
২৫. ক্বিত্বাউল লুজাজাহ বিশারহিল মুক্বাদ্দামাতি মিন সুনানিল ইমাম ইবনে মাজাহ।
২৬. মাজমূ'আতুর রাসাইল আল-জাবিরিয়্যাহ ফী মাসায়িল ইলমিয়্যাহ উফক্বল কিতাব ওয়াস-সুন্নাহ আন-নববীয়্যাহ (১ম ও ২য় খণ্ড)। এতে শায়খের তেইশটি প্রবন্ধ সংকলিত রয়েছে।

ব্যক্তিত্ব : শায়খ তাঁর ছাত্রদের প্রতি অত্যন্ত সদয় ছিলেন। তাঁর বাড়িতে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষ ফাতাওয়া জানতে আসত। তিনি তাঁদের ইলমী উপকারের কথা চিন্তা করে নিজ বাড়িতে সাদরে গ্রহণ করতেন। তিনি অধিকাংশ সময় তাঁর বাড়ি সংলগ্ন স্থানীয় মসজিদে শিক্ষাদানে সময় কাটাতেন। মসজিদে নববীর শিক্ষার্থীদের সাথে তিনি ফোন এবং ইন্টারনেটের মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতেন। এছাড়াও তিনি দাওয়ার কাজে দেশের ভিতরে এবং বাইরে ভ্রমণ করতেন। শায়খ মানবীয় গুণাবলীর দিক থেকেও অন্যদের জন্য অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি নিজ পরিবারের প্রতি যত্নশীল ছিলেন। পরিবারের সদস্যদের হাসি-খুশি রাখার চেষ্টা করতেন। তিনি ছোট বাচ্চাদের অনেক ভালবাসতেন। তাদের সাথে খেলাধুলা করতেন এবং সময় পেলে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষাদানও করতেন। তিনি আহলুস সুন্নাহকে অন্তর দিয়ে ভালবাসতেন এবং অন্যান্য দেশের আহলুস সুন্নাহর আলেমদের খোঁজ-খবর নিতেন। একবার মক্কার হারামে শায়খ মুহাম্মাদ আব্দুল-ওয়াহ্হাব আল-বান্নার সাথে তিনি দেখা করেন। শায়খ মুহাম্মাদ আল-বান্না শায়খ ওবাইদকে দেখে তার প্রতি ভালবাসায় কেঁদে ফেলেছিলেন। অতঃপর শায়খ আল-বান্না শায়খ ওবাইদকে রাতের খাবারের জন্য নিজ বাড়িতে আমন্ত্রণ জানান।

সমসাময়িক বিদ্বানগণের দৃষ্টিতে শায়খ ওবাইদ : (১) শায়খ রাবী' বিন হাদী আল-মাদখালী বলেন, যারা আল্লাহভীরু, তাক্বওয়াশীল, দুনিয়াবিমুখ ও হকের পক্ষে বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর তাদের মধ্যে শায়খ ওবাইদ ছিলেন সমসাময়িক শ্রেষ্ঠ সালাফী আলেম। তিনি ছাত্রদেরকে তাঁর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা থেকে উপকৃত হওয়ার পরামর্শ দিতেন। বিদ্বেষীরা শায়খ ওবাইদের সমালোচনা করলে শায়খ রাবী' বলেছিলেন, বিদ্বেষীরা আপনাকে ফুলের শুভেচ্ছা দিবে এমনটা আশা করবেন না। তারা কী বলে তা নিয়ে চিন্তা করবেন না। সর্বদা জ্ঞানের পথে চলুন। মুহাম্মাদ (ছাঃ)ও বিদ্বেষীদের বিদ্বেষ থেকে মুক্ত ছিলেন না। (২) শায়খ আব্দুর রহমান মুহিউদ্দীন বলেন, ওবাইদ আমাদের সাথী, তাকে আমরা ভাল করেই চিনি। তিনি মাশাআল্লাহ ইলম অন্বেষী এবং এই উম্মাহ্র অন্যতম আলেম। (৩) শায়খ ছালিহ ইবনে ফাওযানকে শায়খ ওবাইদ আল-জাবিরী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন, তাঁর কাছ থেকে উপকৃত হও কারণ তিনি আলেমদের মধ্যে পরিচিত। অন্যান্য বয়োজ্যেষ্ঠ পণ্ডিত যেমন মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ও মসজিদে নববীর শিক্ষক শায়খ ড. ছালিহ আস-সুহাইমী, শায়খ ওবাইদকে অনেক ভালবাসতেন এবং তাঁর জ্ঞান ও প্রজ্ঞার প্রশংসা করেন।

মৃত্যু : আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের এই ইলমী মহীরুহ ২৮শে রবীউল আখের ১৪৪৪ হিজরী মোতাবেক ২২শে নভেম্বর ২০২২ রোজ মঙ্গলবার মদীনা মুনাওয়ারাতে ৮৭ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। আল্লাহ তাঁর ইলমী খেদমতগুলোকে ছাদাক্বায়ে জারিয়া হিসাবে কবুল করুন। তাকে ক্ষমা করুন, রহম করুন এবং জান্নাতুল ফিরদাউসের বাসিন্দা হিসাবে কবুল করুন-আমীন!

[লেখক : পি.এইচ.ডি গবেষক, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব।]

ATAB MEMBER
Biman BANGLADESH AIRLINES

ক্বাযী হারূণ ট্রাভেলস

(ট্রাভেল এজেন্সী নিবন্ধন সনদ নং ০০১৩৫৯৬, ATAB রেজিঃ নং ১৭১৪২)

আসসালা-মু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহ

সম্মানিত হজ্জ ও ওমরাহ গমনেচ্ছু ভাই ও বোনেরা! ক্বাযী হারূণ ট্রাভেলস (সাবেক ক্বাযী হজ্জ কাফেলা) বিগত কয়েক বছর যাবৎ রাসূল (ছাঃ)-এর শেখানো পদ্ধতি মোতাবেক পবিত্র হজ্জ ও ওমরাহ পালনকারীদের খিদমত করে আসছে। আগামী বছরগুলিতেও এ ট্রাভেলস আপনাদের খিদমতে নিয়োজিত থাকবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সকলকে বিশুদ্ধ নিয়তে ও সুন্নাতসম্মত পদ্ধতিতে হজ্জব্রত পালনের তাওফীক দান করুন-আমীন!

আমাদের বৈশিষ্ট্য সমূহ :

- পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ মোতাবেক হজ্জ ও ওমরাহ্র সকল কার্যাবলী সম্পন্ন করার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা।
- একাধিক প্যাকেজ মোতাবেক উভয় হারামের সম্ভবপর নিকটবর্তী স্থানে আবাসনের ব্যবস্থা।
- দেশী বাবুর্চী দ্বারা রান্না করা খাবারের ব্যবস্থা।
- ঢাকা বিমানবন্দর হ'তে শুরু করে ফেরত আসা পর্যন্ত সার্বক্ষণিক গাইডের ব্যবস্থা।
- হজ্জ ও ওমরাহ্র যাবতীয় কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সমাধা করার জন্য নিয়মিত তা'লীমের ব্যবস্থা।

বিঃ দ্রঃ

- **সব সময় হজ্জের প্রাক-নিবন্ধন চালু আছে।**
- **প্রতিমাসে ওমরাহ্র প্যাকেজ চালু থাকবে (যাত্রী হওয়া সাপেক্ষে)। সেক্ষেত্রে কমপক্ষে ২ (দুই) মাস আগে যোগাযোগ করতে হবে।**

ঢাকা অফিস : ক্বাযী হারূণ ট্রাভেলস, আল-আমীন কমপ্লেক্স, ২৬২, ফকিরের পুল (৪র্থ তলা, স্যুট নং ৪০৩), মতিঝিল, ঢাকা- ১০০০।
মোবাইল নং ০১৭১১-৭৮৮২৩৫, ০১৭১৩-৩৮০২৩৩। ই-মেইল : quaziharuntravels@gmail.com
রাজশাহী যোগাযোগ : ক্বাযী হারূণুর রশীদ, তুহিন বস্ত্রালয়, ইসলামিক কমপ্লেক্স মার্কেট, নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭১১-৭৮৮২৩৫।

অলস অহংকারীর করুণ পরিণতি

-মুহাম্মাদ আব্দুর রঊফ

অনেক দিন আগের কথা। একটি পুরাতন অব্যবহৃত বাড়িতে দীর্ঘদিন যাবৎ কিছু পিঁপড়া বসবাস করছিল। একদিন সে বাড়ির দেয়ালের ফাটলে ভীমরুল বাসা বাঁধল। পিঁপড়া ও ভীমরুলগুলো নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত থাকত। সাধারণত গ্রীষ্মকালে পিঁপড়াগুলো বাগান, অলি-গলি ও নির্জন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ত। দিন-রাত পরিশ্রম করে খাদ্য সংগ্রহ করত। সে খাদ্য গুদামজাত করে গুদাম কানায় কানায় পূর্ণ করত। শীতকালে তারা অবসর জীবনযাপন করত।

একদিন একটা ভীমরুল সেই বাড়ির দেয়ালে বসেছিল। সে দেখল একটা পিপড়া শুষ্ক একটি তুত ফলের দানা কামড়ে ধরে নিজের বাসার দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। তার শক্তি ছিল না বিধায় উল্টে পড়ে গেল। পুনরায় দানাটিকে ঠেলতে ঠেলতে দেয়ালে উঠতে যাচ্ছিল। যখনি অর্ধেক রাস্তায় পৌঁছাল তুতের দানাটি মুখ থেকে পড়ে গেল। এভাবে বেশ কয়েকবার দানাটি মাঝপথে এসে পিঁপড়ার মুখ থেকে পড়ে যায়। অবশেষে পিঁপড়া দানাটি উপরে তুলতে সক্ষম হ'ল। সেটাকে রেখে ক্লান্তির স্বরে বলল, আহ! হে আল্লাহ! ক্লান্ত হয়ে গেছি।

ভীমরুল পিঁপড়ার ধৈর্য ও মনোবল দেখে আশ্চর্য হ'ল। সে উড়ে এসে পিঁপড়ার পাশে বসে বলল, ক্লান্ত হয়ো না। তুমি হয়ত জানো আমি তোমার প্রতিবেশী। আমরা এই বাড়ির দেয়ালের ফাটলে বাসা বেঁধেছি।

পিঁপড়া বলল, ধন্যবাদ, আমি জানি। সবাই নিজেদের জীবন নিয়ে ব্যস্ত।

ভীমরুল বলল, হ্যাঁ, এটাই দুনিয়ার নিয়ম। কিন্তু তোমরা এটা কী কাজ কর?

পিঁপড়া বলল, কোন কাজ? আমরা কী করব? ভীমরুল বলল, তোমরা সারা বছর এখানে সেখানে দানা খুঁজে বেড়াও, সেটাকে বাসায় গুদামজাত কর, হাযার রকম কষ্ট কর। আমি আশ্চর্য হই যে, তোমাদের ছোট্ট পেট অথচ তোমরা কত খাদ্য লোভী।

পিঁপড়া বলল, তুমি কী বলতে চাচ্ছ আমি বুঝতে পারছি না। এই কাজ ছাড়া কি আমাদের অন্য কোন কাজ আছে? আমরা গ্রীষ্মকালে কাজ করি আর শীতকালে আরাম করি। নিজেদের প্রয়োজন মত খাবার খাই। কিন্তু তোমরা কী কর?

ভীমরুল বলল, আমরা কখনোই দানা সংগ্রহ করে গুদামজাত করার মত কষ্টকর কাজ করি না। আমরা গ্রীষ্ম মৌসুমে ভাল খাদ্য খাই। এত পরিমাণ খাই যে, শীতকাল পর্যন্ত পরিতৃপ্ত থাকি। এভাবে পুনরায় গ্রীষ্মকাল চলে আসে।

পিঁপড়া বলল, অনেক ভাল। তোমরা শক্তিশালী। আমরা এমনই। সবাইকে তো এক রকম হ'তে হবে এমনটা নয়। সবারই নিজস্ব অভিরুচি ও রীতি-নীতি রয়েছে। তোমরা পরিশ্রম না করে মানুষের খাদ্য খাও। মানুষও তোমাদের হাত থেকে রক্ষা পায় না। সবাই তোমাদেরকে খারাপ বলে। আমরা শস্যক্ষেতের দানা, পড়ে থাকা চিনি, পশু-পাখির রেখে যাওয়া শিকারের অংশ খেয়ে থাকি। মানুষের সাথে আমাদের কোনই সম্পর্ক নেই।

ভীমরুল বলল, তোমরা কারও ক্ষতি কর না এবং মানুষ তোমাদের প্রশংসা করে বলে আনন্দিত হও। কিন্তু তোমরা জীবনের কিছুই বুঝ না। কখনো কসাইয়ের দোকানের গোশত খাওনি, মাচায় ঝুলন্ত আঙ্গুরের স্বাদ গ্রহণ কর নি। একদিন তোমার জীবনকাল শেষ হবে, তুমি মারা যাবে। কিন্তু জীবনের কিছুই উপভোগ করতে পারবে না। আমরা মারা গেলে হেরে যাই না। আমরা দুনিয়ায় আরাম-আয়েশ করি। আবার কামড় দিয়ে দুশমনের কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করি। আমাদের একদিনের আয়ুর মূল্য তোমাদের এক বছরের আয়ুর চেয়েও বেশী।

পিঁপড়া বলল, তোমরা কি দোকান থেকে গোশত কিনে খাও?

ভীমরুল বলল, বাহ! যদি এ বিষয়ে কিছু না জানো তবে আমার সাথে আজ আস, তাহ'লে দেখতে পাবে আমরা কী করি।

পিঁপড়া বলল, আমি তো তোমার মত উড়তে পারি না। যদি সত্যিই যেতে হয় তবে আমাকে তোমার সাথে নিয়ে চল।

দাম্ভিক ভীমরুল পিঁপড়াকে কামড় দিয়ে ধরে কসাইয়ের দোকানে নিয়ে গেল। অতঃপর দোকানে ঝুলানো ভেড়ার গোশতের উপর উড়ে এসে বসল। যখন কসাই দোকানে গোশত নিতে আসে তখন ভীমরুল ভয়ে উড়ে পালায়। কিন্তু কসাই ভীমরুলের অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে যায়। সে গোশত কাটার ছুরি দিয়ে ভেড়ার গোশতে বসে থাকা ভীমরুলদের আঘাত করে। এতে কিছু গোশত ও ভীমরুলদের অর্ধেক মাটিতে পড়ে যায়। পড়ে থাকা ভীমরুলদের মধ্যে পিঁপড়ার প্রতিবেশী ভীমরুলটাও ছিল। ঐ সময় দূরে বসে থাকা পিঁপড়াটি আস্তে আস্তে সামনে আসে। তার বন্ধু ভীমরুলকে খুঁজে বের করে বলে, খুবই দুঃখিত, যেখানে সব সময় জীবনের ভয় থাকে সে জীবন আমরা পসন্দ করি না। কিন্তু ভীমরুল কোন উত্তর দিল না। কারণ সে ততক্ষণে মারা গিয়েছিল। পিঁপড়া ভীমরুলের পা ধরে টানতে টানতে বাসায় নিয়ে আসে। অতঃপর সেই শুকনো তুতের দানার পাশে রেখে অন্য পিঁপড়াদের খরব দেয়। বলে, সবাই এদিকে আস, এই ভীমরুলের শরীর আলাদা কর। তার বিষ দূরে ফেলে দাও। গোশতটা গুদামে নিয়ে যাও। শীতকালে আমাদের কাজে আসবে।

[ফারসী থেকে অনূদিত]

শিক্ষা : অলসতা একটি মারাত্মক ব্যাধি। যা ইহকাল ও পরকালের সফলতা থেকে বঞ্চিত হওয়ার অন্যতম কারণ। একজন কৃষক যদি ফসলের মৌসুমে অলসতা করে জমিতে শস্য বীজ রোপণ না করে, তাহ'লে ফসল কাটার সময় সে শুষ্ক মাঠ ছাড়া কিছুই পাবে না। এটাই চিরাচরিত নিয়ম। পরিশ্রম ছাড়া অলস-অকর্মণ্য কোন ব্যক্তি সফলতার শীর্ষে আরোহণ করেছে এমন কোন ঘটনা পৃথিবীর ইতিহাসে পাওয়া যাবে না। সেকারণে এই গল্প আমাদেরকে সময়ের কাজ সময়ে করার প্রতি উৎসাহ দান করছে। যদি আমরা সময়ের কাজ সময়ে না করে নিজের অলস জীবন নিয়ে আত্মম্ভরিতা করি তাহ'লে আমাদের অবস্থা পরিশেষে ভীমরুলের মতই হবে।

[অনুবাদক : শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।]

সংগঠন সংবাদ

৩৩ তম বার্ষিক তাবলীগী ইজতেমা ২০২৩

যুব সমাবেশ

নওদাপাড়া, রাজশাহী, ২৪শে ফেব্রুয়ারী'২৩, শুক্রবার : 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কর্তৃক আয়োজিত ৩৩ তম তাবলীগী ইজতেমা'২৩-এর ২য় দিন সকাল ৯-টায় আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর পূর্ব পার্শ্বস্থ ময়দানে প্রতি বছরের ন্যায় 'যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে 'যুব সমাবেশ' অনুষ্ঠিত হয়। 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি শরীফুল ইসলাম মাদানীর সভাপতিত্বে আয়োজিত সমাবেশে শুরুতেই স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবুল কালাম। উদ্বোধনী ভাষণ পেশ করেন কেন্দ্রীয় সভাপতি শরীফুল ইসলাম মাদানী। বক্তব্যে তিনি কর্মীদেরকে জাহেলিয়াতের ময়দানে যুদ্ধরত সৈনিক হিসাবে কাজ করার আহ্বান জানান। সেই সাথে স্রেফ আল্লাহ্র সন্তুষ্টি এবং পরকালীন মুক্তির জন্য সর্বোচ্চ আনুগত্যশীল কর্মী হওয়ার এবং সাংগঠনিক দায়িত্বের আমানত রক্ষা করার তাকীদ দেন।

অতঃপর যেলা দায়িত্বশীলদের মধ্য থেকে বক্তব্য রাখেন (১) ময়মনসিংহ-উত্তর সাংগঠনিক যেলার সভাপতি মুহাম্মাদ আলী (২) বরিশাল যেলা সভাপতি কায়েদ মাহমূদ ইমরান (৩) গাযীপুর-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলার সভাপতি মুহাম্মাদ ইমরান (৪) ঝিনাইদহ যেলা সভাপতি হুসাইন কবীর (৫) ঢাকা-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলার সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ (৬) বগুড়া যেলা সভাপতি মাওলানা আল-আমীন (৭) দিনাজপুর-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার সভাপতি মুহাম্মাদ সাইফুর রহমান (৮) চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাবেক সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মুছাদ্দিক এবং (৯) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি রবীউল ইসলাম।

কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীল ও অন্যান্য অতিথিবৃন্দের মধ্যে বক্তব্য রাখেন (১) 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর (২) 'তাওহীদের ডাক' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক এবং 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুর রঊফ (৩) 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ (৪) 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি এবং 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় যুব বিষয়ক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার (৫) 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি এবং 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষাবোর্ড'-এর চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব (৬) 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি এবং 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ড. কাবীরুল ইসলাম এবং (৭) খুলনা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম প্রমূখ। এছাড়াও 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম এবং মুখলেছ বিন আরশাদ মাদানী সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন।

সমাবেশে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব বলেন, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' যদি মধ্যপন্থী আক্বীদায় বিশ্বাসী না হ'ত তা'হলে অনেকেই আজ জঙ্গীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেত। তিনি সকলকে মধ্যপন্থী আক্বীদার আহলেহাদীছ হওয়ার প্রতি আহ্বান জানান এবং জঙ্গীবাদী আক্বীদা থেকে বেঁচে থাকার তাকীদ দেন।

পরিশেষে 'জাতীয় গ্রন্থপাঠ প্রতিযোগিতা ২০২৩'-এর পুরস্কার বিতরণ করা হয়। প্রতিযোগিতায় নাজমুল হোসেন (নোয়াখালী) ১ম স্থান, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর দশম শ্রেণীর ছাত্র রেযওয়ান ছিদ্দীক ছিয়াম (দিনাজপুর) ২য় স্থান এবং খায়রুল ইসলাম (নাটোর) ৩য় স্থান অধিকার করেন। বিজয়ীদের মধ্যে নগদ অর্থ, ক্রেস্ট ও সনদ তুলে দেন 'আন্দোলন' -এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম। এছাড়াও ১০জনকে বিশেষ পুরস্কার প্রদান করা হয়।

যেলা দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ (২য় পর্ব)

নওদাপাড়া, রাজশাহী, ১২ ও ১৩ই জানুয়ারী'২৩, বৃহস্পতি ও শুক্রবার : 'যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর পূর্ব পার্শ্বস্থ ভবনের মিলনায়তনে ২দিন ব্যাপী যেলা দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণের ২য় পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। এ পর্বে রাজশাহী, রংপুর, ময়মনসিংহ বিভাগের যেলাসমূহ এবং ১ম পর্বে অংশগ্রহণ করতে পারেনি এমন যেলাসমূহ অংশগ্রহণ করে। প্রশিক্ষণে ৭২জন যেলা দায়িত্বশীল অংশগ্রহণ করেন। প্রথম দিন বাদ ফজর 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি শরীফুল ইসলাম মাদানীর উদ্বোধনী বক্তব্যের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কর্মশালা শুরু হয়। অতঃপর পর্যায়ক্রমে প্রশিক্ষকবৃন্দ বিষয়ভিত্তিক আলোচনা পেশ করেন। এতে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন (যুবসমাজকে দাওয়াত প্রদানের পদ্ধতিসমূহ : প্রতিবন্ধকতা ও উত্তরণের উপায়), কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম (সংগঠন কি ও কেন?), কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক বাহারুল ইসলাম (অর্থ ব্যবস্থাপনা ও বাৎসরিক অডিট), যুববিষয়ক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার (দক্ষ নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা ও স্বরূপ), সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম (কর্মী তৈরীর পদ্ধতি), 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব (ব্যক্তিত্ব গঠন ও আচরণবিধি), সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ড. নূরুল ইসলাম (শুদ্ধ বাচনভঙ্গি ও বক্তব্য প্রদানের সঠিক পদ্ধতি), সাবেক সহ-সভাপতি ড. মুখতারুল ইসলাম (আত্মিক পরিশুদ্ধি অর্জনের উপায়), তথ্য

ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক মুজাহিদুল ইসলাম (সাংগঠনিক কর্মসূচী বাস্তবায়ন পদ্ধতি, কর্মপদ্ধতি বইয়ের আলোকে), সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবুল কালাম (মাসিক মিটিং বাস্তবায়ন, রেজুলেশন লিখন, মাসিক সফর পরিকল্পনা পদ্ধতি), সাংগঠনিক সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর (তৃণমূল পর্যায়ে সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধির উপায়), প্রশিক্ষণ সম্পাদক আব্দুন নূর (সমাজ সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণে করণীয় পদ্ধতিসমূহ) প্রমুখ।

প্রশিক্ষণের মাঝে কুইজ প্রতিযোগিতা, উপস্থিত বক্তৃতা এবং প্রশিক্ষণ শেষে মূল্যায়ন পরীক্ষায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। কুইজ প্রতিযোগিতায় বিজয়ীরা হ'লেন ইমদাদুল হক (সাধারণ সম্পাদক, চাঁপাইনবাবগঞ্জ-দক্ষিণ) ১ম স্থান, জাহিদুল ইসলাম (বগুড়া) ২য় স্থান, মতীউর রহমান (সভাপতি, রংপুর-পশ্চিম) ৩য় স্থান। এছাড়াও সাজিদুল ইসলাম (প্রশিক্ষণ সম্পাদক, দিনাজপুর-পূর্ব) এবং আনিছুর রহমান (মিরপুর, ঢাকা) কে বিশেষ পুরস্কার দেয়া হয়। উপস্থিত বক্তৃতার বিজয়ীরা হ'লেন শাহীন আলম (প্রশিক্ষণ সম্পাদক, নরসিংদী) ১ম স্থান, সাজিদুর রহমান (প্রশিক্ষণ সম্পাদক, দিনাজপুর-পূর্ব) ২য় স্থান, এবং আরিফুল ইসলাম (নরসিংদী) ৩য় স্থান। প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তুর উপর গৃহীত মূল্যায়ন পরীক্ষায় ১ম স্থান অধিকার করেন সাইফুর রহমান (সভাপতি, দিনাজপুর-পূর্ব), মুহাম্মাদ মফিযুল ইসলাম (সাধারণ সম্পাদক, রংপুর-পশ্চিম) ২য় স্থান, এবং আব্দুল্লাহ আল-মামূন (সভাপতি, গাইবান্ধা-পশ্চিম) ৩য় স্থান।

দুই দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণে বিশেষ অতিথি হিসাবে শেষ দিন উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম এবং সকলের উদ্দেশ্যে হেদায়াতী ভাষণ প্রদান করেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব।

উপযেলা দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ

আরামনগর, জয়পুরহাট, ৩রা ফেব্রুয়ারী'২৩, শুক্রবার : অদ্য সকাল ৯ ঘটিকা থেকে জয়পুরহাট যেলার আরামনগর আহলেহাদীছ জামে মসজিদ কমপ্লেক্সে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর জয়পুরহাট সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে উপযেলা দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মোস্তাক আহমাদ সরোয়ারের সভাপতিত্বে আয়োজিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবুল কালাম। এছাড়াও বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা মাহফূযুর রহমান এবং সভাপতি মাওলনা আব্দুছ ছবুর প্রমূখ।

গাযীপুর-দক্ষিণ, ৩রা ফেব্রুয়ারী'২৩, শুক্রবার : অদ্য বাদ মাগরিব গাযীপুর-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলা কার্যালয়ে উপযেলা দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ ইমরানের সভাপতিত্বে আয়োজিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক আহমাদুল্লাহ। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন গাযীপুর দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল হান্নান। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ বোরহান উদ্দীন।

গাযীপুর-উত্তর, ৩রা ফেব্রুয়ারী'২৩, শুক্রবার : অদ্য বিকাল ৩ ঘটিকা হ'তে গাযীপুর সদরের মনিপুর কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে গাযীপুর-উত্তর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে উপযেলা দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলামের সভাপতিত্বে আয়োজিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক আহমাদুল্লাহ। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন গাযীপুর-উত্তর সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক হাতেম বিন পারভেয এবং প্রশিক্ষণ সম্পাদক খায়রুল ইসলাম। উক্ত প্রশিক্ষণে গাযীপুর-উত্তর সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীলগণ প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।

রহনপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ-উত্তর, ২৭শে জানুয়ারী'২৩, শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ রহনপুর, ডাকবাংলা পাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'যুবসংঘ'-এর চাঁপাইনবাবগঞ্জ-উত্তর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক কর্মী প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল্লাহ্র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত বৈঠকে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সমাজ কল্যাণ সম্পাদক ফায়ছাল মাহমূদ। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা আব্দুল মাজীদ, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা হাফীযুর রহমানসহ 'আন্দোলন' ও যুবসংঘ'-এর বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীলগণ।

সেনগ্রাম, জৈন্তাপুর, সিলেট, ২৭শে জানুয়ারী'২৩, শুক্রবার : অদ্য বিকাল ৪ ঘটিকা হ'তে সিলেট যেলার জৈন্তাপুর উপযেলাস্ত সেনগ্রাম এম.এস দাখিল মাদ্রাসায় 'যুবসংঘ'-এর সিলেট সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। সিলেট মহানগর 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জাবের আহমাদের সভাপতিত্বে আয়োজিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য নাজমুল হক। এছাড়াও যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আব্দুল কাবীর এবং সিলেট হাদীছ ফাউণ্ডেশন পাঠাগারের দাঈ মাওলানা শাহীন আহমাদ বক্তব্য প্রদান করেন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সিলেট যেলা 'যুবসংঘ'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ গোলাম আজম।

মাসিক তাবলীগী ইজতেমা

সাঘাটা, গাইবান্ধা-পূর্ব, ২১শে জানুয়ারী'২৩, শনিবার : অদ্য বাদ যোহর গাইবান্ধা যেলার সাঘাটা উপযেলাধীন বোনারপাড়া গ্রামের কাঁচা বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে আহলেহাদীছ 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর যৌথ উদ্যোগে মাসিক তাবলীগী ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আশরাফুল ইসলামের সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবুল কালাম। আমন্ত্রিত অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘর'-এর গাইবান্ধা-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ মুস্তাফীযুর রহমান।

পাঁচরুখী, নারায়ণগঞ্জ, ১৪ই জানুয়ারী'২৩, শনিবার : অদ্য বাদ আছর নারায়ণগঞ্জ যেলার পাঁচরুখী মাইজপাড়ায় অবস্থিত হাদীছ ফাউণ্ডেশন পাঠাগারে নারায়ণগঞ্জ যেলা 'আন্দোলন' ও যুবসংঘ'-এর যৌথ উদ্যোগে তাবলীগী ইজতেমার আয়োজন করা হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডা. সাইফুল ইসলাম নাঈমের সভাপতিত্বে আয়োজিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি শরীফুল ইসলাম মাদানী। প্রধান আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ ইমাম ও উলামা পরিষদ'-এর সহ-সভাপতি আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল মাদানী। এছাড়াও যেলা 'আন্দোলন' ও যুবসংঘ'-এর বিভিন্ন স্তরের দায়িত্বশীলগণ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান শেষে আড়াইহাযার উপযেলা 'আন্দোলন', 'যুবসংঘ' ও 'আল-আওন'-এর কমিটি গঠন করা হয়।

কামালনগর, সাতক্ষীরা, ২৬শে জানুয়ারী'২৩, বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার কামালনগর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে মাসিক তাবলীগী ইজতেমার আয়োজন করা হয়। কামালনগর উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মালেকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক মুহাম্মাদ মুজাহিদুর রহমান। এছাড়াও যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা ফযলুর রহমান, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সহ-সভাপতি মাসঊদ রেযা এবং অত্র মসজিদের ইমাম যাকারিয়া উপস্থিত ছিলেন।

তাহেরপুর, বাগমারা, রাজশাহী, ১৭ই জানুয়ারী'২৩, মঙ্গলবার : অদ্য সকাল ১০ ঘটিকা হ'তে রাজশাহীর বাগমারা উপযেলার তাহেরপুর বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে তাহেরপুর এলাকা 'যুবসংঘ' কর্তৃক দিনব্যাপী মাসিক তাবলীগী ইজতেমার আয়োজন করা হয়। তাহেরপুর এলাকা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আশরাফুল ইসলামের সভাপতিত্বে আয়োজিত উক্ত তাবলীগী ইজতেমায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি শরীফুল ইসলাম মাদানী। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষাবোর্ড'-এর সচিব শামসুল আলম। এছাড়াও রাজশাহী-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি বুলবুল আহমাদ, তাহেরপুর এলাকা 'যুবসংঘ'-এর সহ-সভাপতি রেযওয়ানুল ইসলাম, তাহেরপুর শাখা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডা. মানছূর আলীসহ আরও অনেকেই উপস্থিত ছিলেন।

যুগীখালী পাইকপাড়া, সাতক্ষীরা, ৩রা ফেরুয়ারী'২৩, শুক্রবার : অদ্য বাদ মাগরিব যুগীখালী পাইকপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যুগীখালী এলাকা কর্তৃক তাবলীগী ইজতেমার আয়োজন করা হয়। যুগীখালী এলাকা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পদক মাওলানা আব্দুল মালেকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইজতেমায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক মুহাম্মাদ মুজাহিদুর রহমান। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সাতক্ষীরা যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাবেক সহ-সভাপতি মাওলানা দেলোয়ার হুসাইন, যুগীখালী এলাকা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মোস্তফা কামাল প্রমূখ।

তা'লীমী বৈঠক

গাযীপুর মহানগর, ২৪শে জানুয়ারী'২৩, মঙ্গলবার : অদ্য বাদ মাগরিব গাযীপুর মহানগরীর ইফসা গেট বঙ্গবন্ধু কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সালনায় অবস্থিত ডাকবাংলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে আহলেহাদীছ 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর গাযীপুর-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলার ইফসা শাখা কর্তৃক এক তা'লীমী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুল হান্নানের সভাপতিত্বে আয়োজিত উক্ত অনুষ্ঠনে আলোচনা পেশ করেন ' আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ এবং 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবুল কালাম। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুস সামাদ।

রংপুর-পশ্চিম, ৩রা জানুয়ারী'২৩, মঙ্গলবার : অদ্য বাদ আছর রংপুর সদরের খামার রোড মুসলিম পাড়ায় অবস্থিত শেখ জামালুদ্দীন জামে মসজিদে 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর রংপুর-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার যৌথ উদ্যোগে এক তা'লীমী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মুছতফা সালাফী'র সভাপতিত্বে উক্ত তা'লীমী বৈঠকে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে আলোচনা পেশ করেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুন নূর। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক মফীযুল ইসলাম।

কেশরহাট, মোহনপুর, রাজশাহী, ১৭ই জানুয়ারী'২৩, মঙ্গলবার : অদ্য বাদ মাগরিব মোহনপুর উপযেলাধীন কেশরহাট কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে আহলেহাদীছ 'আন্দোলন'

ও 'যুবসংঘ'-এর মোহনপুর উপযেলার উদ্যোগে এক তা'লীমী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আফাযুদ্দীনের সভাপতিত্বে আয়োজিত উক্ত তা'লীমী বৈঠকে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে আলোচনা পেশ করেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সমাজ কল্যাণ সম্পাদক ফায়ছাল মাহমূদ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন মোহনপুর উপযেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক হাফেয তারেক বিন মুজাফফর।

কালীগঞ্জহাট, তানোর, রাজশাহী, ২৩শে জানুয়ারী'২৩, সোমবার : অদ্য বাদ মাগরিব রাজশাহীর তানোর এলাকার কালিগঞ্জহাট বাজার মসজিদে এক তা'লীমী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। তানোর এলাকা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আবুল কালাম আযাদের সভাপতিত্বে আয়োজিত উক্ত তা'লীমী বৈঠকে আলোচনা পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক এবং মাসিক আত-তাহরীক পত্রিকার সহকারী সম্পাদক ড. কাবীরুল ইসলাম এবং 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি শরীফুল ইসলাম মাদানী।

কৃতি শিক্ষার্থী সংবর্ধনা

কাঞ্চন, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, ২০শে জানুয়ারী'২৩, শুক্রবার : অদ্য সকাল ৯ ঘটিকা হ'তে যেলার রূপগঞ্জ উপযেলাধীন সলিমুদ্দীন চৌধুরী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ মাঠে 'যুবসংঘ'-এর নারায়ণগঞ্জ সাংগঠনিক যেলা কর্তৃক দাখিল ও এসএসসি পরীক্ষায় এ+ প্রাপ্ত কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডা. সাইফুল ইসলাম নাঈমের সভাপতিত্বে আয়োজিত উক্ত অনুষ্ঠানটি উদ্বোধন করেন 'সলিমুদ্দীন চৌধুরী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের প্রিন্সিপ্যাল মুহাম্মাদ জাহাঙ্গীর মালুম। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড-এর চেয়ারম্যান ও 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন' কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. সাখাওয়াত হোসাইন, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি শরীফুল ইসলাম মাদানী, যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রধান উপদেষ্টা ও রূপগঞ্জ ইউনিয়ন চেয়ারম্যান মুহাম্মাদ ছালাউদ্দীন ভূঁইয়া প্রমুখ। যেলা আন্দোলন ও যুবসংঘ-এর দায়িত্বশীলগণ ছাড়াও স্থানীয় গণ্যমান্য সুধীমণ্ডলী এতে উপস্থিত ছিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ১৮ই ফেব্রুয়ারী'২৩, শনিবার : অদ্য বাদ আছর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের জিরো পয়েন্ট জামে মসজিদে 'যুবসংঘ'-এর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি পুর্নগঠন উপলক্ষ্যে তাবলীগী সভা ও প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। 'যুবসংঘ'-এর বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মুছাদ্দিকের সভাপতিত্বে আয়োজিত উক্ত অনুষ্ঠানটি উদ্বোধন করেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাংকিং এ্যাণ্ড ইন্স্যুরেন্স বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মুহাম্মাদ আবু বকর সিদ্দিক। আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি হাফেয শেখ সা'দী এবং সাধারণ সম্পাদক আরযু হোসাইন সাব্বির। প্রশিক্ষণ শেষে মুহাম্মাদ যহুরুল ইসলামকে সভাপতি এবং মুদ্দাচ্ছির ছাকিবকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি পুর্নগঠন করা হয়।

সুধী সমাবেশ

বাঁকাল, সাতক্ষীরা, ২৮শে জানুয়ারী'২৩, শনিবার : অদ্য সকাল ৯টায় সাতক্ষীরা সদর থানাধীন বাঁকাল দারুল হাদীছ আহমাদিয়া সালাফিয়া মাদ্রাসায় সাতক্ষীরা যেলা 'যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে সুধী সমাবেশ আয়োজন করা হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি নাজমুল আহসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক মুহাম্মাদ মুজাহিদুর রহমান। এছাড়াও যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান, 'যুবসংঘ'-এর সাতক্ষীরা মারকায এলাকার উপদেষ্টা ও অত্র মাদ্রাসার প্রিন্সিপ্যাল সোহেল বিন আকবার মাদানী, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সহ-সভাপতি মাসঊদ রেযা এবং সাধারণ সম্পাদক রোকনুয্যামান উপস্থিত ছিলেন।

লৌহজং, মুন্সীগঞ্জ, ২০শে জানুয়ারী'২৩, শুক্রবার : অদ্য বিকাল ৪ ঘটিকায় মুন্সীগঞ্জ যেলার লৌহজং, মাওয়া ঘাটে যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে এক ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। মুহাম্মাদ মাহিন হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে অতিথি হিসাবে আলোচনা পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক পত্রিকার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি শরীফুল ইসলাম মাদানী, 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ও হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব এবং 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর ভাইস প্রিন্সিপ্যাল ড. নূরুল ইসলাম প্রমুখ।

করাতকান্দি, কুমারখালী, কুষ্টিয়া, ১০ই ফেব্রুয়ারী'২৩, শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ কুষ্টিয়া যেলার কুমারখালী উপযেলার করাতকান্দি গ্রামে অবস্থিত মারকাযুল ফুরকান তা'লীমীল কুরআন মাদ্রাসার উদ্যোগে তা'লীমী বৈঠক ও অভিভাবক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। কুষ্টিয়া যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাবেক সাধারণ সম্পাদক তুহিন ইসলামের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর। এছাড়াও কুষ্টিয়া যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক শেখ ওবাইদুল্লাহসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও অভিভাবকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য যে, উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান মাদ্রাসার ১৩জন হাফেযকে পাগড়ী পরিধান করান।

কুরআন মুমিনের জন্য আলোকবর্তিকা প্রবন্ধের বাকি অংশ

আমরা এই কিতাব তোমার প্রতি নাযিল করেছি, যাতে তুমি মানুষকে অন্ধকার হ'তে আলোর পথে বের করে আনতে পার তাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে। মহা পরাক্রান্ত ও মহা প্রশংসিত আল্লাহ্‌র পথে' *(ইব্রাহীম ১৪/১)*।

৬. অভ্রান্ত সত্যের চূড়ান্ত উৎস : বিগত সকল কিতাব ও ছহীফাসমূহ নবীদের মৃত্যুবরণের পর তাদের অনুসারীদের হাতেই পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হয়ে গেছে। অথচ কুরআন অভ্রান্ত সত্যের চূড়ান্ত উৎস। যাতে বাতিলের কোন প্রবেশাধিকার নেই। কেননা আল্লাহ বলেন, إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ- لاَ يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ- 'নিশ্চয়ই (কাফেররা) যাদের নিকটে কুরআন আসার পর তা প্রত্যাখ্যান করে। আর নিঃসন্দেহে এটি মহাপরাক্রান্ত এক কিতাব। এর সামনে বা পিছন থেকে কোন মিথ্যা এতে প্রবেশ করে না। এটি প্রজ্ঞাময় ও প্রশংসিত আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ' *(হা মীম সাজদাহ ৪১/৪১-৪২)*।

৭. সকল বিষয়ের বর্ণনা : কুরআন এমন এক মহাগ্রন্থ যাতে মুমিন বান্দার সকল প্রয়োজনীয় বিষয় উল্লেখ রয়েছে। আল্লাহ বলেন, وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ- 'আর আমরা সকল কিছুর বিশদ বর্ণনা, সঠিক পথনির্দেশ, রহমত এবং মুসলমানদের জন্য সুসংবাদ হিসাবে তোমার প্রতি কুরআন নাযিল করেছি' *(নাহল ১৬/৮৯)*। অন্যত্র তিনি বলেন, مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ، 'এই কিতাবে আমরা কোন কিছুই ছাড়িনি' *(আন'আম-মাক্কী ৬/৩৮)*। উল্লেখ্য যে, 'সকল কিছুর বিশদ ব্যাখ্যা' বলতে 'অতীত ও ভবিষ্যতের সকল উপকারী জ্ঞানের বিশদ বর্ণনা এবং সকল প্রকারের হালাল-হারামের বর্ণনা। এতে মানুষের জন্য দুনিয়া-আখেরাত এবং জীবন-জীবিকার বিশদ ব্যাখ্যা সমূহ রয়েছে'।[১]

৮. মানবজাতির জ্ঞানভাণ্ডার : পবিত্র কুরআন মানবজাতির জন্য সমস্ত জ্ঞানের ভাণ্ডার। কেননা এতে সকল বিষয়ের সঠিক সিদ্ধান্তসমূহ রয়েছে। বিশেষকরে মুমিনদের জন্য দণ্ডবিধি, বিধি-বিধান, বৈজ্ঞানিক আলোচনা, আখেরাত ইত্যাদি বিষয়ের জ্ঞানভাণ্ডার হিসাবে বিবেচিত। যেমন আল্লাহ বলেন, هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ- 'এটি মানব জাতির জন্য জ্ঞানভাণ্ডার এবং দৃঢ় বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য হেদায়াত ও রহমতস্বরূপ' *(জাছিয়াহ ৪৫/২০)*।

৯. কুরআন আত্মিক উন্নয়নের মহিসোপান : হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ الَّذِي لَيْسَ فِي جَوْفِهِ شَيْءٌ مِّنَ الْقُرْآنِ كَالْبَيْتِ الْخَرِبِ- 'যার ভিতর কুরআনের কিছুই নেই, তা বিরান ঘরের ন্যায়'।[২] আর কুরআন তেলাওয়াতকারী ও তার উপর আমলকারীদের মধ্যে যে ঈমানী নূর ও বরকত দেখা যায়, অন্যদের ক্ষেত্রে তা শূণ্যের কোঠায়। একজন মুমিন বান্দা কুরআন যত পাঠ করবে ও তদনুযায়ী আমল করবে, ব্যক্তি জীবনে তার ততধিক আত্মিক উন্নয়ন সাধন হবে।

১০. অন্তরের ব্যাধি থেকে মুক্তি : কুরআনে তেলাওয়াতে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে উপদেশ হাছিল করা যায়। সে অনুপাতে জীবন গঠন করে আত্মিক পরিশুদ্ধি অর্জন করা যায়। কুফরী ও নিফাকীর ভয়াবহ গ্রাস থেকে অন্তর্জগৎ মুক্ত থাকে। যেমন আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ- 'হে মানবমণ্ডলী! তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হ'তে এসে গেছে উপদেশ সম্বলিত কুরআন এবং অন্তরের ব্যাধিসমূহের উপশম। আর এটি ঈমানদারদের জন্য পথ প্রদর্শক ও রহমত' *(ইউনুস ১০/৫৭)*।

১১. কুরআন শ্রবণে রহমত প্রাপ্তি : কোন মুমিন বান্দা যদি কুরআন শ্রবণ করে তাহ'লে সে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার পক্ষ থেকে রহমত প্রাপ্ত হবেন। আল্লাহ বলেন, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ- 'আর যখন কুরআন তেলাওয়াত করা হয়, তখন তোমরা তা মনোযোগ দিয়ে শোন এবং চুপ থাকো, যাতে তোমরা রহমতপ্রাপ্ত হ'তে পার' *(আ'রাফ ৭/২০৪)*। তিনি বলেন, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَّعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ- 'মুমিন কেবল তারাই, যখন তাদের নিকট আল্লাহকে স্মরণ করা হয়, তখন তাদের অন্তর সমূহ ভয়ে কেঁপে ওঠে। আর যখন তাদের উপর তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, তখন তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং তারা তাদের প্রতিপালকের উপর ভরসা করে' *(আনফাল ৮/২)*।

অন্যত্র তিনি বলেন, إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَّعَلاَنِيَةً يَّرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ- 'যারা আল্লাহ্‌র কিতাব তেলাওয়াত করে, ছালাত কায়েম করে এবং আমরা তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি, তা থেকে যারা গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে। তারা এমন ব্যবসার আশা করে, যা কখনো ধ্বংস হয় না' *(ফাত্বির ৩৫/২৯)*।

১২. আসমান ও যমীনের বরকতের দুয়ার উন্মুক্তকারী : ঈমান আনায়নের পাশাপাশি আল্লাহকে ভয় করে অহির বিধানের আলোকে সার্বিক জীবন ঢেলে সাজাতে পারলে দুনিয়াতেই আল্লাহ আসমান ও যমীনের বরকতের দুয়ার উন্মোচিত করে

১. *তাফসীর ক্বাসেমী; ইবনু কাছীর, সূরা নাহল ৮৯ আয়াতের ব্যাখ্যা।*

২. *দারেমী হা/৩৩০৬; তিরমিযী হা/২৯১৩; মিশকাত হা/২১৩৫।*

দিবেন। আকাশ উপকারী বৃষ্টি বর্ষণ করবে এবং যমীন সুস্বাদু ফলমূল উৎপাদন করবে। যেমন আল্লাহ বলেন, وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ– ‘জনপদের অধিবাসীরা যদি ঈমান আনয়ন করত ও আল্লাহভীরু হ’ত, তাহ’লে আমরা তাদের উপর আকাশ ও পৃথিবীর বরকতের দুয়ারসমূহ খুলে দিতাম। কিন্তু তারা মিথ্যাপ্রতিপন্ন করল। ফলে তাদের অপকর্মের দরুণ আমরা তাদেরকে পাকড়াও করলাম’ *(আ‘রাফ ৭/৯৬)*।

১৩. কুরআনী বরকত প্রাপ্তি : কুরআনের আলোকে সার্বিক জীবন ঢেলে সাজানোর বরকত সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ– ‘আর বরকতমণ্ডিত এই কিতাব আমরা নাযিল করেছি। অতএব তোমরা এটির অনুসরণ কর এবং আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা রহমত প্রাপ্ত হ’তে পার’ *(আন‘আম ৬/১৫৫)*। এখানে ‘বরকতমণ্ডিত’ বলে যারা কুরআনের যথার্থ অনুসরণ করে এবং তার ভিত্তিতে জীবন গঠন করে, তাদের দুনিয়া ও আখেরাতে বরকতমণ্ডিত জীবন লাভের বিষয়ে ইঙ্গিত করা হয়েছে’।[৩]

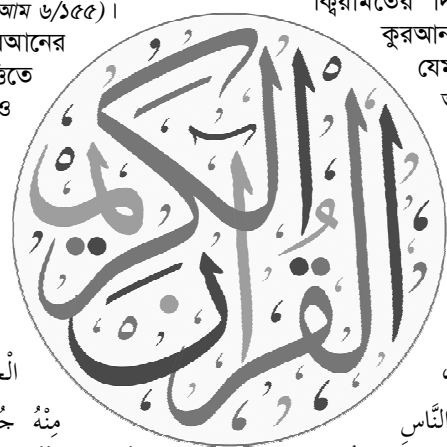

১৪. বিনম্র ব্যক্তিত্ব গঠন : যে মুমিন যতবেশী কুরআন তিলাওয়াত করবে, সে তত বিনম্র আল্লাহওয়ালা হবে। আল্লাহ বলেন, اَللهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ، كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللهِ، ذَالِكَ هُدَى اللهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَّشَآءُ، وَمَنْ يُّضْلِلِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ– ‘আল্লাহ সর্বোত্তম বাণী সম্বলিত কিতাব নাযিল করেছেন। যা পরস্পরে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং বারবার তেলাওয়াত করা হয়। এতে তাদের দেহচর্ম ভয়ে শিহরিত হয়, যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে। অতঃপর তাদের দেহ ও মন আল্লাহর স্মরণে বিনম্র হয়। এটা হ’ল আল্লাহর হেদায়াত। এর মাধ্যমে তিনি যাকে চান পথপ্রদর্শন করেন। আর আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তার পথপ্রদর্শক কেউ নেই’ *(যুমার ৩৯/২৩)*। তিনি বলেন, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ؟ ‘আর নিশ্চয়ই আমরা কুরআনকে উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ করেছি। অতএব আছে কি কেউ উপদেশ গ্রহণকারী?’ *(ক্বামার ৫৪/১৭)*।

আল্লাহ বলেন, اَللهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللهِ، ذَالِكَ هُدَى اللهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَّشَآءُ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ– ‘আল্লাহ সর্বোত্তম বাণী সম্বলিত কিতাব নাযিল করেছেন, যা পরস্পরে সাদৃশ্যপূর্ণ এবং (যার উপদেশ সমূহ) পুনঃ পুনঃ বর্ণিত। যা (ধমকের আয়াত সমূহ) পাঠে তাদের দেহচর্ম ভয়ে শিহরিত হয় যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে। অতঃপর যার (রহমতের আয়াত সমূহ) পাঠে তাদের দেহ-মন আল্লাহর স্মরণে বিনীত হয়। এটা হ’ল আল্লাহর পথপ্রদর্শন। এর মাধ্যমে তিনি যাকে চান পথপ্রদর্শন করেন। আর যাকে আল্লাহ পথভ্রষ্ট করেন, তাকে পথ দেখাবার কেউ নেই’ *(যুমার ৩৯/২৩)*।

১৫. কুরআন মুমিনের পক্ষে সাক্ষ্যদানকারী : কুরআনের উপর যথাযথ আমলকারী হ’লে কুরআন তার পক্ষে ক্বিয়ামতের দিন সুফারিশ করবে। অন্যথায় এই কুরআনই মানুষের বিপক্ষে সাক্ষী দিবে। যেমন (ক) হযরত আবু মালেক আশ‘আরী (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, اَلطُّهُوْرُ شَطْرُ الإِيْمَانِ، وَالْحَمْدُ لله تَمْلأُ الْمِيْزَانَ، وَسُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لله تَمْلآنِ أَوْ تَمْلأُ مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، وَالصَّلاَةُ نُوْرٌ، وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ، وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَّكَ أَوْ عَلَيْكَ، كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوْبِقُهَا– ‘পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক। ‘আলহামদুলিল্লাহ’ মানুষের আমলের পাল্লা পূর্ণ করে দেয়। ‘সুবহানাল্লাহ ওয়াল হামদুলিল্লাহ’ মানুষের আমলনামা নেকী দিয়ে পরিপূর্ণ করে। ছালাত হ’ল জ্যোতি। দান হ’ল দাতার পক্ষে ঈমানের দলীল। ধৈর্য হ’ল জ্যোতি। কুরআন তোমার পক্ষে কিংবা বিপক্ষে প্রমাণ হিসাবে দাঁড়াবে। প্রত্যেক মানুষ সকালে উঠে তার নফসের ক্রয়-বিক্রয় করে। হয়তোবা সে তার নফসকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে অথবা সেটিকে ধ্বংস করে দেয়’।[৪]

(খ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ كَائِنٌ لَّكُمْ أَجْرًا وَكَائِنٌ لَّكُمْ ذِكْرًا وَكَائِنٌ عَلَيْكُمْ وِزْرًا، اِتَّبِعُوا الْقُرْآنَ وَلاَ يَتَّبِعْنَكُمُ الْقُرْآنُ، فَإِنَّهُ مَنْ يَّتَّبِعِ الْقُرْآنَ يَهْبِطْ بِهِ فِي رِيَاضِ

৩. *তাফসীর ইবনু কাছীর, সূরা আন‘আম ১৫৫ আয়াতের ব্যাখ্যা।*

৪. *মুসলিম হা/২২৩; মিশকাত হা/২৮১।*

الْجَنَّةِ، وَمَنِ اتَّبَعَهُ الْقُرْآنُ يَزُخُّ فِي قَفَاهُ فَيَقْذِفُهُ فِي جَهَنَّمَ– ‘নিশ্চয়ই এ কুরআন হ’ল তোমাদের জন্য ছওয়াব অর্জনের অন্যতম মাধ্যম। এটি যিকিরের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান এবং তোমাদের পক্ষে বোঝা বহনকারী। সুতরাং তোমরা এই কুরআনের যথার্থ অনুসরণ কর। আর এ কুরআন (থেকে বিমুখ হওয়ার কারণে) তা যেন তোমাদের বিপক্ষে না যায়। কেননা যে ব্যক্তি কুরআনের যথাযথ অনুসরণ করবে, এর মাধ্যমে সে জান্নাতের বাগীচা সমূহে অবস্থান করবে। আর যে ব্যক্তি তা থেকে বিমুখ হবে, কুরআন তার ঘাড় ধরে ধাক্কা দিয়ে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে’।[৫]

উপরোক্ত হাদীছদ্বয় থেকে জানতে পারলাম যে, যদি নিয়মিত আমরা কুরআন তেলাওয়াত করি এবং তদনুযায়ী আমল করি, তবে ক্বিয়ামতের দিন কুরআন তার তেলাওয়াতকারীর পক্ষে সুফারিশ করবে। অন্যথায় কুরআন তার বিরুদ্ধে দলীল উপস্থাপন করবে।

১৬. কুরআনের ছাড়া ব্যক্তি জীবন অন্তঃসারশূণ্য : নিয়মিত পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করা ও কুরআনের কিছু অংশ মুখস্থ করা মুসলমানদের জন্য আবশ্যক কর্তব্য। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘নিশ্চয় যার ভিতরে কুরআনের কিছুই নেই, সে জন-মানবশূন্য বিরান ঘরের ন্যায়’।[৬] এজন্য একজন মুমিন জীবনে সর্বক্ষেত্রে কুরআনকে আকড়ে ধরার চেষ্টা করে থাকে।

১৭. উপলব্ধির জন্য কুরআন : কুরআন থেকে উপদেশ গ্রহণ করা ও তা উপলব্ধি করার জন্যই আল্লাহ আরবী ভাষায় এটি নাযিল করেছেন। যেমন আল্লাহ বলেন, إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ– ‘নিশ্চয়ই আমরা নাযিল করেছি এই কিতাব আরবী কুরআন হিসাবে, যাতে তোমরা উপলব্ধি করতে পার’ *(ইউসুফ ১২/২)*।

১৮. কুরআনী আমল না করার পরিণতি : কুরআন তেলাওয়াতের সাথে সাথে কুরআন অনুযায়ী আমল করা যরূরী। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, ...وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ، فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ : فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ، وَعَلَّمْتُهُ وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ، قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ: عَالِمٌ، وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ: هُوَ قَارِئٌ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ... ‘আর যে ব্যক্তি ইলম শিক্ষা করেছে এবং অপরকে তা শিক্ষা দিয়েছে ও কুরআন তেলাওয়াত করেছে। তাকে আল্লাহ্‌র দরবারে হাযির করা হবে। আল্লাহ প্রথমে তাকে দেওয়া তাঁর নে‘মত সমূহের কথা স্মরণ করিয়ে দিবেন এবং সেও তা স্বীকার করবে। অতঃপর আল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করবেন, তুমি এ সকল নে‘মতের বিনিময়ে কী আমল করেছ? সে বলবে, আমি ইলম শিখেছি ও অপরকে তা শিক্ষা দিয়েছি এবং তোমার জন্য কুরআন তেলাওয়াত করেছি। তখন আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ। বরং তুমি এজন্য ইলম শিখেছিলে, যাতে তোমাকে ‘আলেম’ বলা হয় এবং এজন্য কুরআন পড়েছিলে যাতে তোমাকে ‘ক্বারী’ বলা হয়। আর তা তোমাকে দুনিয়াতে বলাও হয়েছে। অতঃপর তার সম্পর্কে আদেশ দেওয়া হবে এবং তাকে উপুড় করে টেনে-হিঁচড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে’।[৭]

কুরআন পরিত্যাগের কারণেই আজ মুসলমানরা বিশ্বব্যাপী নিপীড়িত। আল্লামা ইকবাল তাঁর জওয়াবে শিকওয়াতে বলেন,

وہ زمانے میں معزز تھے مسلماں ہو کر
اور تم خوار ہوئے تارک قرآں ہو کر

তারা ছিল সম্মানিত হয়ে মুসলমান
তোমরা হ’লে নিপীড়িত ছেড়ে পাক কুরআন।

১৯. কুরআন অনুধাবন করা যরূরী : পবিত্র কুরআন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে মানবজাতির জন্য পড়া, বুঝা, অনুধাবন করা ও সেই সাথে বাস্তব জীবনে মেনে চলা চলা যরূরী। যেমন আল্লাহ বলেন, الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ– ‘আমরা যাদেরকে কিতাব প্রদান করেছি, যারা তা যথার্থভাবে তেলাওয়াত করে, তারা তার উপরে ঈমান আনয়ন করে। আর যারা তাতে ঈমান আনে না, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত’ *(বাক্বারাহ ২/১২১)*।

হোযায়ফা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন, كَانَ إِذَا مَرَّ بِآيَةِ خَوْفٍ تَعَوَّذَ وَإِذَا مَرَّ بِآيَةِ رَحْمَةٍ سَأَلَ، إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَنْزِيهُ اللهِ سَبَّحَ– ‘নবী করীম (ছাঃ) কুরআন তেলাওয়াত করে ভয়ের আয়াতে পৌঁছে আযাব থেকে আশ্রয় চাইতেন এবং রহমতের আয়াতে পৌঁছে রহমত কামনা করতেন। যখন এমন আয়াত আসত, যাতে আল্লাহ্‌র পবিত্রতার উল্লেখ আছে, তখন সেখানে তাসবীহ পাঠ করতেন’।[৮] আল্লাহ বলেন, وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا– ‘আর (কুরআন তেলাওয়াতকালে) তারা কাঁদতে কাঁদতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে এবং তাদের বিনয়-নম্রতা আরও বৃদ্ধি পায়’ *(বনী ইস্রাঈল ১৭/১০৯)*।

২০. যে আয়াতগুলি তেলাওয়াত করে প্রার্থনা করলে দো‘আ কবুল করা হয় : কুরআন মাজীদের কতিপয় আয়াত পূর্ববর্তী

---

৫. মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ হা/৩৪৮২১; বায়হাক্বী শো‘আব হা/১৮৬৬; দারেমী হা/৩৩২৮ সনদ ছহীহ।
৬. হাকেম হা/২০৩৭; দারেমী হা/৩৩০৬ সনদ হাসান।
৭. মুসলিম হা/১৯০৫; মিশকাত হা/২০৫।
৮. আহমাদ হা/২৩৩৫৯; ছহীহুল জামে‘ হা/৪৭৮২।

কোন নবী-রাসূলকে প্রদান করা হয়নি। আয়াতগুলি নাযিল করা হয়েছে আসমানের এক বিশেষ দরজা দিয়ে। যা পূর্বে কোনদিন খোলা হয়নি। আয়াতগুলি এমন একজন ফেরেশতা নিয়ে এসেছিলেন, যিনি ইতিপূর্বে আর কোনদিন যমীনে আসেননি।

যেমন হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হাদীছে উক্ত বিষয়ে বলেন, بَيْنَمَا جِبْرِيْلُ قَاعِدٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ نَقِيْضًا مِّنْ فَوْقِهِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ هَذَا بَابٌ مِّنَ السَّمَاءِ فُتِحَ الْيَوْمَ لَمْ يُفْتَحْ قَطُّ إِلاَّ الْيَوْمَ فَنَزَلَ مِنْهُ مَلَكٌ، فَقَالَ هَذَا مَلَكٌ نَزَلَ إِلَى الْأَرْضِ لَمْ يَنْزِلْ قَطُّ إِلاَّ الْيَوْمَ فَسَلَّمَ وَقَالَ: أَبْشِرْ بِنُوْرَيْنِ أُوتِيْتَهُمَا لَمْ يُؤْتَهُمَا نَبِيٌّ قَبْلَكَ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ وَخَوَاتِيْمُ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ لَنْ تَقْرَأَ بِحَرْفٍ مِنْهُمَا إِلاَّ أُعْطِيْتَهُ– 'একদা জিব্রীল (আঃ) নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট উপবিষ্ট ছিলেন। এমন সময় উপর দিক থেকে একটি দরজা খোলার আওয়ায শুনলেন। তিনি উপরের দিকে মাথা উঠালেন এবং বললেন, আসমানের এই যে দরজাটি আজ খোলা হল, এই দরজা আজকের পূর্বে আর কোন দিন খোলা হয়নি। রাসূল (ছাঃ) বললেন, সে দরজা থেকে একজন ফেরেশতা যমীনে নামলেন। তখন জিব্রীল (আঃ) বললেন, ঐ যে যমীনে এক্ষুণি ফেরেশতা নামলেন। তিনি আজ ব্যতীত ইতিপূর্বে আর কখনো যমীনে নামেননি। তিনি রাসূল (ছাঃ)-কে সালাম দিলেন। অতঃপর বললেন, দু'টি নূরের সুসংবাদ গ্রহণ করুন। যা আপনাকে দেওয়া হয়েছে এবং আপনার পূর্বে কোন নবীকে দেওয়া হয়নি। যেগুলি হ'ল সূরা ফাতিহা ও সূরা বাক্বারার শেষাংশ। আপনি তার যে কোন বাক্য তেলাওয়াত করে প্রার্থনা করুন না কেন, নিশ্চয়ই আপনাকে তা দেওয়া হবে'।[৯] উপরোক্ত হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত আয়াতগুলি পড়ে আল্লাহ্র নিকট যা প্রার্থনা করা হবে, তিনি তাই কবুল করবেন।

২১. তিন দিনের কম সময়ে কুরআন খতম নয় : আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) আমাকে বলেন, اِقْرَأِ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ شَهْرٍ، قَالَ قُلْتُ : إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً، قَالَ : فَاقْرَأْهُ فِي عِشْرِينَ لَيْلَةً، قَالَ قُلْتُ : إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً، قَالَ : فَاقْرَأْهُ فِي سَبْعٍ وَلاَ تَزِدْ عَلَى ذَلِكَ– 'তুমি প্রতি মাসে একবার করে সম্পূর্ণ কুরআন তেলাওয়াত করে শেষ কর। আমি বললাম, আমি এর চেয়ে বেশী তেলাওয়াতের সক্ষমতা রাখি। রাসূল (ছাঃ) বললেন, তাহ'লে তুমি বিশ দিনে কুরআন তেলাওয়াত করে শেষ কর। আমি বললাম, আমি এর চেয়ে বেশী তেলাওয়াতের সক্ষমতা রাখি। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, তাহ'লে প্রতি সাত দিনে একবার খতম করো এবং এর চেয়ে কম সময়ে নয়'।[১০] একই রাবী থেকে অন্য বর্ণনায় এসেছে,– لَمْ يَفْقَهْ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلاَثٍ 'যে ব্যক্তি তিন দিনের কম সময়ে পূর্ণাঙ্গ কুরআন তেলাওয়াত করে শেষ করল, সে তার কিছুই অনুধাবন করতে সক্ষম হ'ল না'।[১১]

২২. কুরআনের বাহকের সুরক্ষা : সূরা লাহাব নাযিল হ'লে আবু লাহাবের স্ত্রী 'আওরা উম্মে জামীল বিনতে হারব পাথরভর্তি হাতে রাসূল (ছাঃ)-কে আক্রমণের উদ্দেশ্যে কবিতা বলতে বলতে এগিয়ে আসে। আর এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও আবুবকর (রাঃ) কা'বা ঘরের পাশে উপবিষ্ট ছিলেন। আবুবকর (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! মহিলাটি এগিয়ে আসছে। আমি আশঙ্কা করছি যে, সে আপনাকে দেখে ফেলবে এবং আক্রমণ করবে। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, সে আমাকে কখনোই দেখতে পাবে না। তখন রাসূল কুরআন থেকে কতিপয় আয়াত তেলাওয়াত করলেন।[১২] অতঃপর পাঠ করলেন, وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا– 'আর তুমি যখন কুরআন তেলাওয়াত কর, তখন আমরা তোমার ও যারা আখেরাতে বিশ্বাসী নয় তাদের মধ্যে একটা অদৃশ্য আবরণ রেখে দেই'।[১৩]

উপরোক্ত আয়াত প্রমাণ করে যে, কুরআন তেলাওয়াতকারী ঈমানদার বাহককে বেঈমানদের থেকে আল্লাহ বিশেষভাবে হেফাযত করেন। এই কুরআন হ'ল দুনিয়া ও আখেরাতে সর্বোচ্চ মর্যাদা লাভের অন্যতম মাধ্যম। সেকারণ কুরআন তেলাওয়াতকারীর সম্মান আসমানে ও যমীনে ছড়িয়ে যায়। সুতরাং যে ব্যক্তি তার হৃদয়কে কুরআনের পথে ও আল্লাহ্র অভিমুখে পরিচালিত করবে, মহান আল্লাহ তাকে দুনিয়া ও আখেরাতে মর্যাদাবান করবেন। ফলে তেলাওয়াতকারীর কর্তৃত্ব ও প্রভাব তার অজান্তেই সবদিকে ছড়িয়ে পড়ে। সুতরাং কুরআনের মাধ্যমে সে আল্লাহ্র কাছে এবং তাঁর সৃষ্টির কাছে মহাসম্মানিত হয়।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায় যে, নিয়মিত পবিত্র কুরআন মাজীদ তেলাওয়াত ও তার যথাযথভাবে অনুসরণের মাধ্যমে মুমিনগণ দুনিয়া ও আখেরাতে সর্বোচ্চ মর্যাদাপ্রাপ্ত হবেন। আল্লাহ আমাদেরকে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও পঠন-পাঠনের মাধ্যমে উভয় জগতে সর্বোচ্চ কল্যাণ আহরণের তাওফীক দান করুন।- আমীন!

[লেখক : কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ এবং পিএইচ.ডি গবেষক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়]।

৯. মুসলিম হা/৮০৬; মিশকাত হা/২১২৪।

১০. মুসলিম হা/১১৫৯ (১৮৪); বুখারী হা/৫০৫২; মিশকাত হা/২০৫৪।
১১. আবুদাঊদ হা/১৩৯৪; তিরমিযী হা/২৯৪৯; মিশকাত হা/২২০১।
১২. আলবানী, ছহীহুস সীরাহ আন-নববিইয়াহ ১৩৮ পৃ.।
১৩. বনী ইস্রাঈল ১৭/৪৫; হাকেম হা/৩৩৭৬ সনদ ছহীহ; মুসনাদ আবী ইয়া'লা হা/৫৩।

দারুল হাদীছ বিশ্ববিদ্যালয় (প্রাঃ) জামে মসজিদ নির্মাণে সহযোগিতার আহ্বান

আস্‌সালা-মু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহু

সম্মানিত দ্বীনী ভাই ও বোন! নওদাপাড়া রাজশাহীতে অবস্থিত প্রস্তাবিত **দারুল হাদীছ বিশ্ববিদ্যালয় (প্রাঃ) জামে** মসজিদটি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সাড়ে ছয় হাযার বর্গফুটের ছয়তলা বিশিষ্ট মসজিদ কমপ্লেক্স নির্মাণের প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। এতে বিপুল অর্থের প্রয়োজন। এই খরচ নির্বাহের জন্য দানশীল মুমিন ভাই-বোনদের প্রতি সাহায্যের আবেদন জানানো যাচ্ছে। মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে তাঁর গৃহ নির্মাণে সাধ্যমত সহযোগিতা করার তাওফীক দান করুন-আমীন!!

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে মসজিদ নির্মাণ করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করবেন, যদিও মসজিদটি পাখির বাসার মত ছোট হয়’ *(বুখারী হা/৪৫০; ছহীহুল জামে‘ হা/৬১২৮)*।

অর্থ প্রেরণের হিসাব নম্বর

ইসলামিক কমপ্লেক্স মসজিদ ফাণ্ড, হিসাব নং ০০৭১২২০০০০৫৮২, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক রাজশাহী শাখা। সার্বিক যোগাযোগ : ০১৭১৫-০০২৩৮০, ০১৭১১-৫৭৮০৫৭।

ATAB MEMBER

Biman BANGLADESH AIRLINES

ক্বাযী হারূণ ট্রাভেলস

ট্রাভেল এজেন্সী নিবন্ধন সনদ নং ০০১৩৫৯৬, ATAB রেজিঃ নং ১৭১৪২

আসসালা-মু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহ

সম্মানিত হজ্জ ও ওমরাহ গমনেচ্ছু ভাই ও বোনেরা! ক্বাযী হারূণ ট্রাভেলস (সাবেক ক্বাযী হজ্জ কাফেলা) বিগত কয়েক বছর যাবৎ রাসূল (ছাঃ)-এর শেখানো পদ্ধতি মোতাবেক পবিত্র হজ্জ ও ওমরাহ পালনকারীদের খিদমত করে আসছে। আগামী বছরগুলিতেও এ ট্রাভেলস আপনাদের খিদমতে নিয়োজিত থাকবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সকলকে বিশুদ্ধ নিয়তে ও সুন্নাতসম্মত পদ্ধতিতে হজ্জব্রত পালনের তাওফীক দান করুন-আমীন!

আমাদের বৈশিষ্ট্য সমূহ :

- পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ মোতাবেক হজ্জ ও ওমরাহ্‌র সকল কার্যাবলী সম্পন্ন করার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা।
- একাধিক প্যাকেজ মোতাবেক উভয় হারামের সম্ভবপর নিকটবর্তী স্থানে আবাসনের ব্যবস্থা।
- দেশী বাবুর্চী দ্বারা রান্না করা খাবারের ব্যবস্থা।
- ঢাকা বিমানবন্দর হ’তে শুরু করে ফেরত আসা পর্যন্ত সার্বক্ষণিক গাইডের ব্যবস্থা।
- হজ্জ ও ওমরাহ্‌র যাবতীয় কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সমাধা করার জন্য নিয়মিত তা‘লীমের ব্যবস্থা।

বিঃ দ্রঃ

- সব সময় হজ্জের প্রাক-নিবন্ধন চালু আছে।
- প্রতিমাসে ওমরাহ্‌র প্যাকেজ চালু থাকবে (যাত্রী হওয়া সাপেক্ষে)। সেক্ষেত্রে কমপক্ষে ২ (দুই) মাস আগে যোগাযোগ করতে হবে।

ঢাকা অফিস : ক্বাযী হারূণ ট্রাভেলস, আল-আমীন কমপ্লেক্স, ২৬২, ফকিরের পুল (৪র্থ তলা, স্যুট নং ৪০৩), মতিঝিল, ঢাকা- ১০০০।
মোবাইল নং ০১৭১১-৭৮৮২৩৫, ০১৭১৩-৩৮০২৩৩। ই-মেইল : quaziharuntravels@gmail.com

রাজশাহী যোগাযোগ : ক্বাযী হারূণুর রশীদ, তুহিন বস্ত্রালয়, ইসলামিক কমপ্লেক্স মার্কেট, নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭১১-৭৮৮২৩৫।

তাওহীদের ডাক Tawheeder Dak মার্চ-এপ্রিল ২০২৩ মূল্য : ৩০ টাকা

بسم الله الرحمن الرحيم

তুহফায়ে রামাযান

সাহারী ও ইফতারের সময়সূচী

(ঢাকার জন্য)

হিজরী : ১৪৪৪ খৃষ্টাব্দ : ২০২৩

তারিখ		বার	সাহারীর শেষ সময়	ইফতারের সময়
হিজরী	খৃষ্টাব্দ		ঘণ্টা-মিনিট	ঘণ্টা-মিনিট
০১ রামাযান	২৪ মার্চ	শুক্রবার	৪:৪৩	৬:১১
০২ রামাযান	২৫ মার্চ	শনিবার	৪:৪২	৬:১১
০৩ রামাযান	২৬ মার্চ	রবিবার	৪:৪১	৬:১২
০৪ রামাযান	২৭ মার্চ	সোমবার	৪:৪০	৬:১২
০৫ রামাযান	২৮ মার্চ	মঙ্গলবার	৪:৩৯	৬:১৩
০৬ রামাযান	২৯ মার্চ	বুধবার	৪:৩৮	৬:১৩
০৭ রামাযান	৩০ মার্চ	বৃহস্পতি	৪:৩৭	৬:১৪
০৮ রামাযান	৩১ মার্চ	শুক্রবার	৪:৩৬	৬:১৪
০৯ রামাযান	০১ এপ্রিল	শনিবার	৪:৩৪	৬:১৪
১০ রামাযান	০২ এপ্রিল	রবিবার	৪:৩৩	৬:১৫
১১ রামাযান	০৩ এপ্রিল	সোমবার	৪:৩২	৬:১৫
১২ রামাযান	০৪ এপ্রিল	মঙ্গলবার	৪:৩১	৬:১৬
১৩ রামাযান	০৫ এপ্রিল	বুধবার	৪:৩০	৬:১৬
১৪ রামাযান	০৬ এপ্রিল	বৃহস্পতি	৪:২৯	৬:১৭
১৫ রামাযান	০৭ এপ্রিল	শুক্রবার	৪:২৮	৬:১৭
১৬ রামাযান	০৮ এপ্রিল	শনিবার	৪:২৭	৬:১৭
১৭ রামাযান	০৯ এপ্রিল	রবিবার	৪:২৬	৬:১৮
১৮ রামাযান	১০ এপ্রিল	সোমবার	৪:২৫	৬:১৮
১৯ রামাযান	১১ এপ্রিল	মঙ্গলবার	৪:২৪	৬:১৯
২০ রামাযান	১২ এপ্রিল	বুধবার	৪:২৩	৬:১৯
২১ রামাযান	১৩ এপ্রিল	বৃহস্পতি	৪:২২	৬:১৯
২২ রামাযান	১৪ এপ্রিল	শুক্রবার	৪:২০	৬:২০
২৩ রামাযান	১৫ এপ্রিল	শনিবার	৪:১৯	৬:২০
২৪ রামাযান	১৬ এপ্রিল	রবিবার	৪:১৮	৬:২১
২৫ রামাযান	১৭ এপ্রিল	সোমবার	৪:১৭	৬:২১
২৬ রামাযান	১৮ এপ্রিল	মঙ্গলবার	৪:১৬	৬:২১
২৭ রামাযান	১৯ এপ্রিল	বুধবার	৪:১৫	৬:২২
২৮ রামাযান	২০ এপ্রিল	বৃহস্পতি	৪:১৪	৬:২২
২৯ রামাযান	২১ এপ্রিল	শুক্রবার	৪:১৩	৬:২২
৩০ রামাযান	২২ এপ্রিল	শনিবার	৪:১২	৬:২৩

বাংলাদেশ আবহাওয়া বিভাগের নির্ঘণ্ট অনুযায়ী ঢাকার সময়ের সাথে অন্যান্য যেলা সমূহের পার্থক্য মাসে একাধিকবার পরিবর্তন হয়। সেকারণ অধিকতর সঠিক সময় নির্ধারণের লক্ষ্যে রামাযান মাসকে তিন ভাগে ভাগ করে ইফতারের সময়সূচী দেখানো হয়েছে।

[যেলা ভিত্তিক সময়সূচী [ঢাকার আগে (-) ও পরে (+)]

ঢাকা বিভাগ

যেলার নাম	সাহারী	ইফতার		
		১-১০	১১-২০	২১-৩০
নরসিংদী	−১	−১	−১	−১
গাযীপুর	০	০	০	০
শরীয়তপুর	+১	০	০	−১
নারায়ণগঞ্জ	০	−১	−১	−১
টাঙ্গাইল	+১	+২	+২	+৩
কিশোরগঞ্জ	−২	−২	−১	−১
মানিকগঞ্জ	+২	+২	+২	+২
মুন্সিগঞ্জ	০	−১	−১	−১
রাজবাড়ী	+৩	+৪	+৪	+৪
মাদারীপুর	+২	+১	+১	০
গোপালগঞ্জ	+৩	+২	+২	+২
ফরিদপুর	+৩	+২	+২	+২

রাজশাহী বিভাগ

যেলার নাম	সাহারী	ইফতার		
		১-১০	১১-২০	২১-৩০
সিরাজগঞ্জ	+২	+৩	+৩	+৩
পাবনা	+৪	+৫	+৫	+৫
বগুড়া	+৩	+৫	+৫	+৫
রাজশাহী	+৬	+৭	+৭	+৮
নাটোর	+৫	+৬	+৬	+৬
জয়পুরহাট	+৪	+৬	+৬	+৭
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	+৮	+৯	+৯	+৯
নওগাঁ	+৫	+৬	+৭	+৭

রংপুর বিভাগ

যেলার নাম	সাহারী	ইফতার		
		১-১০	১১-২০	২১-৩০
পঞ্চগড়	+৪	+৮	+৯	+১০
দিনাজপুর	+৫	+৮	+৮	+৯
লালমণিরহাট	+১	+৫	+৫	+৬
নীলফামারী	+৩	+৭	+৭	+৮
গাইবান্ধা	+১	+৪	+৪	+৫
ঠাকুরগাঁও	+৫	+৯	+৯	+১০
রংপুর	+২	+৬	+৬	+৭
কুড়িগ্রাম	০	+৪	+৪	+৫

ময়মনসিংহ বিভাগ

যেলার নাম	সাহারী	ইফতার		
		১-১০	১১-২০	২১-৩০
শেরপুর	০	+২	+২	+৩
ময়মনসিংহ	−১	০	+১	+১
জামালপুর	০	+২	+৩	+৩
নেত্রকোণা	−৩	−১	−১	−১

খুলনা বিভাগ

যেলার নাম	সাহারী	ইফতার		
		১-১০	১১-২০	২১-৩০
যশোর	+৬	+৫	+৫	+৪
সাতক্ষীরা	+৭	+৫	+৫	+৪
মেহেরপুর	+৭	+৭	+৭	+৭
নড়াইল	+৪	+৩	+৩	+৩
চুয়াডাঙ্গা	+৬	+৬	+৬	+৬
কুষ্টিয়া	+৫	+৫	+৫	+৫
মাগুরা	+৪	+৪	+৪	+৪
খুলনা	+৫	+৩	+৩	+৩
বাগেরহাট	+৪	+২	+২	+১
ঝিনাইদহ	+৫	+৫	+৫	+৫

চট্টগ্রাম বিভাগ

যেলার নাম	সাহারী	ইফতার		
		১-১০	১১-২০	২১-৩০
কুমিল্লা	−৩	−৩	−৪	−৪
ফেনী	−৩	−৪	−৫	−৫
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	−৩	−৩	−৩	−৩
রাঙ্গামাটি	−৬	−৮	−৮	−৯
নোয়াখালী	−২	−৩	−৪	−৪
চাঁদপুর	০	−২	−২	−২
লক্ষ্মীপুর	−১	−২	−২	−৩
চট্টগ্রাম	−৪	−৬	−৭	−৭
কক্সবাজার	−৩	−৭	−৮	−৮
খাগড়াছড়ি	−৫	−৮	−৭	−৭
বান্দরবান	−৫	−৮	−৮	−৯

বরিশাল বিভাগ

যেলার নাম	সাহারী	ইফতার		
		১-১০	১১-২০	২১-৩০
ঝালকাঠি	+২	+১	০	০
পটুয়াখালী	+২	০	−১	−১
পিরোজপুর	+৩	+১	+১	+১
বরিশাল	+২	০	−১	−১
ভোলা	০	−২	−২	−২
বরগুনা	+৩	+১	০	−১

সিলেট বিভাগ

যেলার নাম	সাহারী	ইফতার		
		১-১০	১১-২০	২১-৩০
সিলেট	−৭	−৬	−৫	−৫
মৌলভীবাযার	−৬	−৫	−৫	−৫
হবিগঞ্জ	−৫	−৪	−৪	−৪
সুনামগঞ্জ	−৬	−৪	−৩	−৩

‘হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের উপর ছিয়াম ফরয করা হ’ল যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর তা ফরয করা হয়েছিল; যাতে তোমরা মুত্তাক্বী বা আল্লাহভীরু হ’তে পার’ *(বাক্বারাহ ১৮৩)*। ‘সূর্যাস্তের সাথে সাথে ছায়েম ইফতার করবে’ *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৮৫)*।

সূত্রঃ বাংলাদেশ আবহাওয়া বিভাগ (www.bmd.gov.bd), মুসলিম প্রো (www.muslimpro.com), গণনা পদ্ধতি : University of Islamic Sciences, Karachi.

বি. দ্র. রামাযানের শুরু এবং শেষ চন্দ্রোদয়ের উপর নির্ভরশীল